পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 312 Thursday, 16 October, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৩১২ সংখ্যা ✻ ২৯ আশ্বিন ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘সোনার বাংলা সোনারই থাকুক’!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ অক্টোবরঃ সোনার বাংলা সোনারই হয়ে থাকুক। আমরা আর ফিরছি না।, দুর্গাপুরে নির্যাতিতা মেডিক্যাল পড়ুয়ার বাবার গলায় এ যেন চরম বেদনার ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে শেষবারের মতো আবেদন জানিয়ে, ওড়িশা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানালেন তিনি। গত কয়েক দিনে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের এই ছাত্রীকে ঘিরে যে ভয়াবহ ঘটনা সামনে এসেছে, তা শুধু তদন্তের বিষয় নয়, তা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে পরিবারের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তিনি বলেন, ‘‘অনেক আশা-ভরসা করে মেয়েকে ডাক্তার বানাতে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ তো শেষ হয়ে গেল। আর এখানে ফিরব না।’’ ঘটনার পর পুলিশ মোট ছ’জনকে গ্রেফতার করেছে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন নির্যাতিতার সহপাঠী, যাঁর সঙ্গে ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই ঘটেছে নির্যাতনের ঘটনা। মঙ্গলবার গ্রেফতার হওয়া সেই ছাত্রকে বুধবার আদালতে হাজির করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই সেই সহপাঠীর দিকেই আঙুল তুলে এসেছেন তরুণীর বাবা। বুধবার ফের একবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘সিবিআই তদন্ত তো চাই। তবে সবটাই বাংলার সরকারের উপর নির্ভর করছে।’’ তবে সমস্ত যন্ত্রণা ও অভিমান সত্ত্বেও, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নম্র কণ্ঠে শেষ অনুরোধ জানাতে ভোলেননি তিনি, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোটি কোটি প্রণাম। যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি, ছেলে মনে করে ক্ষমা করে দেবেন। আমার মেয়েকে ন্যায় দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এইটুকুই চাই।’’ এমন আবেগঘন বিদায়বাণী সামনে আসতেই ফের একবার আলোচনার কেন্দ্রে দুর্গাপুর কাণ্ড। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠলেও, মুখ্যমন্ত্রী এখনো এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। এখন দেখার তদন্তে আগামিদিনে কী তথ্য উঠে আসে।

টোটোর রেজিস্ট্রেশনে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বঙ্গে এবার কি টোটো নিয়েও রাজনীতি? পুরোদমে শুরু হয়ে গেল শাসক-বিরোধী তরজা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সব টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ দিতে হবে ১ হাজার টাকা। কিন্তু কেন এই রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হচ্ছে? প্রশ্ন তুলে টোটো চালকদের রেজিস্ট্রেশন করতে কার্যত নিষেধ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ছাব্বিশে তাঁরা ক্ষমতায় এলে কী করবেন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তা নিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে তরজা। পাল্টা খোঁচা তৃণমূলেরও। শুভেন্দুর সাফ কথা, রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কেন এক হাজার টাকা দিতে হবে? কেন প্রতি মাসে ১০০ টাকা দিতে হবে? আমি বলব কাউকে টাকা দেবেন না। বিধানসভা ভোট পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনও করবেন না। আমরা এলে পলিসি হবে। আমরা ঠিক পলিসি করে দেব। এ নিয়ে যদিও পাল্টা তোপ দাগতে ছাড়ছে না শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, ‘‘টোটোকে রেগুলাইজ করা খুবই প্রয়োজন। শুভেন্দু তো অপদার্থ পরিবহন মন্ত্রী ছিল। তাই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলের ফলে কলকাতা ও শহরতলির মানুষের নিত্যদিনের যন্ত্রণা বাড়ছে। রোজ কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটছে। একদিকে যেমনটোটো চালকদের দুর্ঘটনা রয়েছে, তেমনই যাত্রীদেরও ক্ষতি হচ্ছে।’’ অন্যদিকে পরিবহন মন্ত্রী যদিও সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন গোটা প্রক্রিয়ায় একযোগে মাঠে নামবে পুলিশ, পরিবহন দফতর, ইউনিয়নগুলি। ১৩ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে চিহ্নিতকরণের কাজ চলবে। অনলাইনের পাশাপাশি সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থেকেও এই কাজ করা যাবে। সব টোটোতেই থাকবে নম্বর প্লেট। অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরের সঙ্গে থাকবে কিউআর কোডও।

‘আন্দোলনের শুরু, বদল হলে বদলা নেব’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃ খগেন মুর্মুদের উপর হামলার ঘটনায় শাসকদলের উপর আরও চাপ বাড়াতে আসরে রাজ্য বিজেপি। বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করল গেরুয়া শিবির। আর এই মিছিলে দেখা গেল বঙ্গ বিজেপির তাবড় তাবড় নেতাদের। একদিকে, খগেন মুর্মুদের উপর হামলার ঘটনায় শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হলেন তাঁরা। একইসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়েও রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করলেন তাঁরা। বিজেপির আদিবাসী মোর্চার ডাকে এদিনের মিছিলে ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর পাশে দেখা গেল রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন দুই সভাপতি রাহুল সিনহা ও সুকান্ত মজুমদারকে। মিছিলে ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ বঙ্গ বিজেপির নেতারা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গ বিজেপির বর্তমান সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য মিছিলে থাকেননি। মিছিলে অনেকের হাতেই আদিবাসীদের চিরাচরিত অস্ত্র দেখা

যায়। এমনকি, রাহুল সিনহা, সুকান্ত মজুমদারের হাতেও তির, ধনুক দেখা গিয়েছে। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলার নিন্দা করে এদিন মিছিল শুরুর আগে সুকান্ত বলেন, ‘‘পুলিশকে একমাস সময় দিয়েছি। তার মধ্যে নাগরাকাটার ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করতে হবে। না হলে বিজেপি ট্রিটমেন্ট করবে। নাগরাকাটার বুকে ট্রিটমেন্ট হবে। বিজেপিকে মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না।’’ বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) নিয়ে সুকান্ত বলেন, ‘‘আমরাও চাই প্রত্যেক বৈধ ভোটারের নাম থাকুক। কিন্তু, যার বাবা-মা-ঠাকুরদার নাম ভোটার লিস্টে নেই। অথচ তার নাম ভোটার লিস্টে উঠে গিয়েছে। এটা কীভাবে হয়েছে? আমি বলছি, ভারতীয় মুসলমানদের নাম ভোটার লিস্টে থাকবে, তাতে তাঁরা আমাদের ভোট দিন আর না দিন। কিন্তু, বাংলাদেশি মুসলমান যাঁরা অনুপ্রবেশ করেছেন, তাঁদের নাম থাকবে না।’’ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে এসআইআর হয়ে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এদিন মিছিল শেষে শুভেন্দু বলেন, ‘‘গত বেশ কয়েকমাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এই সরকার আদিবাসী বিরোধী। মিছিল শেষ মানে আন্দোলন শেষ নয়। আজ আন্দোলনের শুরু। বদলা চাইলে বদল করতে হবে। ছাব্বিশে বদল হলে সুদে আসলে আমরা বদলা নেব।’’ কালীপুজোর পর আদিবাসী সংগঠনগুলিকে রাস্তায় নামার ডাক দিলেন শুভেন্দু। একইসঙ্গে বলে দিলেন, ‘‘বদলও হবে, বদলাও হবে’’।

বন্যা-কবলিত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গের রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলো ঘুরে দেখছেন। সেই সঙ্গে স্থানীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছেন। তাঁদের সমস্যার কথাও শুনছেন। বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক শুরুর আগে পাহাড়ি রাস্তায় জনসংযোগ সারলেন। রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয় মানুষরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেন মমতা। প্রশাসনিক বৈঠকের আগে এদিন সকালে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ-ভেটিভার চাষে স্থায়ী সমাধানের বার্তা মমতার!

ড্যাম ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৫ অক্টোবরঃ প্রকৃতি ধ্বংস করলে সে ফিরিয়ে দেয় তার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ, উত্তরাখণ্ড হোক কিংবা উত্তরবঙ্গ, বারবার প্রমাণিত হয়েছে সেই সত্যি। পাহাড়ে দুর্যোগ সামাল দিতে এবার প্রকৃতির হাত ধরেই প্রকৃতিকে রক্ষার ডাক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বার্তা, কংক্রিটে আর কাজ হবে না। প্রকৃতি দিয়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। তাঁর পরামর্শ, পাহাড়ি নদীর পারে লাগাতে হবে ম্যানগ্রোভ আর ভেটিভার। সুন্দরবনের অনুকরণে এবার পাহাড়েও গড়ে তোলা হবে প্রাকৃতিক বাঁধ। মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি, ‘‘আপনারা যদি গঙ্গাসাগরে ৫ কোটি গাছ লাগাতে পারেন, তাহলে উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতেও লাগানো যাবে না কেন? কংক্রিট ছয় মাসেই ভেঙে যায়। কিন্তু গাছ লাগালে তা অনেক বেশি টেকসই। জলে টাকা ঢেলে আর চলবে না। স্থায়ী সমাধান করতে হবে।’’ ম্যানগ্রোভ মূলত নোনা জলে বেড়ে ওঠা গাছ, যা উপকূলীয় এলাকাকে সুরক্ষা দেয় এবং বড় ধরনের ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসেও বাঁধের মতো কাজ করে। ভেটিভার একধরনের গভীর শিকড়বিশিষ্ট ঘাস, যা মাটি ক্ষয়ের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সাধারণত ম্যানগ্রোভ যেখানে বন তৈরি করে, ভেটিভার সেখানে সহায়ক উদ্ভিদ হিসেবে ভূমিকা নেয়। তবে এই পরিকল্পনা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরেই তৈরি হয়েছে ধন্দ। কারণ, ম্যানগ্রোভ সাধারণত লবণাক্ত মাটিতে জন্মায়, পাহাড়ি ভূপ্রকৃতিতে তা আদৌ টিকবে কি না, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। শুধু পাহাড় নয়, জলনির্গমনের সঠিক ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রের ব্যর্থতার দিকেও আঙুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ভুটান-সহ প।শি রাজ্যগুলির অতিরিক্ত জলই বাংলার বন্যার মূল কারণ। প্রশ্ন তোলেন, ‘‘ভুটানের জল আমাদের ভাসিয়ে দেবে, আর ওরা ক্ষতিপূরণ দেবে না? হোয়াই উই সাফার এভরিটাইম?’’ ডিভিসি-র ভূমিকা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন,

‘‘২০ বছর ধরে ড্রেজিং করেনি ডিভিসি। মাইথন, পাঞ্চেত, ফারাক্কা, হলদিয়া-সব জায়গায় অবস্থা এক। বর্ষায় জল ছাড়বে, গ্রীষ্মে জল মিলবে না-এ কেমন নীতি?’’ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘এভাবে চলতে থাকলে ড্যাম ভেঙে দিন, নদীকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে দিন।’’ বার্তা স্পষ্ট-প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে তবেই চলতে হবে। নয়তো ফল ভয়াবহ হবে, যেভাবে তা দেখা গিয়েছে উত্তরাখণ্ডে। পুজোর মুখে ৫ ঘণ্টার বৃষ্টিতে জলবন্দি হয়েছিল কলকাতা। জমা জলে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ১২ জনের। এদিন দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মৃতদের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, ১৭ অক্টোবর মৃতদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাহায্য ও একজন সদস্যকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। প্রতিপদের রাতের প্রবল বৃষ্টিতে মঙ্গলবার যাদবপুর, পার্কসার্কাস, তারাতলা, একবালপুর, ভবানীপুর-সহ সর্বত্র ছিল জলে টইটম্বুর। এই জমা জলই মৃত্যু ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোমিনপুর, নেতাজিনগর, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলিয়ে মোট মৃত্যু হয় ১২ জনের। এই পরিস্থিতির জন্য সিইএসসি-কে দুষেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবার পিছু অন্তত ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ও সিইএসসির তরফে চাকরি দেওয়ার কথাও বলেন। পরবর্তীতে মৃতের পরিবারকে রাজ্যের তরফে আর্থিক সাহায্য হিসেবে ২ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সিইএসসি চাকরি না দিলে মৃতদের পরিবারের একজন সদস্যকে স্পেশাল হোমর্গাডের চাকরির আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি। বুধবার দার্জিলিংয়ের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মৃতদের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, ‘‘কলকাতায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কলকাতার ১০ জন-সহ মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ১৭ তারিখ শেকসপিয়র সরণি চত্বরের কোনও এক মণ্ডপে ওনাদের পরিবারকে ডাকা হবে। তুলে দেওয়া হবে নিয়োগ পত্র ও আর্থিক সাহায্য।’’ অর্থাৎ বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর দায় এড়িয়ে গেল সিইএসসি।

রাজভবনে হাজির বালেশ্বরের বিজেপি সাংসদ, কথা হল দুর্গাপুর প্রসঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃ ওড়িশার মহিলা কমিশনের পর এবার বাংলায় এলেন সেখানকার বিজেপি সাংসদ। দুর্গাপুর ইস্যুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে কথা বলতে বালেশ্বর থেকে রাজভবনে হাজির সাংসদ প্রতাপ ষড়ঙ্গী। বস্তুত, ওড়িশা থেকে বাংলায় পড়তে আসা ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার পর গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার বাংলায় আসে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রতাপ ষড়ঙ্গী। এ দিন, বিজেপি সাংসদ জানান, তিনি দুর্গাপুরে ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে (যে কলেজে নির্যাতিতা পড়েন) গিয়েছিলেন। তাঁকে পুলিশের তরফে বাধা দেওয়া হয়। একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে পুলিশের এই ভূমিকা তিনি প্রত্যাশা করেননি। সেই বিষয়টিই রাজ্যপালকে এ দিন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, তাঁর বক্তব্য, বাংলায় যে তিনি আসছেন সে কথা আগেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনকে। তারপরও তাঁকেও আটকানো মোটেই সমীচীন নয়। কিন্তু সেই কাজই রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসন করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি আগেই চিঠি দিয়েছিলাম যে এখানে আসছি। আর

যদি চিঠি নাও বা দিই, আমি তো ২০ থেকে ২৫ লক্ষ মানুষের জনপ্রতিনিধি। আমায় আটকানো অসাংবিধানিক। আমি কালকেই বলেছি, আমরা দশ জন যাব। কিন্তু প্রোটোকলের অজুহাত দেখাচ্ছে। আর আমি তো নির্যাতিতা যেখানে থাকেন, সেই সংসদীয় এলাকার জনপ্রতিনিধি। আমার কর্তব্য রয়েছে একটা। মেয়েটির বাবাও পুলিশকে অনুরোধ করেছে যাতে দেখা করতে দেওয়া হয়।’’ প্রতাপ ষড়ঙ্গী এও বলেছেন যে, দুর্গাপুরের এই ঘটনার পর যা যা হয়েছে, যে সকল অভিযোগ-অনুযোগ উঠছে সবটাই রাজ্যপাল রিপোর্ট আকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানানো হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, এই নির্যাতিতা তাঁর সংসদীয় এলাকার বাসিন্দা। সেই কারণে জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কর্তব্য নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করা। তিনি বলেন, ‘‘আমি গিয়ে দেখলাম মেয়েটি ডিপ্রেশনে আছে। আমি ওঁকে ভরসা দিয়েছি। আমি ওঁকে মহাভারত শুনিয়েছি।’’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘আর ডাক্তারও আমায় হয়ত সত্যতা বলেনি। তবে মিডিয়ার ভূমিকা ভাল। আজ পুলিশ বলছে, গণধর্ষণ হয়নি। ধর্ষণ হয়েছে। নির্যাতিতাকে হয়ত চাপে রেখেছে। আমরা চইছি চাপমুক্ত করা হোক। আর যাদের ধরেছে তারা আদৌ অপরাধী নাকি বলির পাঠা কাউকে বানানো হয়েছে সেটাও জানার প্রয়োজন আছে।’’

আগামী সপ্তাহেই এসআইআর ঘোষণা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃ বাংলায় দ্রুত বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা(এসআইআর) শুরু করতে চাইছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এসআইআর শুরুর আগে ‘ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং‘ কাজ শেষ করা দরকার। এর জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সেই সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ হয়নি। তাই দ্রুত কাজ শেষের জন্য জেলার আধিকারিকদের বার্তা দিল কমিশন। আগামিকালের মধ্যে কাজ শেষ করে এসপ্তাহের মধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে নির্দেশ দেওয়া হল। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখাই হল ‘ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং’। বুধবার (১৫ অক্টোবর)-র মধ্যে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ের কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু, বিভিন্ন জেলায় এখনও সেই কাজ শেষ হয়নি। এদিন ম্যাপিং বা ভোটার তালিকা মেলানো সংক্রান্ত বৈঠকে সেই ছবি উঠে আসে। সূত্রের খবর, ম্যাপিংয়ের কাজে সবচেয়ে পিছিয়ে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি।

বন্যার কারণে পিছিয়ে তারা। সেদিকে নজর রয়েছে কমিশনের। এদিন বৈঠকে সব জেলার এডিএমকে কমিশন নির্দেশ দেয়, আগামিকালের মধ্যে কাজ শেষ করে এসপ্তাহের মধ্যে ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করতে হবে। প্রশ্ন উঠছে, চলতি সপ্তাহে ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড হওয়ার পর কি পরের সপ্তাহে এসআইআর-র ঘোষণা করবে কমিশন? বাংলায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরুর আগে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। কারণ, জেলায় জেলায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার পার্থক্য কতটা, তা জানা যাবে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ে। এতে এসআইআর-র ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এখনও পর্যন্ত ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ে যে যে তথ্য সামনে এসেছে, সেখানে বিভিন্ন জেলায় ২০০২ ও ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় বিস্তর ফারাক দেখা গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে সেই ফারাক ৪৫ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ ফারাক। বাংলায় এসআইআর হলে এক কোটি নাম বাদ পড়বে বলে বিজেপি বারবার দাবি করছে। রাজ্যের শাসকদল আবার জানিয়েছে, একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়লে তারা আন্দোলনে নামবে। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর-র আগে আঁটঘাট বেঁধে নামতে চাইছে নির্বাচন কমিশন।

সীমান্তবর্তী এলাকায় ভোটার তালিকায় বড় অমিল! উত্তর ২৪ পরগনায় ধরা পড়ল সবচেয়ে বেশি ফারাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃ এসআইআর আগে এখন বাংলায় চলছে ‘ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং’। আর তাতেই ধরা পড়ল ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় ব্যাপক গড়মিল। সবথেকে বেশি ফারাক বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা উত্তর ২৪ পরগনায়। জানা যাচ্ছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় শুধুমাত্র এই জেলার ক্ষেত্রেই ফারাক ৪৫ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মিলেছে ৫৫ শতাংশের ভোটারের নাম। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন। কারণ উত্তর ২৪ পরগনা একটা অত্যন্ত বড় জেলা। সেখানেই ৪৫ শতাংশের ফারাক। দেখা গিয়েছে, ২০০২ সালে এমন কেউ রয়েছেন, যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কারোর বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের নামও ২০২৫ সালে ভোটার তালিকায় রয়েছে। সেই নামগুলো বাদ যায়নি। অন্যদিকে, আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা উত্তরে ৫৫.৩৫ শতাংশ, মালদহে ৫৫.৪৫ শতাংশ মিল রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ভোটারের মৃত্যু, পরিযায়ী শ্রমিক, ঠিকানা

ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলোতে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার ৫১.৩৬ শতাংশ ভোটারের মিল রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ৫৩.৭৩ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৬২ শতাংশ, কালিম্পঙে ৬৯.২৭ শতাংশ, পুরুলিয়া ৬১.৬৯ শতাংশ, বদলের কারণেই কিছু ফারাক রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে সব থেকে বেশি অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু ফারাক সব থেকে বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রেই। উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই অভিযোগ করেছিলেন, বাংলার ভোটার তালিকায় অবৈধভাবে নাম তোলা হচ্ছে। সে বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, সীমান্ত এলাকায় প্রথম সপ্তাহেই ৭০ হাজারেরও বেশি ফর্ম জমা পড়েছে। সাধারণত এই সংখ্যাটা থাকে ২০-২৫ হাজার। বিষয়টি নিয়ে আগেই কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, রাজ্য প্রশাসন বেআইনিভাবে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বাংলায় যেভাবে আবেদন জমা পড়েছে, তাতে গোটা রাজ্যের তুলনায় সীমান্তবর্তী এলাকাতেই আবেদনের হার বেশি বলে জানা যাচ্ছে।

পুরোদমে যুদ্ধ লাগল বলে, আফগানিস্তানে এয়ারস্ট্রাইক পাকিস্তানের, কমপক্ষে মৃত ৪

সংবাদ সংস্থা, কাবুল, ১৫ অক্টোবরঃ পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে আরও। আফগানিস্তানে ফের এয়ারস্ট্রাইক চালাল পাকিস্তান। আফগানিস্তানের স্পিন বলডাকে এয়ারস্ট্রাইক চালিয়েছে। এই হামলায় এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, স্পিন বলডাকের চামান সীমান্ত ক্রসিংয়ের কাছে এয়ারস্ট্রাইক চালিয়েছে পাকিস্তান। কমপক্ষে তিনটি আফগান-তালিবান পোস্টে হামলা চালানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ড্রোনও ব্যবহার করা হয়েছে এই হামলায়। এই হামলায় কমপক্ষে ৪ জন পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ৪। কমপক্ষে ১০ জন স্থানীয় বাসিন্দাও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, পাকিস্তানের হামলার পর কালো ধোঁয়া উঠছে স্পিন বোলডাক থেকে। প্রসঙ্গত, বিগত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে।

সীমান্তে ক্রমেই উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। এই সংঘর্ষের শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের এয়ারস্ট্রাইকে। কাবুলে গত সপ্তাহে হামলা করেছিল পাকিস্তান। এর জবাবে ১১ অক্টোবর রাতে, আফগান বাহিনী পাকিস্তানের একাধিক মিলিটারি পোস্টে হামলা চালিয়েছিল। আফগান প্রশাসন দাবি করেছিল, এই হামলায় ৫৮ জন পাক সেনাকে নিকেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান যদিও দাবি করে যে তাদের ২৩ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে। পাল্টা তারা ২০০-রও বেশি তালিবান ও তাদের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের নিকেশ করেছে। এই সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পরই পাকিস্তানের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাণিজ্য ও যাতায়াতের জন্য। চামান সীমান্তও বন্ধ ছিল। তবে রবিবার আটকে পড়া ১৫০০ আফগান নাগরিককে দেশে ফেরার জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছিল।

জন্মবার্ষিকীতে মিসাইল ম্যানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর ঃ ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও কিংবদন্তি বিজ্ঞানী ভারতরত্ন ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম জি-র জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করছি। একজন দূরদর্শী হিসেবে তাঁকে স্মরণ করা হয়, যিনি তরুণ মনকে আলোকিত করেছিলেন এবং আমাদের দেশকে বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সাফল্যের জন্য নম্রতা এবং কঠোর পরিশ্রম অত্যাবশ্যক। আমরা যেন তাঁর কল্পনার ভারত গড়ে তুলতে থাকি। একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল এবং করুণাময় ভারত।ভারতের কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনের মূল পরিকল্পনাকারী থেকে ১১-তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন পর্যন্ত কালামের অসাধারণ যাত্রা অনন্য নম্রতার দ্বারা সংজ্ঞায়িত। তিনি এখনও চূড়ান্ত পথপ্রদর্শকঃএকজন দূরদর্শী বিজ্ঞানী যিনি তরুণ মনকে জাগিয়ে তোলার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, জীবনের শেষ দিনে শিক্ষকতার সেবায় তিনি চলে যান।

এই নিয়ে সপ্তমবার, ফের রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে নির্বাচিত ভারত

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর ঃএই নিয়ে সপ্তমবার, ফের রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে নির্বাচিত ভারত। তাও আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত হরিশ পি বুধবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ২০২৬-২৮ মেয়াদের জন্য মানবাধিকার কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছে ভারত।হরিশ পি আরও জানিয়েছে, অভূতপূর্ব সমর্থনের জন্য সমস্ত প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ। এই নির্বাচন মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি ভারতের অটল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। আমরা আমাদের মেয়াদে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য মুখিয়ে আছি।

বুধবার চেন্নাইয়ে সামান্য কমলো পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর ঃ বুধবার চেন্নাইয়ে সামান্য কমলো পেট্রোল-ডিজেলের দর। তবে দেশের অন্যান্য জায়গায় পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে।এদিন চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৮০টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা। দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। আর মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনের প্রতি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। ক্রাইম ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হয়েছে।

দিল্লিতে দীপাবলির আনন্দে সবুজ আলো, আতশবাজি সংক্রান্ত সুপ্রিম রায়ে উচ্ছ্বাস মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও মন্ত্রী কপিল মিশ্রর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর ঃ অবশেষে রাজধানী দিল্লি জুড়ে দীপাবলির আকাশ আবারও রঙিন হতে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সবুজ আতশবাজি ব্যবহারের অনুমতি মেলায় উসবের আনন্দে মাতোয়ারা দিল্লিবাসী। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি। তাঁর মতে, এই রায় কেবল উৎসবপ্রেমীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে তা নয়, বরং এটি পরিবেশ ও ঐতিহ্যের মধ্যে এক সঠিক ভারসাম্যের বার্তা দিয়েছে। অন্যদিকে, দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, এবার দিল্লি সত্যিই দীপাবলি উদযাপন করবে- যা অতীতের বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলির এক প্রকার জবাব হিসেবেই ধরা হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এক্স মাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, দিল্লি সরকারের বিশেষ অনুরোধের ভিত্তিতেই রাজধানীতে সবুজ বাজি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আমরা আদালতের এই সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞ। এই রায় জনসাধারণের অনুভূতি ও উসবের আবেগকে মর্যাদা দিয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও এটি এক ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, দিল্লি সরকার একদিকে নাগরিকদের উসব উদযাপনের অধিকারকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, অন্যদিকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ দিল্লি গড়ার প্রতিশ্রুতিতেও অটল রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য- আনন্দ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে সুস্থ সহাবস্থান তৈরি করা। এই দীপাবলিতে আমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীলভাবে উদযাপন করি, সবুজ বাজি ব্যবহার করি, যাতে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে এবং উৎসবের আনন্দও পূর্ণ হয়। আসুন, একসঙ্গে কাজ করি ‘ ও সমৃদ্ধ দিল্লি’-র স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে।এই বক্তব্যের পরই দিল্লির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আলো।ন পড়ে যায়। কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে দিল্লিতে আতশবাজি নিষিদ্ধ থাকার ফলে দীপাবলির আবহ ছিল কিছুটা ম্লান। রাজধানীর বাসিন্দাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ জমে উঠেছিল যে প্রশাসন হিন্দু ধর্মীয় উৎসবগুলির ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে। এবার সেই ক্ষোভ যেন প্রশমিত হলো আদালতের এই নতুন নির্দেশে।মন্ত্রী কপিল মিশ্র তাঁর

প্রতিক্রিয়ায় আরও তীব্র ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, আমি সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকেও অভিনন্দন জানাই, কারণ তিনিই দিল্লির জনগণের কণ্ঠস্বর আদালতের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। এই কাজটি পূর্ববর্তী সরকারও করতে পারত, কিন্তু তারা করেনি। আজ প্রমাণিত হয়েছে, কেজরিওয়াল সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু উৎসবগুলির বিরোধিতা করেছিল। এখন দিল্লিতে সরকার পরিবর্তনের পর জনগণের দাবি মেনে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। দীপাবলির মতো উসবকে ধর্মীয় বিভাজনের হাত থেকে মুক্ত করে, দিল্লিকে আবারও উৎসবের রাজধানী বানানো হচ্ছে।কপিল মিশ্রর এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে শুধু আইনি বা পরিবেশগত দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দিল্লি এবার দীপাবলি উদযাপন করবে অন্যান্য শহরের মতোই। এবার রাজধানীর প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি রাস্তা আলোয় ভরে উঠবে, বাজির শব্দে মুখরিত হবে চারপাশ। আর সবই হবে সবুজ আতশবাজির মাধ্যমে, যা ক্ষতিকর ধোঁয়া ছড়াবে না।গত কয়েক বছর ধরে দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ আতশবাজি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। পরিবেশ দূষণের দোহাই দিয়ে কেজরিওয়াল সরকার আতশবাজি বিক্রি, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর ফলে বহু ব্যবসায়ী, কারিগর, এমনকি সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। ধর্মীয় আচার পালনে বাধা আসার অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। এবার সেই আক্ষেপের অবসান ঘটল সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ‘ বাজি’ ফোটানো যাবে- যা পরিবেশবান্ধব এবং দূষণমুক্ত।এই সিদ্ধান্তে শহর জুড়ে দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাসের ঢেউ। বাজি ব্যবসায়ীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। বাজারে ইতিমধ্যে সবুজ বাজির চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুণ। অনেকেই বলছেন, সবুজ বাজি ফোটানো মানে উসবের আনন্দও থাকবে, আবার পরিবেশও রক্ষা পাবে। এতদিন আমরা দোটানায় ছিলাম- আনন্দ করব না পরিবেশ বাঁচাব, এবার দুটোই সম্ভব।অন্যদিকে, পরিবেশবিদ মহলেও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন, সবুজ আতশবাজি বাস্তবে কতটা পরিবেশবান্ধব, তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। তবে সরকার ও আদালত উভয় পক্ষই জানিয়েছে, অনুমোদিত উপাদকদের তৈরি বাজিগুলিতে নাইট্রেট ও ভারী ধাতুর ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। ফলে ধোঁয়া ও শব্দ দূষণ দুই-ই অনেক কম হবে।দিল্লি প্রশাসন ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে। অনুমোদিত স্থানে বাজি ফোটানো হবে, এবং পুলিশ সেই নির্দেশ বাস্তবায়নে নজরদারি চালাবে। একই সঙ্গে নাগরিকদের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে, তারা যেন নিষিদ্ধ বাজি ব্যবহার না করেন।রাজধানীর বাসিন্দারা বলছেন, এত বছর পরে এবার সত্যিকারের দীপাবলির অনুভূতি ফিরে এসেছে। একদিকে আদালতের যুক্তি, অন্যদিকে সরকারের সচেতন পদক্ষেপ- এই দুইয়ের মিলনেই যেন এক নতুন বার্তা উঠে আসছে- উসব মানে শুধু আনন্দ নয়, দায়িত্বও।রেখা গুপ্তা সরকার এই রায়কে যে ভাবে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে, তা তাঁদের শাসনদর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ করছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিবেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। তাঁর আহ্বান, আমাদের উচিত উৎসব পালন করা এমনভাবে, যাতে প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে হাসতে পারে। সবুজ বাজি শুধু এক ধরনের আতশবাজি নয়, এটি একটি মানসিকতা- সচেতনতার প্রতীক।দীপাবলির আগে এই রায় রাজধানীতে এক বিশেষ আবেগ তৈরি করেছে। ধর্মীয় অনুভূতি ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধের এই যুগলসঙ্গমকে অনেকেই বলছেন, নতুন দিল্লির নতুন দীপাবলি- যেখানে আলো জ্বলবে আকাশে, আর আশার আলো জ্বলবে মানুষের মনে।দিল্লির রাজপথ, চাঁদনি চক, লাজপত নগর কিংবা দ্বারকার মতো এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আলোকসজ্জার প্রস্তুতি। বাজারে শোনা যাচ্ছে সবুজ বাজি-র প্রচার গান। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ বছর বিক্রি অনেক বাড়বে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সবুজ বাজি বিক্রির জন্য বিশেষ পারমিট দেওয়া হবে, এবং দোকানগুলিতে সচেতনতা প্রচারও চলবে।দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা মনে করতেন যে দীপাবলির আনন্দ দিল্লিতে হারিয়ে গিয়েছে, তাঁরা এবার নতুন করে আশাবাদী। শিশু থেকে প্রবীণ- সকলের মুখে হাসি ফুটেছে। নাগরিক সমাজও সরকারের উদ্যোগকে প্রশংসা করেছে।সব মিলিয়ে, এই সুপ্রিম রায় দিল্লির দীপাবলি উদযাপনকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। এটি কেবল এক উৎসবের অনুমতি নয়, বরং এক মানসিক মুক্তি, এক সামাজিক পুনর্জাগরণের প্রতীক। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও কপিল মিশ্রর বক্তব্যে সেই আত্মবিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে- দিল্লি এবার শুধু আলোয় নয়, সচেতনতায়ও আলোকিত হবে।

অস্ত্র ফেলে শান্তির পথে, মূলস্রোতে ফিরলেন কিষেণজির ভাই বেণুগোপাল রাও - গড়চিরৌলিতে আত্মসমর্পণে নতুন দিগন্ত মাওবাদ বিরোধী অভিযানে

গড়চিরৌলি, ১৫ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ চার দশকের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে ইতিহাসের মোড় ঘুরল মহারাষ্ট্রের গা।চিরৌলিতে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর অন্যতম প্রভাবশালী নেতা এবং নিহত কিষেণজির ভাই মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি অস্ত্র ফেলে মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় ৬০ জন সশস্ত্র মাওবাদীও আত্মসমর্পণ করেছেন। বুধবার মহারাষ্ট্র পুলিশের সদর দফতরে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের হাতে অস্ত্র তুলে দেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এই ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান, যা কার্যত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসন।মহারাষ্ট্রের মাটি দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী কার্যকলাপে রক্তাক্ত ছিল। বিশেষত গড়চিরৌলি জেলা, যা বহু বছর ধরেই দেশের অন্যতম মাওবাদপ্রভাবিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এই জেলার ঘন অরণ্য ও দুর্গম পাহাড়ের ভেতর থেকে বহু বছর ধরে চলেছে সশস্ত্র লড়াই, পুলিশের সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘর্ষ। সেই বাস্তবতার মাঝেই এদিন আত্মসমর্পণ করে নতুন এক আশার দিশা দেখালেন কিষেণজির ভাই বেণুগোপাল রাও। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মাওবাদী সংগঠনের ভেতরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলেই সূত্রের খবর।আত্মসমর্পণের মুহূর্তে বেণুগোপাল রাওয়ের চোখে যেন এক দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস ফুটে উঠেছিল। ৪০ বছর আগে গড়চিরৌলিতেই তিনি ‘ সিরোঞ্চা’ নামে নতুন একটি সংগঠনের সূচনা করেছিলেন, যা ধীরে ধীরে মাওবাদী কার্যকলাপের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মাওবাদী তত্ত্ব ও কৌশলের পেছনে তিনিই ছিলেন একসময়কার অন্যতম চিন্তক। কিন্তু সময়ের স্রোতে, আদর্শ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বে এবার তিনি নিজেই সেই পথ থেকে সরে এসে শান্তির পথে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এই ঘটনার প্রশংসা করে বলেন, আজ গড়চিরৌলির জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। এখানে থেকে মাওবাদ নির্মূলের সূচনা হয়েছে। এই জেলা গত চার দশক ধরে লাল আতঙ্কে জর্জরিত ছিল। চন্দ্রপুর, ভাণ্ডারা, গোন্ডিয়া- সব অঞ্চলই এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রের

সীমান্তবর্তী রাজ্য ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানাতেও এর ছায়া পড়েছিল। উন্নয়ন থমকে গিয়েছিল, তরুণ প্রজন্ম পথভ্রষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আজকের আত্মসমর্পণ আমাদের আশা জোগাচ্ছে। এটা শুধু এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নয়, এক যুগের পরিবর্তনের সূচনা।ভ্রুঙ্ক।নবিস আরও বলেন, ভূপতি ওরফে সোনু কেবল একজন যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক তত্ত্বনির্মাতা। গড়চিরৌলিতে মাওবাদী আন্দোলনের যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত গড়ে উঠেছিল, তার পেছনে তিনিই ছিলেন মুখ্য কারিগর। আজ যখন তিনিই অস্ত্র ছো। সমাজের মূলস্রোতে ফিরলেন, তখন সেই প্রতীকী বার্তা গোটা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।বেণুগোপাল রাওয়ের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত হঠাৎ নয়। এর ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। গত সেপ্টেম্বরেই তিনি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছিলেন, দলকে বাঁচাতে সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করার সময় এসেছে। এমনকি এপ্রিল মাসেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে তাঁর নামে একটি শান্তিবার্তা পৌঁছেছিল। সেখানে উল্লেখ করা হয়, তিনি সরকারের পুনর্বাসন ও শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ইচ্ছুক। প্রশাসন সেই বার্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিল এবং অবশেষে তা বাস্তবে রূপ পেল অক্টোবরের এই ঐতিহাসিক দিনে।ভুআওবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে কিষেণজি নামটি এক সময় ছিল ভয়ের প্রতীক। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর ভাই বেণুগোপাল রাও দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের নেতৃত্বে যুক্ত ছিলেন। পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি মাওবাদী সংগঠনের কৌশল নির্ধারণ করতেন। তাই তাঁর আত্মসমর্পণকে সংগঠনের জন্য এক বড় ধাক্কা হিসেবেই দেখছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।গড়চিরৌলির পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন, বেণুগোপাল রাওয়ের আত্মসমর্পণ শুধুমাত্র প্রশাসনের সাফল্য নয়, এটি মানবিক উদ্যোগের ফল। আমরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় ছিলাম। তাঁকে বোঝানো হয়েছিল, অস্ত্র নয়, আলোচনাই একমাত্র পথ। অবশেষে তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ৬০ জন মাওবাদী সদস্যও অস্ত্র জমা দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একাধিক প্রাক্তন কমান্ডার ও মহিলা সদস্য। তারা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে একে একে রাইফেল, গ্রেনেড ও অন্যান্য অস্ত্র তুলে দেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে তাঁদের মুখে স্বস্তির হাসি, চোখে নতুন জীবনের প্রত্যাশা।বেণুগোপাল রাও বলেন, আমরা অনেক বছর ধরে লড়েছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এই পথ আমাদের কোথাও নিয়ে যায়নি। মানুষকে সাহায্য করতে হলে সমাজের মধ্যেই থাকতে হয়। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন চাই, তরুণ প্রজন্ম যেন অস্ত্র নয়, শিক্ষা ও উন্নয়নের পথে হাঁটে।এই বক্তব্যের পরই অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দেন। পুলিশ, প্রশাসন ও সাধারণ নাগরিকদের চোখে এক ধরনের আশার ঝলক দেখা যায়। যেন গা।চিরৌলির দীর্ঘদিনের রক্তপাতের অবসান ঘটল এই এক মুহূর্তেই।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের জন্য পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হবে। তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের দিকটি সরকার তত্ত্বাবধান করবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কঠোর নয়, মানবিক। তাঁরা ভুল পথে ছিলেন, এখন ঠিক পথে ফিরেছেন- এটাই সবচেয়ে ব। কথা।ভুভুবিগত কয়েক বছরে কেঃদ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ অভিযানে মাওবাদী কার্যকলাপ অনেকাংশে দুর্বল হয়ে প।ছে। ছত্তিশগড়, ওডিশা, বিহার ও মহারাষ্ট্রের জঙ্গলাঞ্চলগুলোতে বহু মাওবাদী নেতা আত্মসমর্পণ করেছেন বা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা প।ছেন। কিন্তু বেণুগোপাল রাওয়ের আত্মসমর্পণ সেই সব ঘটনার মধ্যেও এক আলাদা গুরুত্ব বহন করে, কারণ তিনিই ছিলেন এই আন্দোলনের তাত্ত্বিক স্তম্ভ।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই আত্মসমর্পণ কেবল প্রশাসনিক জয়ের প্রতীক নয়, এটি এক দার্শনিক মোড়ও। সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সামাজিক সংস্কারের দিকে এই যাত্রা ভারতের গ্রামীণ বিদ্রোহের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করবে।গড়চিরৌলির বাসিন্দারা এখন আশাবাদী- হয়তো এই ঘটনার পর শান্তি ফিরে আসবে তাঁদের জীবনে। বহু বছর পর তাঁরা এখন উন্নয়ন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণকে ঘিরে উৎসবের আবহ। স্থানীয় মানুষ বলছেন, যদি কিষেণজির ভাইও এখন অস্ত্র ফেলে দেন, তাহলে বাকিদেরও ফিরতে দেরি হবে না।সব মিলিয়ে, বেণুগোপাল রাও ও তাঁর ৬০ জন সঙ্গীর আত্মসমর্পণ ভারতীয় প্রশাসনের কাছে এক ঐতিহাসিক সাফল্য এবং সমাজের কাছে এক নতুন আশার বার্তা। গড়চিরৌলির রক্তমাখা জঙ্গল এখন শান্তির নিশ্বাস ফেলছে, আর ভূপতির নাম আজ আর ভয় নয়- বরং পরিত্রাণের প্রতীক।

১৬ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশে সফর প্রধানমন্ত্রীর, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ(১৬ অক্টোবর) অন্ধ্রপ্রদেশ সফরে যাচ্ছেন। ওই দিন কুর্নুলে প্রায়.১৩,৪৩০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলি শিল্প, বিদ্যু সঞ্চালন, সড়ক, রেলপথ, প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস-সহ একাধিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।একগুচ্ছ কর্মসূচির ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশৈলমের শ্রী ভ্রমরম্ব মল্লিকার্জুন স্বামী ভারলা দেবস্থানমে পুজো ও দর্শন করবেন। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ঐতিহ্য স্মরণে শ্রীশৈলমের শ্রী শিবাজি স্ফূর্তী কেন্দ্রও পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ঃ১৫ মিনিট নাগাদ নান্দিয়াল জেলার শ্রীশৈলমের শ্রীভ্রমরম্ব মল্লিকার্জুন স্বামী ভারলা দেবস্থানমে পুজো ও দর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর দুপুর ১২ঃ১৫ মিনিট নাগাদ তিনি শ্রীশৈলমের শ্রী শিবাজি স্ফূর্তী কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী কুর্নুল যাবেন, যেখানে তিনি দুপুর ২ঃ৩০ মিনিট নাগাদ প্রায়.১৩,৪৩০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন।

ভোটে না লড়ার সিদ্ধান্ত প্রশান্ত কিশোরের, ব্যাখ্যাও দিলেন পিকে

পাটনা, ১৫ অক্টোবর ঃ বিহার নির্বাচনে তাঁর দল লড়লেও প্রার্থী হচ্ছেন না তিনি বলে জানিয়ে দিলেন জন সুরজ পার্টির সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর।জন সুরজ পার্টি প্রথম দফার প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় নাম ছিল না পিকে-র। মঙ্গলবার রাতেই অবসান ঘটেছিল প্রশান্ত কিশোর বনাম তেজস্বী যাদবের লড়াইয়ে জল্পনার।পিকে জানিয়েছেন, এ বারের ভোটে তিনি লড়ছেন না। তবে তাঁর দল লড়াই করবে। কেন তিনি ভোটে লড়ছেন না, তাঁর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন পিকে। তাঁর দাবি, ভোটে না-দাঁড়িয়ে সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশ করতে চান।প্রশান্ত কিশোরের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-করার সিদ্ধান্তের নেপথ্যে দলের কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। জন সুরাজ পার্টির দাবি, যদি প্রশান্ত কোনও কেন্দ্র থেকে লড়াই করেন, তবে তাঁকে শুধু সেই এক জায়গায় আটকে দেওয়া হবে। দল তা চায় না। বিধানসভা নির্বাচনে জন সুরজ পার্টির প্রতিটি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করবেন, লড়বেন।

ছুটিতে হরিয়ানার ডিজি শত্রুজি কাপুর, দায়িত্ব দেওয়া হলো ওম প্রকাশ সিংকে

চণ্ডীগড়, ১৫ অক্টোবর ঃ হরিয়ানার আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যা কাণ্ডে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে হরিয়ানার ডিজি শত্রুজি কাপুরকে। তাঁর জায়গায় আইপিএস ওম প্রকাশ সিংকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন হরিয়ানা পুলিশ হাউজিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিটেক্টর। বর্তমান পদের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি হরিয়ানার ডিজি-র অতিরিক্ত দায়িত্বভারও আপাতত দেওয়া হয়েছে তাঁকে।উল্লেখ্য, প্রয়াত আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের শেষ চিঠিতে শত্রুজি কাপুর-সহ মোট ৮ জন ঊর্ধ্বতন অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে। ৭ অক্টোবর নিজের অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করেন পূরণ। তাঁর ‘ যাওয়া চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তাঁকে নিয়মিত জাতিগত বৈষম্য, মানসিক নির্যাতন, প্রকাশ্যে অপমান ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। ওই চিঠিতে নাম রয়েছে রাজ্যের ডিজি শত্রুজি কাপুর এবং রোহতকের এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়ার।ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যা কাণ্ড গত কয়েকদিনে হরিয়ানার রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছে। ওয়াই পূরণ কুমারের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষা করতে গিয়েছেন বহু রাজনৈতিক নেতা। মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও ওয়াই পূরণ কুমারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।

মেক্সিকোতে ব্যাপক বৃষ্টিপাত, ৬৪ জন নিহত, নিখোঁজ ৬৫

মেক্সিকো সিটি, ১৫ অক্টোবরঃ মেক্সিকোতে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে ব্যাপক বিপর্যয়। সোমবার ফেডারেল সরকার দুর্যোগের বিবরণ প্রকাশ করেছে।জানা গেছে, গত সপ্তাহে মেক্সিকোতে বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং ভূমিধসে ৬৪ জন মারা গেছেন। এখনও ৬৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি ক্লডিয়া শেইনবাউমের সংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক প্রতিরক্ষা প্রধান লরা ভেলাজকুয়েজ় বলেন, অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতে চারটি রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে।স্থানীয় সংবাদমধ্যম সূত্রে জানা গেছে, লরা ভেলাজকুয়েজ জানিয়েছেন যে, ভেরাক্রুজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য, যেখানে ২৯ জন নিহত এবং ১৮ জন নিখোঁজ। হিডালগোতে ২১ জন নিহত এবং ৪৩ জন নিখোঁজ। এছাড়াও, পুয়েবলায় ১৩ জন নিহত এবং চারজন নিখোঁজ। কুয়েরেতারোতে ভূমিধসে একজন ব্যক্তি এবং ছয় বছরের একটি ছেলে নিহত হয়েছে।ভেলাজকুয়েজ বলেন, ৬ থেকে ৯ অক্টোবরের মধ্যে চারটি রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বেশ কয়েকটি রাজ্যে নদী উপচে পড়েছে এবং

ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ভেরাক্রুজ, হিডালগো, পুয়েবলা, কুয়েরেতারো এবং সান লুইস পোটোসির বেশ কয়েকটি এলাকা বন্যার কবলে পড়েছে। ফেডারেল পরিকাঠামো, যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রী জেসুস আন্তোনিও এস্তেভা মেডিনা জানিয়েছেন, বন্যা ও ভূমিধসের ফলে ১৩২টি ফেডারেল জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। শাইনবাউম জানিয়েছেন যে এই দুটি ব্লক বাদে বাকি সবগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।ফেডারেল বিদ্যু কমিশনের পরিচালক এমিলিয়া এস্থার ক্যালেজা আলোর জানিয়েছেন, বন্যা কবলিত রাজ্যগুলিতে প্রায় ২,৬৩,০০০ গ্রাহক বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বিঘ্নিত হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিকার্ডো ট্রেভিলা জানিয়েছেন যে ভেরাক্রুজ, হিডালগো, পুয়েবলা, কুয়েরেতারো এবং সান লুইস পোটোসিতে মেক্সিকান সেনাবাহিনী এবং ন্যাশনাল গার্ডের ৭,৩৪৭ জন সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ খুবই ইতিবাচক এবং উসাহী দিন হবে। চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের এক অনন্য গভীরতা অনুভব করবেন। যোগাযোগের শক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং এটি সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। সঙ্গীর

বৃষঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। স্ত্রী আপনাকে ধূমপান ছাড়তে উসাহিত করবেন।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতকদের কাছে এই দিন শুভ। আজ আপনি স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয় স্তরেই আরও ভাল পারফরম্যান্স বজায় রাখবেন। কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হবে

কর্কট রাশি ঃপ্রয়োজন নেই এমন সামগ্রী কিনবেন না। তা আর্থিক অবস্থা দুর্বল করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।

সিংহঃ আজ আপনি জীবন সম্পর্কে আপনার বোধগম্যতা বাড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। জীবনযাত্রার

কন্যা ঃকর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। হঠকারী সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। নিজেকে সংযত করুন। পিতার শরীর ভালো যাবে না। চিকিৎসায় খরচ বাড়বে। হাড়ে আঘাত লাগার যোগ রয়েছে। ভাই-বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন গাড়ি কেনার সম্ভাবনা আছে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ হবে। ব্যবসায় নতুন পুঁজি নিয়োগ করার আগে যাচাই করে নিন। বিয়েতে ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীদের বিয়ের কথা ঠিক হতে

তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহেরযোগ

বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী ।

ধনুঃ আজ আপনি আপনার কাছের এবং প্রিয়জনদের সাথে একটি দুর্দান্ত পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হবে

মকরঃ আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা টানাপোড়েন থাকতে পারে। বুঝে খরচ করুন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে খোলামেলা কথা বলুন। নিজের ক্রোধকে সংবরণ করুন। অহেতুক ঝামেলায় জড়াবেন না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্মরত হবে

কুম্ভঃ আপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বাজি বা জয়া খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় করেছিল তারা আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অতএব, আপনাকে বাজি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বন্ধবান্ধবদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সাথেও একটি সন্ধ্যা সাজান। প্রেমে হতাশা আপনাকে নিরুসাহ করবে

মীনঃ বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিস্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সু ঃদর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। ওদের সঙ্গ আপনার শরীরকে চাঙ্গা করে দেবে। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। আপনার পিতামাতার স্বাস্হ্য চিন্তা এবং উদ্বেগের সৃষ্টি করবে। আপনার প্রেমকে কেউ

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নিতেই শুষ্ক আবহাওয়ার প্রত্যাবর্তন। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই পশ্চিমবঙ্গের কোথাও। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।জুন মাস থেকে শুরু হওয়া এবারের বর্ষার মরসুমে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি থেকেই গেল। বর্ষা বিদায় নেওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টির ঘাটতি ১৬ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে ভালোই। ৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সামগ্রিকভাবে। এবার শীত আসার পালা। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া ধীরে ধীরে ঢুকবে বঙ্গে। যদিও এখনও বাতাসে জলীয়

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২৩টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৯মিনিটে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যু সরবরাহ নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার প্রতিটি কেন্দ্রের বিদ্যুৎ বিল বাবদ প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে রাজ্যের সব জেলা শাসকদের পাঠানো হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ১৯ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ সরকারি ভবনে, বাকিগুলি বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠনের ভাড়া নেওয়া স্থানে চলছে।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও বেশ কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণ হয়নি। সেইসব ক্ষেত্রে সংযোগের এককালীন খরচ বহন করবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত, পুরসভা বা জেলা প্রশাসন। বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের পর ' ট্র্যাকার অ্যাপ-এ তথ্য আপলোড করা হলে, কেন্দ্রভিত্তিক বিদ্যুৎ বিল বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা করে রাজ্যের তরফে দেওয়া হবে।

ডেঙ্গি সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ ডেঙ্গি সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে নগরোন্নয়ন দফতর রাজ্যের সব শহর ও শহরতলিতে বাড়ি-বাড়ি সমীক্ষা চালাচ্ছে। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সুডা)'-র তত্ত্বাবধানে মে মাস থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে এবং চলবে ডিসেম্বর পর্যন্ত।এই প্রকল্পে মোট খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৯২ কোটি টাকা। যার মধ্যে ২৬ কোটি টাকা ইতোমধ্যেই বরাদ্দ করেছে স্বাস্থ্য দফতর।সুডা সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য দফতরের কাছ থেকে মোট ৯১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। গত ১ সেপ্টেম্বর প্রথম দফায় ১১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা এবং সম্প্রতি আরও ১৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা পেয়েছে সুডা। যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ওই প্রকল্পে নিযুক্ত প্রায় ৪০ হাজার কর্মীর সাম্মানিক বাবদ ব্যয় করা হবে।

রাস্তার গুণমান ও স্থায়িত্ব বাড়াতে রাজ্যের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ শুধু রাস্তা তৈরি নয়, সারফেসিং বা উপরের স্তরের কাজের পরও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে তিন বছর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায় নিতে হবে। এতদিন এই ' লায়াবিলিটি পিরিয়ড' (ডিএলপি) ছিল মাত্র এক বছর। রাস্তার গুণমান ও স্থায়িত্ব বাড়াতে রাজ্যের পূর্ত দফতর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাস্তার সারফেসিং স্তর অন্তত ৪০ মিলিমিটার পুরু হতে হবে। কাজের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে কোনও ক্ষয়ক্ষতি ধরা পড়লে তা ঠিকাদারকেই নিজের খরচে মেরামত করতে হবে। রাজ্য পূর্ত দফতরের আওতায় প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে, যার মধ্যে ১২ হাজার কিমি ইতিমধ্যেই ডিএলপি-র আওতায়।

পেভার ব্লকের তৈরি রাস্তা উদ্বোধন উলুবেড়িয়ায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৫ অক্টোবর ঃ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান মাধ্যমে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে হাজরা পাড়া শ্মশানের রাস্তাটি পেভার ব্লক দিয়ে রাস্তাটি নির্মিত করা হলো, মঙ্গলবার এই রাস্তার উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পুর্তমন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত হাওড়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাবেরী দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সেলিম মোল্লা প্রমুখ।

কলকাতায় মাদক খাইয়ে নিগ্রহ-থানায় বন্ধুর বিরুদ্ধে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুর ' কাণ্ডে উত্তাল গোটা বাংলা। এরই মধ্যে, কলকাতায় ফের কলেজছাত্রীকে মাদক খাইয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সম্প্রতি কলকাতার এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী আনন্দপুর থানার দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগ, এক সহপাঠী তথা বন্ধু তাঁকে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করেছে। তরুণী জানান, তিনি আনন্দপুরের একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। সেখানেই গিয়েছিল অভিযুক্ত। সেখানে পানীয়র সঙ্গে মাদক মিশিয়ে অভিযুক্ত তরুণীকে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলে। এর পরই তাঁকে সে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ভিনরাজ্যের ওই তরুণী থানায় অভিযোগ জানান বন্ধু রাজদীপের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর পরিস্থিতি বুঝে

গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। তবে তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। কয়েকদিন পর আনন্দপুরে ফিরে এলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ২২ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। নির্যাতিতা অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে এবং খুব শিগগিরই পুরো ঘটনা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পোর্টাল পর্ব মিটলেও কলেজে ফাঁকা সিট, চলছে সরাসরি আবেদন প্রক্রিয়া!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ কেন্দ্রীয় অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্যের কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, এবার অবশিষ্ট আসনগুলিতে ভর্তি ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি কলেজ এখন নিজেদের উদ্যোগে ফাঁকা আসন পূরণ করতে পারবে-এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ' অ্যাডমিশন'। গত ১২ অক্টোবর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিকে, উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে বলে জানিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। আশুতোষ কলেজ-সহ বেশ কয়েকটি কলেজ ওয়েবসাইট খুলে ভর্তি শুরু করে দিয়েছে। এই কলেজে মোট আসন ৩,৩৩০টি। অভিন্ন পোর্টালে দু'দফায় প্রায় ১৪০০ আসন ভরেছে। আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ মানস কবি বলেন, ' কলেজে অনেক আসন পূরণ হয়ে যায়। তবে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভর্তির প্রবণতা কয়েক বছর ধরে কমছে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। পেশাদার কোর্সে ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে।'' চলতি বছরে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির জন্য অভিন্ন পোর্টাল চালু হয়েছিল জুন মাসে। দু'দফায় কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন হয়। প্রথম দফার কাউন্সেলিংয়ের জন্য নাম নথিভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮ জুন। আবেদন প্রক্রিয়া শেষে প্রথম দফায় কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭০৪ জন। ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল ১ আগস্ট। কিন্তু ওবিসি জটের কারণে দিন পরিবর্তন করা হয়। জানানো হয়, ক্লাস শুরু হবে ৭ আগস্ট। এরপর ফের ওবিসি মামলার জটিলতায় ভর্তির প্রক্রিয়া থমকে যায়। ওবিসি জট কাটতেই কলেজে ভর্তি আবার গতি পেয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং মিলিয়ে কেন্দ্রীয় পোর্টালে মোট ৪,২১,৩০১ জন পড়ুয়া আবেদন করেছেন। গত বছর এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,৪৪,০০০। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রায় চার লক্ষের কিছু বেশি পড়ুয়া। ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কিছুটা দেরি হয়েছে। পাশাপাশি, বহু ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে সাধারণ ডিগ্রি নয়, বরং ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি বা পলিটেকনিকের মতো পেশাদার কোর্সে ভর্তি হন। ফলে সকলেই যে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হবেন, তা নয়। প্রতি বছরই এ ধরনের কিছু ওঠানামা দেখা যায়।

যৌনতার সুড়সুড়ি দিয়ে রমরমিয়ে চলছিল প্রতারণা চক্র-মিন্টো পার্ক থেকে গ্রেপ্তার ১৭জন সদস্য!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ যৌন আকর্ষণের প্রলোভন, একাকীত্বের সুযোগে উষ্ণতার টোপ-আর তার আড়ালে নিখুঁত প্রতারণার জাল। সেই ফাঁদে পা দিলেই উধাও সর্বস্ব। খাস কলকাতার বুকে ফের এমনই এক প্রতারণাচক্রের হদিশ পেল পুলিশ। ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল মিন্টো পার্ক এলাকার একাধিক ব্যক্তি। অবশেষে সেই চক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, মিন্টো পার্ক এলাকার ওই চক্রটি একটি ডেটিং অ্যাপ চালাত। সেই অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে পরিচয় করত সুন্দরীরা। তারপর সঙ্গ দেওয়ার নাম করে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বড়াত ওই রহস্যময়ীরা। একবার সেই ফাঁদে পা দিলেই সর্বস্ব উধাও। নানাভাবে বহু ব্যক্তির কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়েছে ওই প্রতারণাচক্রটি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মিন্টো পার্ক এলাকা থেকে পরিচালিত ডেটিং অ্যাপ চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৬ জনই মহিলা। অভিযোগ, ওই মহিলারা সঙ্গ দেওয়ার নাম করে অ্যাপ ব্যবহারকারীদের ঠকাতেন। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, চক্র চালানোর নির্দিষ্ট স্ক্রিপ্ট, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথিপত্র ও রেজিস্টার। অভিযান এখনও চলছে। ধৃতদের বুধবার আদালতে পেশ করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকা, প্রেমিকের পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ, শিয়ালদহ আদালতেই বসল বিয়ের আসর!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিন চলা প্রেমের সম্পর্ক, সহবাসের সময় বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাত্র। কিন্তু পাত্রী অন্ত ঃসত্ত্বা হওয়ার পর হঠাৎ পিছু হটে আরমান। লজ্জায় কাউকে বলতে পারেনি তরুণী, শেষ পর্যন্ত সাহস করে বেনিয়াপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তের পর অভিযুক্ত আরমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর মোড় ঘুরে যায়, আরমানের পরিবার বিয়ে দিতে রাজি হয় এবং অভিযুক্ত নিজেও বিয়ে করতে চায়। অবশেষে শিয়ালদহ এসিজেএম আদালতে বিয়ে হয়, পরে ধৃত আরমানের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। জানা যায়, ওই তরুণী পূর্ব কলকাতার বেনিয়াপুকুর এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত তপসিয়ার বাসিন্দা। তিনি একটি কারখানায় কাজ করেন। বেশ কয়েকমাস আগেই ওই যুবকের সঙ্গে আলাপ হয় ওই তরুণীর। ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। ঘনিষ্ঠতার সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতেও যেতেন তাঁরা। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন সহবাস করেন আরমান। সবকিছু ঠিক থাকলেও কয়েকমাস আগে ওই নির্যাতিতা বুঝতে পারেন, তিনি অন্ত ঃসত্ত্বা। এরপরই বিষয়টি আরমানকে জানান। অভিযোগ শুনেই বেঁকে বসে আরমান। জানিয়ে দেন, তাঁর পক্ষে নাকি এখনই বিয়ে করা সম্ভব নয়। এমনকী যোগাযোগ কমিয়ে দেন বলেও অভিযোগ। প্রথমে লজ্জায় পরিবারকে কিছু না জানাতে পারলেও পরে পরিবারকে খুলে বলেন সবটা। কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই তরুণী।

এরপরেই অভিযুক্ত আরমানের বিরুদ্ধে বেনিয়াপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে তাঁর পরিবার। এরপর দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে দু'পক্ষের আইনজীবী-মহম্মদ সাজিদ ও মহম্মদ আশির-শিয়ালদহ আদালতে আবেদন জানান। বিচারকও দু'জনের বিয়েতে সম্মতি দেন। মঙ্গলবার বিয়ের সাজে ওই তরুণীকে নিয়ে শিয়ালদহ এসিজেএম আদালতে হাজির হয় তার পরিবার। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ধৃত আরমানকেও আদালতে আনা হয়। বিচারকের সামনে দু'জনে বসেন এবং কাজি মহম্মদ শামস আসেন। তাঁর সামনে দু'জনে বিয়েতে সম্মতি দেন। আদালতেই বসে বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং কাজির সামনে সমস্ত স্বাক্ষর হয়। পাশাপাশি অন্যান্য আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। এরপরই আরমানের জামিন মঞ্জুর হয়। তারপর নববধূকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হন আরমান।

ব্যস্ত সময়ে ফের মেট্রো বিভ্রাট-চরম দুর্ভোগের শিকার নিত্য যাত্রীরা!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ ফের ব্যস্ত সময়ে মেট্রো দুর্ভোগ! মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দমদম থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত বন্ধ থাকে মেট্রো পরিষেবা। এর ফলে চরম ভোগান্তিতে পানে যাত্রীরা। প্রতিদিনই মেট্রোর এই ধরনের সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ নিত্য যাত্রীরা। গত কয়েকমাসে মেট্রো বিভ্রাট যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যার জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকছে পরিষেবা। কখনও আবার আংশিকভাবে চালু করা হলেও দীর্ঘক্ষণ পরপর আসছে

মেট্রো। ভিড়ে দমবন্ধ অবস্থা হচ্ছে যাত্রীদের। মেট্রো সফর রীতিমতো আতঙ্কের হয়ে দাঁড়াচ্ছে যাত্রীদের কাছে। বুধবার দুপুরে ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। জানা যায়, এদিন মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই কারণে স্তব্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। এদিকে স্টেশনে বাড়তে থাকে ভিড়। পরবর্তীতে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে, আংশিক পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে। আপাতত ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম এবং দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করছে। তবে এর পরেও যাত্রীরা বলছেন, মেট্রো পরিষেবা ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে না। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর মেট্রো এলেও পরবর্তী ট্রেন না আসায় স্টেশনে ভিড় আর চাপ বো। গেছে। মেট্রো গাড়িতেও প্রচণ্ড ভিড়ের সৃষ্টি হয়েছে। নিয়মিত এই ধরনের সমস্যা নিয়ে যাত্রীরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ।

হাতুড়ে চিকিৎসায় ঝুঁকির মধ্যে শিশুর হাত-এসএসকেএম-এ শেষ মুহূর্তে সফল পুনরুদ্ধার!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ বেসরকারি নার্সিংহোমের অবহেলার দাম চোকাতে হলো এক পাঁচ বছরের শিশুকে! হাতুড়ে চিকিৎসার কারণে শিশুর হাতের গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল। তবে এসএসকেএমে প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে শিশুর হাত বাঁচানো গেল, যদিও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে হাতটি দিয়ে স্বাভাবিক কাজ করা সম্ভব হবে না। এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন ডায়মন্ড হারবারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে কাকদ্বীপ মেটারনিটি অ্যান্ড নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার শুরু কয়েকদিন আগে। পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যায় কাকদ্বীপের বাসিন্দা পাঁচ বছরের শিশুর। শিশুটির মা ইপ্সিতা মাইতির অভিযোগ, স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তিনি কাকদ্বীপ নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেই স্থানীয় চিকিৎসকের যোগ্যতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যানের সন্দেহ, হয়তো উনি হাতুড়ে ডাক্তার। এমন সন্দেহর নেপথ্যে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। অভিযোগ, ওই চিকিৎসক বাচ্চাটির হাতে যে প্লাস্টার করেন, তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এরপরই শুরু গণ্ডগোল। এতটাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল প্লাস্টার যে বাচ্চাটির হাতে রক্ত জমতে থাকে। সেখান থেকে গ্যাংগ্রিন। প্রথমটায় বুঝতে পারেননি মা-বাবা। বাচ্চাটির

হাতে ব্যথা হওয়ায় কাকদ্বীপ মেটারনিটি অ্যান্ড নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে প্লাস্টারের উপরটা একটু কেটে দেওয়া হয়। তাতে সুরাহা হয়নি। পরে নার্সিংহোমে প্লাস্টার খুলতে গিয়ে দেখা যায়, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হাতটি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। স্বাস্থ্য কমিশনের মত, প্লাস্টারটা এত শক্ত থাকার জন্য তা থেকে হাতে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। না।চা।র ক্ষমতা হারিয়েছিল হাতটা। হাতের গুরুতর অবস্থা দেখে শিশুটিকে দ্রুত ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। সেখান থেকে তাকে এসএসকেএমে আনা হয়। ট্রমা কেয়ার ইউনিটে পৌঁছালে শিশুটির হাতের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল। ' দিতে হবে' এমন পরিস্থিতি থেকে চিকিসকরা লড়াই শুরু করেন। এসএসকেএমের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ বহু প্রচেষ্টার পর হাতটি বাঁচাতে সক্ষম হয়। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হাতটি বাঁচলেও স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে শিশুটিকে শারীরিক প্রতিবন্ধীর শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপের ওই নার্সিংহোমকে স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন নোটিস পাঠিয়েছে। কিন্তু নোটিস সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ হাজিরা দেয়নি, তাদের যুক্তি, ম্যানেজমেন্ট বদলে গিয়েছে, পুরনো ম্যানেজমেন্টের ঘটনায় আমরা কিছু জানি না। এই যুক্তি নিয়েই ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্য কমিশন ডায়মন্ড হারবারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন, শিশুটির পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যা ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে এবং শিশুটি ১৮ বছর পূর্ণ করলে তা পাবেন।

কুলতলিতে শশুর শাশুড়ীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার জামাই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি,১৫ অক্টোবর ঃ কুলতলির শ্যামনগর এলাকায় শশুর শাশুড়িকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার জামাই। চাঞ্চল্য এলাকায়। গ্রেফতার কালিদাস নস্করের বাড়ি কুলতলি থানার দোলবাড়ি এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জগদীশ দাসের মেয়ে সুস্মিতা দাসের বাড়ি শ্যামনগর এলাকায়। সাত মাস আগে বিয়ে হয় তাদের। বিয়ের পর থেকে প্রতিনিয়ত অশান্তি হওয়ার কারণে সুস্মিতা স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি থাকতে শুরু করে। মঙ্গলবার রাতে কালিদাস নস্কর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে।আর তখন সুস্মিতার চিৎকারে তার বাবা মা গেলে বাবা-মার উপরে এলোপাতাড়ি ধারালো অস্ত্রের কোপ দেয়। সুস্মিতার বাবা মার চিৎকারে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে পড়ে জামাই কালিদাস নস্করকে ধরে ফেলে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে কালিদাসকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।সুস্মিতা দাসের বাবা মাকে কুলতলী থানার পুলিশ জয়নগর কুলতলি ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন তারা। ধৃত জামাইকে বুধবার কুলতলি থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পানিহাটি তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলন

মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ পানিহাটি লোকসংস্কৃতি ভবনে পানিহাটি তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় প্রায় হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মেলন। এই বিজয়া সম্মেলনিতে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির জনপ্রিয় বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন দমদম লোকসভার সাংসদ সৌগত রায় মহাশয়, দমদম ব্যারাকপুর সংসদীয় জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনালী সিংহ রায়, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা তন্দ্রা ঘোষ, পানিহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ দে, উপস্থিত ছিলেন পৌরপারিষদ তীর্থঙ্কর ঘোষ এবং অন্যান্য পৌরপারিষদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পৌরপিতা ও পৌরমাতাগন। আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াই ও প্রতিবাদী আন্দোলন কি ভাবে গড়ে তোলা যায় বা পরিচালিত করা যায় তার দিক নির্দেশ দিলেন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত প্রায় হাজার কর্মী-সমর্থকদের। ভাবগম্ভীর এবং সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সাংসদ সৌগত রায়, পৌরপ্রধান সোমনাথ দে, জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সোনালী সিংহ রায়, রাজ্য সম্পাদিকা তন্দ্রা ঘোষ ও তীর্থঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্য প্রতিনিধি।

কালী পূজা, দীপাবলি ছটপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে সমন্বয় সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর, ১৫ অক্টোবর ঃ আসন্ন কালী পূজা, দীপাবলি ছট ও জগদ্ধাত্রী পূজা সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে নববারাকপুরে বিভিন্ন শ্যামা, জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে নব বারাকপুর থানার উদ্যোগে সমন্বয় সভা হল সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় কস্তুরি ভবনে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুষ্ঠু ভাবে কালী পূজা সম্পন্ন করতে সরকারী গাইডলাইন ও বিধিনিষেধ তুলে ধরেন থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, বিদ্যুৎ দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার মিলন রহমান, অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের আধিকারিক, সোদপুর ট্রাফিক গার্ডের এসআই কুমারেশ ঘোষ সহ বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীনা দাস, উপপ্রধান প্রবীর দাস সদস্যরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য নব বারাকপুর শহর ও বিলকান্দা গ্রামাঞ্চলে সহ মোট ৩৭ টি কালি পূজা, ১৩ টি জগদ্ধাত্রী এবং পাঁচটি ঘাটে ছট পূজা হচ্ছে এবছর। ঘোলা

এসিপি তনয় চ্যাটার্জি জানান প্রতি বছরের মতো এবছর ও নবব্যারাকপুরে কালি ও জগদ্ধাত্রী ছট পূজা এবং দীপাবলি উৎসব শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে পুজো কমিটি গুলি কে নিয়ে থানার হল সমন্বয় সভা। নব বারাকপুরে দুর্গাপুজো সু ন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শ্যামা পুজো ও দীপাবলি ও ভালো ভাবে হবে। যদিও নব বারাকপুরে সে রকম ব। পুজো হয় না। বিলকান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় তিনটি বড় পুজো হয়। ডিজে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার গাইডলাইন নির্দেশিকা তুলে ধরা হয। শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণসাধন জোর দেওয়া হয়েছে। অবৈধ বাজি বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অবৈধ শব্দবাজি নিয়ে বিভিন্ন থানা এলাকায় হানা দেওয়া হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন করতে হবে।

নারী সুরক্ষায় বিধাননগরে বিজেপির 'অপারেশন লালমরিচ', উত্তরপ্রদেশ-ওড়িশার জবাব চায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৫ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীর গণধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে ফের সরগরম গোটা রাজ্য। বিরোধীরা ফের এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে পথে নেমেছেন। মঙ্গলবার এনিয়ে বিধাননগর এলাকায় বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করল বিজেপি যুব মোর্চা। নারী সুরক্ষায় তাঁদের কর্মসূচি ' লালমরিচ'। পথচারী মহিলাদের বিতরণ করা হল পেপার স্প্রে ও লঙ্কাগুঁড়োর প্যাকেট। জেলা বিজেপি সম্পাদক মলি পালের নেতৃত্বে পোস্টার হাতে নিয়ে বিক্ষোভও দেখালেন বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা

রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে বরাবর নানা অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবিরগুলি। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে মহিলারা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বারবার। এবার দুর্গাপুরের ঘটনার পর সেসব অভিযোগ আরও উসকে তুলেছেন বিরোধীরা। পথেঘাটে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে তাই তারা ' লালমরিচ' করতে নেমেছে। এদিন বিধাননগরের রাস্তায .বেরনো

মহিলাদের হাতে বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা তুলে দিলেন লঙ্কার গুঁড়ো ও স্প্রে। এনিয়ে জেলা বিজেপি সম্পাদক মলি পালের বক্তব্য, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে এসব কী ঘটছে? তাহলে কি আমরা, মেয়েরা কাজ করতে রাতে বেরব না? তাই আমরা নিরাপত্তার স্বার্থে রাস্তায় বেরনো মহিলাদের হাতে এই স্প্রে তুলে দিচ্ছি। যাতে যে কোনও হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেন তাঁরা।

বিজেপির এই কর্মসূচির প্রশংসা করেছেন পথচলতি মানুষজন। তবে প্রশ্ন উঠছেই। উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে নারী নিরাপত্তার বেহাল দশা অজানা নয় কারও। পাশের রাজ্য ওড়িশায় ধর্ষণের শিকার হওয়া তরুণীরা রাস্তায় আগুনে আত্মাহুতি দেন। ত্রিপুরায় ১৪ মাসের শিশুর উপরও যৌন নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এই সবই বিজেপি শাসিত রাজ্য। তাই প্রশ্ন ওঠে, এসবের দায় কার? এ রাজ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে গেরুয়া শিবিরের সদস্যরা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পথে নামে, অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যের এসব ঘটনা নিয়ে কেন মুখে কুলুপ বঙ্গ বিজেপি নেতাদের?

ভারতবর্ষের মিসাইল ম্যান ডঃ এপিজে আবদুল কালামের ৯৪ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি নব বারাকপুর পুরসভার

নিজস্ব সংবাদাতা, নববারাকপুর, ভারতবর্ষের মিসাইল ম্যান ড ঃ এপিজে আবদুল কালামের ৯৪ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল নব বারাকপুর পুরসভা। বুধবার দুপুরে পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের ৭নং ঝিল পাড় পার্শ্বস্থ এপিজে আবদুল কালাম নামাঙ্কিত উদ্যানে তাঁর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুরসভার হেডক্লার্ক দেব প্রসাদ রাহা সহ ১৫ নং ওয়ার্ডের বিশিষ্ট জনেরা।

এরপর পুরসভা প্রাঙ্গণে ও এপিজে আবদুল কালামের প্রতিচ্ছবিতেও মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরপ্রধান সহ পুর প্রতিনিধি, হেডক্লার্ক, কার্যনির্বাহী আধিকারিক, পুর প্রতিনিধি সহ পুরকর্মীরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা জানান ১৫নং ওয়ার্ডের ৭নং ঝিল পাড় পার্শ্বস্থ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড ঃ এ. পি. জে আব্দুল কালাম নামাঙ্কিত উদ্যানে তাঁর জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা নিজেরা গৌরবান্বিত হলাম। তার মতো মানুষ কে শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম এটা আমাদের কাছে একটা ব। পাওনা। এই ধরনের মানুষ আমাদের জীবনে আদর্শ হওয়া উচিত বলে মনে করি। আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে কে ছিলেন এপিজে আবদুল কালাম। আগামী প্রজন্মের কাছে তার ভাবনা চিন্তা ধারা তুলে ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন পদ্মবিভূষণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছিলেন কালাম। সারা ভারতবর্ষে যারা ধর্মীয় সমীকরণের কথা বলছেন এপিজে আবদুল কালাম সকল ধর্মের মানুষ কে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সংস্কৃত শ্লোক বিভিন্ন রচিত লেখনির মধ্যে দিয়ে উপস্থাপনা আলাদা একটা শ্রদ্ধা রয়েছে। ভারতবর্ষের একাদশতম রাষ্ট্রপতি। ভারতীয় পরমানু বিঞ্জানীর পাশাপাশি তিনি শিক্ষাবিদ, লেখক ও জন সেবকের সাধারণ জীবন বেছে নেন। পাশাপাশি তিনি মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া রূপেও স্বীকৃত। যারা বহুতত্ত্ববাদকে সম্মান করে সেখানে এপিজে আবদুল কালাম এর মতো মানুষের কথাবার্তা চালচলন ব্যবহার এর মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়। এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম জাত নিয়ে যে নোংরা খেলা বাংলায় চালু করেছেন তাদের ধীক্কার জানানো উচিত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১২, সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৯ আশ্বিন ১৪৩২

কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে। স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামে-গ্রামে যে বিপুল ভাঙাগড়া ও রূপান্তর ঘটেছে, তার সাক্ষী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নিজের মনেই লেখক হিসেবে এক গুরুতর দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন উঠেছিল। তিনি মনে করতেন, সাহিত্যের মূল উপজীব্য মানুষ। আর এ দেশে অধিকাংশ মানুষই বাস করেন গ্রামে। তাই এইসব গ্রামীণ মানুষের জীবনকে নাগরিক শিক্ষিত সমাজের মানুষের কাছে সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরার গভীর সংগ্রামকে নিজের জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন তিনি। অনেক শিক্ষিত মানুষের কাছেই গ্রামজীবন নিয়ে সাহিত্য মানেই সেই শরৎচন্দ্র কিংবা তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণ। এ নিয়ে আর নতুন কী লেখার আছে! এ বিষয়ে সিরাজের অত্যন্ত স্পষ্ট, চাঁছাছোলা অভিমত 'অনেক আধুনিকতা-মন্য বুদ্ধিবাদী ভাবেন, গ্রাম্য বিষয়বস্তু মানেই অনাধুনিক ব্যাপার এবং গ্রামীণ চরিত্র মানেই সরলতা ও আদিমতার সমাহাব যা আধুনিক শিল্পের পরিপন্থী। এঁদের বিভ্রমকে করুণা করা যায়। মানুষের সরলতা আদিমতা সর্বকালে শহর ও গ্রামে সর্বত্রই লক্ষণীয়। আবার চারিত্রিক জটিলতাও তাই। গ্রামের মানুষ বা নিরক্ষর হলেই যে চরিত্রটি জটিল হবে না, এ কথা ভুল ও যুক্তিহীন। গেঁয়ো গাড়ল যেমন আছে, বিস্তর শহুরে গাড়লও আছ।' ব্যক্তিগত জীবনে সিরাজ ছিলেন কিছুটা নিভৃতচারী। দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাটত শুধুমাত্র লেখা এবং পড়াশোনা নিয়ে। দেশ-বিদেশের সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। এসব বিষয়ে পত্রপত্রিকায় চিঠি লিখতেও তিনি দ্বিধা বোধ করতেন না। দেশ-বিদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও অজস্র সম্মানে ভূষিত তাঁর মতো একজন কথাশিল্পী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অন্যদের লেখা অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে পড়তেন এবং সে বিষয়ে তাঁর ভিন্নমত থাকলে বা কোনও ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে তা লিখে জানাতেন। এমনকী, কখনও কখনও এসব বিষয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন, শুধুমাত্র তথ্যের খাতিরেই। কিন্তু নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি ছিলেন আশ্চর্য বিনীত এবং কিছুটা উদাসীনও। বস্তুত নিজের সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চকিত হওয়াটা বরাবরই ছিল তাঁর পরিশীলিত রুচির বাইরে। আসলে তিনি মনে করতেন, কালের বিচারেই সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন ঘটে। তবে সাহিত্যসাধক সিরাজ নিজেই হয়ে উঠেছিলেন কালের কণ্ঠস্বর। আর তাই সিরাজের মৃত্যুর পর দেশের প্রথম শ্রেণির একটি ইংরেজি দৈনিক 'দ্য হিন্দু'-তে সংবাদে লেখা হয়েছিল, Bharat has lost its voice. A voice that answered to the name of Syed Mustafa Siraj fell silent as the veteran Bengali writer passed away after a brief illness in Kolkata.The Hindu. মুষ্টিমেয় বিত্তবানের অর্থের দ্যুতিতে উজ্জ্বল 'ইন্ডিয়া' নয়, ৭৬ শতাংশ দরিদ্র মানুষের যে দেশ 'ভারত', সেই দরিদ্র ভারতের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে সিরাজের সাহিত্যে। ভারতের দারিদ্র দূরীকরণের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেবল শুধু মাত্র নিজেদের স্বার্তকে চরিতার্থ করতে দিয়ে দেশটাকে একেবারে বেনিয়া করে তোলা হল।

সেতার বাদক পণ্ডিত নিখিল

ধ্রুপদী সেতার বাদক পণ্ডিত নিখিল রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পণ্ডিত নিখিল রঞ্জন মাইহার ঘরানার একজন ভারতীয় ধ্রুপদী সেতার বাদক ছিলেন। কিংবদন্তি বাবা আলাউদ্দিন খানের একজন ছাত্র পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রযুক্তিগত গুণাবলীর ও শুদ্ধ প্রয়োগের জন্য পরিচিত ছিলেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ওস্তাদ বিলায়েত খানের পাশাপাশি তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সেতার বাদক হিসাবে পরিচিত হন। তিনি সর্বোচ্চ ভারতীয় নাগরিক সম্মান পদ্মভূষণে ভূষিত হয়েছিলেন। তার বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অপেশাদার সেতারবাদক ছিলেন এবং নিখিল তার বাবার সেতার বাদনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যদিও তিনি চার বছর বয়সে কোনও বাদ্যযন্ত্র চেষ্টা করতেন, তার বাবা এবং দাদু তাকে নিরুৎসাহিত করেন। পাঁচ বছর বয়সে, তারা মেনে নেন এবং তিনি একটি ছোট সেতার হাতে পান। তার পিতার অধীনে তার প্রাথমিক শিক্ষানবিশি শুরু হয়। নিখিল একটি শিশু প্রতিভায় পরিণত হন। তিনি একটি সর্বভারতীয় সেতার প্রতিযোগিতা জিতেছিলেন এবং নয় বছর বয়সে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে নিযুক্ত সর্বকনিষ্ঠ সংগীতশিল্পী হন। জিতেন্দ্রনাথ, মোশতাক আলী খানের নিকটে, নিখিলকে শেখানোর জন্য যোগাযোগ করেছিলেন, তবে কেবল কয়েক মাসের জন্য এই গুরুর কাছ থেকে নিখিল শেখেন। পরিবর্তে বর্তমান বাংলাদেশের গৌরীপুরের জমিদার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তার প্রাথমিক প্রশিক্ষণের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ছিলেন। তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে রাধিকা মোহন মৈত্রের অধীনেও যথেষ্ট প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের দিকে নিখিল তার বোনের শিক্ষকের শিক্ষার মাধ্যমে মহান খ্যাত খেয়াল সংগীতশিল্পী আমির খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েক বছর পরে কনসার্টে আমির খানের সংগীত শুনে তার সংগীতের প্রতি আরো উৎসাহ বাড়ে। নিখিলের সংগীতের বিকাশে আমির খানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। ১৯৪৭ সালে নিখিল ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের সাথে দেখা করেন যিনি তার পুত্র আলী আকবর খাঁর সাথে তার প্রধান গুরু হয়ে ওঠেন। দুজনই সরোদবাদক ছিলেন। নিখিল আলাউদ্দিন খানের কনসার্টে যান এবং তাকে তার শিক্ষক হিসাবে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। আলাউদ্দিন খান বেশি শিক্ষার্থী নিতে চাননি, তবে নিখিলের একটি রেডিও সম্প্রচার শোনার পরে তার মন পরিবর্তন করেন। আলাউদ্দিন খান নিখিলের প্রধান গুরু ছিলেন। তিনি পদ্মশ্রী পান।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মাতৃশক্তি অর্জন করতে পারবি। মা জাগতিক শক্তির অধিকারিণী।

মা এর মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মাতৃভক্ত। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আর্শির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত পরম ধন্য। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা হচ্ছে অলঙ্কার।

বিজ্ঞানের সত্যকে বলার অপরাধে ব্রুনো শহিদ হন

রবীন্দ্রকুমার শীল

জর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮,১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৬০০) একজন ইতালীয় দার্শনিক, ধর্মযাজক, বিশ্বতত্ত্ব বিশারদ এবং ওকাল্টিস্ট (গূঢ় রহস্যাদিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি)। ব্রুনো তার স্মৃতিবর্ধন পদ্ধতির জন্য

বিখ্যাত যা সংগঠিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, মহাবিশ্ব অসীম এবং এর কোন কেন্দ্র নেই। আর এজন্য প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতার অপরাধে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। এজন্য অনেকে তাকে চিন্তার মুক্তির জন্য নিবেদিত একজন শহীদ হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

জিওর্দানো ব্রুনো ১৫৪৮ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস পর্বতমালার অদূরে নোলা নামক ছোট্ট এক শহরে জন্মহণ করেন। তার জন্মের সময়টা এমন ছিল যে, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়া শীলতাও শেষ হয়নি আবার যুক্তিভিত্তিক আধুনিক যুগেরও সূচনা ঘটেনি। সে হিসেবে তার জন্ম এক মহা সন্ধিক্ষণে। সে সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেনি। এ কারণে দর্শনচ্যুত বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানচ্যুত দর্শনের অন্ধকার যুগ বিরাজ করছিল। এমন সময়েই বিপ্লবী মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হন ব্রুনো। উল্লেখ্য ব্রুনোর জন্মস্থান ইতালিতেই ১৩৫০ সাল থেকে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ তথা রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল। ব্রুনোর জন্মের সময়ে আরও একটি বিষয় চোখে পড়ে। সে সময় রাজার সাথে গীর্জার বিরোধ খুব একটা জমে উঠেনি এবং পার্লামেন্টের সাথে রাজার বিরোধের সূচনাই হয়নি। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উত্থান ঘটছিল এবং ক্যাথলিক চার্চ সমাজে নিজেদের প্রভাব রক্ষার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

ব্রুনোর বাবা জিওভানি ব্রুনো সৈনিক ছিলেন। অবশ্য ব্রুনোর আলোচনায় পরিবারের বিষয় খুব একটা আসে না। কারণ সারা জীবন তিনি ভবঘুরের মত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেরিয়েছেন। কখনও পরিবারকেন্দ্রিক জীবন যাপনের কোন চেষ্টা করেননি। আর একটি বড় কারণ পালিয়ে বেড়ানো। সারা জীবনই তাকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। ইউরোপের দেশে দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবে ব্রুনো বিজ্ঞান, দর্শন এবং যুক্তিবাদ নিয়ে এমন সব চিন্তা করেছিলেন যা বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্যই বলা হয়, ব্রুনো অসময়ে জন্ম নিয়েছিলেন, তার জন্ম আরও অনেক পরে হওয়া উচিত ছিল।

বয়স ১৩ বছর হওয়ার পর ব্রুনো নেপলসের সেন্ট ডোমিনিকান স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তী ১০ বছর এই বিখ্যাত স্কুলেই পড়াশোনা করেন। সেন্ট টমাস একুইনাস ডোমিনিকান গোত্রের মানুষ ছিলেন এবং এই স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। একুইনাসের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি ব্রুনো এবং অচিরেই তিনি ডোমিনিকান ধর্মযাজক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পাশাপাশি জিওর্দানো উপাধিটিও গ্রহণ করেন।

১৫৮১সালে তিনি প্যারিসে আসেন। এখানে তিনি ঈশ্বর ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ত্রিশটির মত বক্তৃতা দেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর বাগ্মীতা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্য খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মেধা রাজা তৃতীয় হেনরির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্যারিসে থাকাকালীন ব্রুনো একের পর এক সত্য প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি তৎকালীন কিছু প্রচলিত দার্শনিক ধারণাকে হাস্য-রসাত্মক ভাবে তুলে ধরেন তাঁর লেখা। ১৫৮৩ সালে ব্রুনো ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে তিনি কবি ফিলিপ সিডনির সাথে পরিচিত হন। ব্রুনো পরবর্তীতে তাঁর লেখা দুটি বই ফিলিপকে উৎসর্গ করেছিলেন। ব্রুনো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অনেকের সাথে তাঁর মতের অমিল হতে শুরু করে। বিশেষ করে লিংকন কলেজের রেক্টর জন আন্ডারহিল ও অক্সফোর্ডের বিশপ (পরবর্তীতে আর্চ বিশপ অব ক্যান্টারব্যারি) জর্জ এবটের সাথে ব্রুনোর দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এবট প্রায়ই ব্রুনোকে খোঁচা মারতেন কারণ ব্রুনো বিশ্বাস করতেন পৃথিবী 'গোল'। সেযুগে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী 'সমতল'। এছাড়া তিনি এই অভিযোগ আনেন যে, ব্রুনোর লেখাগুলো আর এক ইতালীয় জ্যোতির্বিদ মারশিলো ফিচিনোর কাছ থেকে চুরি করে লেখা।

যাই হোক, এর মাঝেও ব্রুনো তাঁর লেখালেখি চালিয়ে যান। একে একে প্রকাশিত হয় মহাশূন্য নিয়ে তাঁর লেখা। এই লেখাটি নিয়ে বিতর্ক হতে থাকে। নিজের যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার কারণে ব্রুনো ধীরে ধীরে তাঁর বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের হারাতে শুরু করেন। ১৫৮৫ সালে তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে যান। এবার পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল না। তাঁর লেখা বইগুলো নিয়ে আগে থেকেই বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সে এসে তিনি গণিতবিদ ফিব্রিজো মরদেন্তের সাথে ভয়াবহ বাকবিতণ্ডাতে জড়িয়ে পড়েন। বিষয় ছিল ফিব্রিজোর উদ্ভাবিত 'ডিফ্রেন্সিয়াল কম্পাস'। ব্রুনো ফ্রান্স থেকে চলে গেলেন জার্মানী। তিনি মারবার্গ থেকে যান উইটেনবার্গ। সেখানে মহান দার্শনিক এরিস্টটলের উপর বক্তব্য দেন। এরিস্টটলের অনেক তত্ত্বের সাথে তিনি একমত ছিলেন না। যে কারণে তাঁকে সেখানে কেউ পছন্দ করে নি। জার্মানীতে থাকা কালীন ১৫৮৯ থেকে ৯০ সাল নাগাদ ল্যাটিন ভাষায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। ১৫৯১ সালে তিনি ইতালি ফিরে আসেন। আসার কিছুদিন পরই জিওভানিনি মচেনিগো নামে এক ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম ও ঈশ্বরে বিরোধীতার অভিযোগ আনেন। ১৫৯২ সালের ২২ মে ব্রুনোকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ভেনিশিয়ান ইনকুইজিশনের মুখোমুখি করা হয়। ইনকুইজিশন হলো রোমান ক্যাথলিক গির্জার একটি বিচার ব্যবস্থা, যেখানে ধর্ম অবমাননাকারীদের বিচার করা হতো। ব্রুনো খুব দক্ষতার সাথে তাঁর বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করেন ও তাঁর বিরোধীতাকারীদের যুক্তি খণ্ডন করেন। বেশ কয়েক মাস ধরে জেরা চলার পর ১৫৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে রোমে পাঠানো হয়। সাত বছর ধরে রোমে ব্রুনোর বিচারকাজ চলতে থাকে। এসময়ে তাঁকে নোনা টাওয়ারে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সেই মহা ঐতিহাসিক বিচারকাজের গুরত্বপূর্ণ কিছু নথি হারিয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগই সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল এবং ১৯৪০ সালে বিচারকাজের সেসময়ের একটি সার-সংক্ষেপ পাওয়া যায়। এতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রধান অভিযোগগুলো ছিল- (১) ক্যাথোলিক ধর্ম মত ও ধর্মীয় গুরুদের মতের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ (২) খ্রিস্টীয় ধর্মমত অনুসারে স্রষ্টার ত্রি-তত্ত্ববাদ, যীশুর মৃত্যু ও পরে আবার শিষ্যদের কাছে দেখা দেওয়ার বিষয়গুলো বিশ্বাস না করা (৩) যীশু ও তাঁর মা মেরিকে যথাযথ সম্মান না করা (৪) এই মহাবিশ্বের মতো আরো মহাবিশ্ব আছে, পৃথিবী গোল, সূর্য এই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয় এবং এটি একটি নক্ষত্র ছাড়া আর কিছু নয়- এই ধারণা পোষণ করা।

রোমান ইনকুইজিশনের ইনকুইজিটর কার্ডিনাল বেলার মাইন ব্রুনোকে তাঁর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বলেন। কিন্তু ব্রুনো তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৬০০ সালের ২০ জানুয়ারি পোপ ৮ম ক্লেমেন্ট ব্রুনোকে একজন ধর্মদ্রোহী বলে রায় দেন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। রায় শুনে ব্রুনো বিচারকদের শাসিয়ে দিয়ে বলেন, আপনারা হয়তো আমার সাথে হেরে যাবার ভয়ে আমার বিরুদ্ধে এই রায় দিয়েছেন। আমি এটি গ্রহণ করলাম। '১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে রোমের কেন্দ্রীয় বাজার Campo de Fiori- নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে সবার সামনে খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়।

তাঁর দেহভস্ম এরপর ছড়িয়ে দেয়া হয় টিবের নদীতে। ব্রুনো তাঁর মৃত্যুর পর প্রভূত সম্মান লাভ করেন। মহাশূন্য নিয়ে তাঁর মতবাদই ধীরে ধীরে সবার কাছে সঠিক বলে পরিগণিত হয়। তাঁকে 'বিজ্ঞানের জন্য শহীদ' বলে সম্মান জানানো হয়।

স্কুল জীবনে অঙ্ক ভয়ঙ্করভাবে তাড়া করত

নারায়ণ গাঙ্গুলী

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, স্কুলে কী বিভীষিকাই যে ছিলেন ভদ্রলোক! আমাদের অঙ্ক কষাতেন। আশ্চর্য পরিষ্কার ছিল মাথা। যেসব জটিল অঙ্ক নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পণ্ডশ্রম করেছি, একবার মাত্র তাকিয়ে দেখতেন তার দিকে, তারপরেই এগিয়ে যেতেন ব্ল্যাক বোর্ডে, খসখস করে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলতে খড়ি। হঠাৎ খড়ি ভেঙে গেলে বিরক্ত হয়ে টুকরো দুটো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আর একটা তুলে নিতেন, একটু পরেই আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখতুম ছবির মতো অঙ্কটা সাজিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে যত অঙ্ক ছিল, সব যেন ওঁর মুখস্থ। কিংবা মুখস্থ বললেও ঠিক হয় না, মনে হতো, আমাদের অদৃশ্য অক্ষরে বোর্ডে আগে থেকেই কষা রয়েছে, অথচ উনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক, আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে খড়ি বুলিয়ে চলেছেন।

অঙ্কে যারা একশোর মধ্যে একশো পায়, ওঁর ভয়ে তারাই তটস্থ হয়ে থাকত। আর আমাদের মতো যেসব অঙ্ক-বিশারদের টেনেটুনে কুড়িও উঠতে চাইত না, তাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড চড় খেয়ে মাথা ঘুরে যেত, কিন্তু কাঁদবার জো ছিল না। চোখে এক ফোঁটা জল দেখলেই ক্লাস। ফাটিয়ে হুঙ্কার ছাড়তেন; পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে;তার উপরে কাদতে লজ্জা করে না? এখনি পা ধরে স্কুলের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। তা উনি পারতেন। ওঁর চড়ের জোর থেকেই আমরা তা আন্দাজ করে নিয়েছিলুম।

পুরুষমানুষ হয়ে অঙ্ক পারে না; এমন অঘটন কল্পনাও করতে পারতেন না মাস্টার মশাই। বলতেন, প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল, জানিস? যে অঙ্ক জানে না এখানে তার প্রবেশ নিষেধ। স্বর্গের দরজাতেও ঠিক ওই কথাই লেখা রয়েছে;যদি সেখানে যেতে চাস, তা হলে স্বর্গের খবরটা মাস্টার মশাই কোত্থেকে জোগাড় করলেন তিনিই জানেন। প্লেটো কে, তার দরজা দিয়ে ঢুকতে না পারলে কী ক্ষতি হবে, এ নিয়ে আমরা কোনো দিন মাথা ঘামাইনি। তাছাড়া যে স্বর্গে পা দিয়েই জ্যামিতির এক্সট্রা ক্যতে হবে কিংবা স্কোয়ার মেজারের অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে, সে স্বর্গের চাইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকাই আমরা নিরাপদ বোধ করতুম।

ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডী পার হয়ে অঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেলুম, মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকেও। কিন্তু অঙ্কের সেই বিভীষিকা মন থেকে গেল না। এমএ পাশ করবার পরেও স্বপ্ন দেখেছি, পরীক্ষার লাস্ট বেল পড়ো-পড়ো, অথচ একটা অঙ্কও আমার মিলছে না। মাস্টারমশাই গার্ড হয়ে একবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দু-চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরছে। দাঁতে দাঁতে ঘষে বলছেন মাথার উপর ঘুরন্ত পাখা সত্ত্বেও ঘামে নেয়ে আমি জেগে উঠেছি। মৃদু নীল আলোয় দেখেছি চেনা ঘরটাকে, চোখে পড়ছে সামনে আমার পড়ার টেবিল, আমার বইপত্রের স্তূপ। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ভেবেছি, এখন আর আমাকে স্কুলে অঙ্ক কষতে হয় না, আমি কলেজে বাংলা পড়াই।

একদিন একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ফরমাশ এল, আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে। আমি জানালুম, লেখক হিসেবে আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি, আমার ছেলেবেলার গল্পে কারো কোনো কৌতূহল নেই। তাছাড়া এমন কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেনি যে আসর করে তা লোককে শোনাতে পারি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাড়লেন না, তাঁরা জানালেন, সাহিত্যের ইন্দ্র চন্দ্র মিত্র বরুণেরা কেউ তাদের বিশেষ পাত্তা দেননি, অতএব অতএব আমি ভাবলুম, তা হলে নির্ভয়ে লিখতে পারি। এঁরা নিজেরা ছাড়া ওঁদের কাগজের বিশেষ পাঠক নেই, সুতরাং আমার আত্মকথা কারো কাছে স্পর্ধার মতো মনে হবে না। কয়েকটি ঘরোয়া মানুষের কাছে ঘরোয়া গল্প বলব;ওটা প্রীতির ব্যাপার, পদমর্যাদার নয়। কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল।

মনে এল মাস্টারমশাইয়ের কথা। লিখলুম তাঁকে নিয়েই। ছবিটা যা ফুটল, তা খুব উজ্জ্বল নয়। লেখবার সময় কল্পনার খাদ কিছু মিশিয়ে নিলুম সেটা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে সদুপদেশও একটু বর্ষণ করেছিলুম। মূল কথাটা এই ছিল, অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধাটাই পঞ্চত্ব পায়। তার প্রমাণ আমি নিজেই। মাস্টার। মশাই আমাকে এত প্রহার করেও অঙ্ক শেখাতে পারেননি, বরং যা শিখেছিলুম তা-ও ভুলেছি। এখন দুই আর দুইয়ে চার না পাঁচ হয়, তাই নিজের মধ্যে সন্দেহ জাগে।

পত্রিকার কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে আমাকে দশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে গেছেন। মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে এইটুকুই আমার নগদ লাভ।

তারপরে আরো অনেকদিন পার হয়ে গেল। সেই লেখার কথা ভুলে গেলুম, ভুলে গেলুম মাস্টার মশাইকেও। বয়স বেড়েছে, বিনিদ্র রাত্রিযাপনের মতো অনেক সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে জীবনে। বর্তমানের দাবিটা এত বেশি জোরালো যে স্মৃতির দিকে তাকাবার অবসর পর্যন্ত মেলে না।

বাণিজ্যিক ছবির বাদশা উত্তম

ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী বললেন, "উত্তমকুমার বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে বাদশা। 'দুই পৃথিবী' বলিউড পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী। নয় বছর বয়স থেকে আমি বাংলার বাইরে। ছবিও করেছি এখানেই বরাবর। সেজন্যই আরও বাংলা ছবি বা শিল্পীদের কারও সম্পর্কে কিছু

বলতে বেশ সঙ্কোচ হয়। কারণ এখানকার অনেক খবরই আমি জানি না।

উত্তমকুমারের নাম এখানে বসেই আমরা শুনতাম। বিরাট মাপের অভিনেতা। একাই ছবি টেনে যান। এ জাতীয় কানে আসত। আলাপ হয় প্রথম ৬৩-৬৪ সাল নাগাদ। তাজমহল হোটেলে।

ইতিমধ্যেই কলকাতা যাতায়াতের সুবাদে আমি ওর কয়েকটা ছবি দেখেছি। উঁচুমানের অভিনেতা বলেই মনে হয়েছে। অবশ্য এ রায় দর্শকরা সবাই দিয়ে দিয়েছেন। উত্তমবাবু মারা যাবার পর দেখি 'দুই পৃথিবী' ছবিটা। এই ছবিটা বিশেষ করে ভাল লেগেছিল কারণ, উত্তমকুমার সরে এসেছিলেন ঠিক সময়ে। এমন একটা চরিত্র বেছে নেন যা বয়স অনুযায়ী তাঁর পক্ষে মানানসই। তথাকথিত নায়কের ভূমিকায় নয়। প্রচন্ড দাপটে অভিনয় করেছিলেন সম্পাদকের ভূমিকায়। বৃদ্ধ বাবা আর ছোট বোনকে নিয়ে তাঁর সংসার। হঠাৎ একদিন সেই ছোট্ট সংসারে এসে হাজির হয় মৃণালের (উত্তম) ছোট ভাই কুনাল দত্ত। বাড়ি থেকে সে পালিয়েছিল ছোটবেলায়, ফিরেছে বিজনেস ম্যাগনেট হয়ে। দুই ভাইয়ের দুই পৃথিবীর মাঝে তীব্র সঙ্ঘাত এত অপূর্ব ফুটিয়েছিলেন উত্তম যে মহানায়ক ছাড়া আর কোনও অভিধায় তাঁকে ভূষিত করা যায় না। বিশেষ করে যে দৃশ্যে ছোট ভাইকে বেল্ট দিয়ে মারছে দাদা, তার কোনও তুলনাই হয় না। আশ্চর্য, অতিনাটকীয়তার এতবড় সুযোগ পেয়েও কিন্তু উত্তম ব্যালান্স হারাননি, অভিনয় করেছেন মেপে, সঠিক আবেগে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের যে দূরত্ব বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। সব শেডগুলোই ফুটিয়ে তুলে ছিলেন নিখুঁতভাবে। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, উত্তমকুমারকে নিয়ে কোন ছবি করিনি কেন? জবাবে আমার ত্রুটি স্বীকার করেছি। আমি নিজে যেন সুপারস্টিক্স ছবির ব্যানারে। যাদের নিয়ে ছবি করার পর হিট করেছে, তাদেরই যথাসম্ভব ব্যবহার করেছি পরের ছবিতে। কারণ আমার মনে হয়েছে, ছবিটা হিট করার পেছনে এদের সকলেরই অবদান আছে। কৃতিত্বটা আমার একার নয়। আর কাজ করতে করতে তো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারাই আমার কাছে ফার্স্ট প্রেফারেন্স। উত্তমকুমারের সঙ্গে আলাপ থাকলেও পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা কখনও গড়ে ওঠেনি। যে কারণেই ছবি করা সম্ভব হয়নি।

তবে কাজ না করলেও নির্দ্বিধায় বলতে পারি, উনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে অনেক শিল্পীর সঙ্গেই। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই বলছি। বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে তো উনি বাদশার মত।

কী রিটার্ন দিয়েছে আজ ওর অনুপস্থিতিতে তা টের পাওয়া যায়। প্রায়ই শুনি কেউ বলছে, অমুক ছবি এক কোটি টাকায় সার্কিট বিক্রি হয়েছে। বলার মধ্যে যেন গোপন দামী কি একটা না ঘটে গেছে। কিন্তু যে ছবি এক কোটি টাকায় বিক্রি হয় তা যদি তিন কোটি টাকার ব্যবসা না দিতে পারে তাহলে আর জাঁক করে কী লাভ? 'লাভ ইন টোকিও' ছলাখে বিক্রি করেছিলাম। যা ফেরত এসেছে এই ইনফ্রেশান এর যুগে হিসেব করলে নেহাত কম হয় না।

উত্তমকুমার যেসব ছবি করেছেন, আর বা রিটার্ন এসেছে তার থেকে তা ভাবাই যায় না। অথচ হিন্দির তুলনায় কত ছোট এলাকাতেই না বাংলা ছবি ব্যবসা করে। একজন স্টার একাই যে ছবি চালিয়ে দিতে পারে এটা আমি মানি না। তবে তাঁর নামে ইনিশিয়াল যে হয় তা ঠিক। উত্তমকুমারের প্রযোজকদের অনেককেই ভাবতে হয়নি। দুই পৃথিবী শেষ দিকের ছবি। তা সত্ত্বেও দর্শক কতই না আকর্ষণ বোধ করে। সুপ্রিয়া দেবী রঞ্জিত মল্লিক, ভিক্টর ব্যানার্জির সু অভিনয়েরও উল্লেখ করতেই হয়। বিশেষত ভিক্টর এর এক্সপ্রেশন।

সত্যজিৎ রায় প্রতিভা খুঁজতে যে ভুল করেননি আজও একবার তা প্রমাণ হল। হিন্দিতে এ জাতীয় পরিষ্কার ছবি কমই হয়। ভাল খারাপের তর্কে দূষছি না। দর্শকের একেকজনের চাহিদা একেকরকম। তবু এরকম ছবি করার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে থাকে। ভাল ছবি কীরকম তাড়া করে বেড়ায় তার একটা ঘটনা বলি। আমার ছবির শুটিং করছি। হঠাৎ জানলাম যে টিভিতে 'মমতা' ছবিটা দেখাবে। লাঞ্চের পর আমি অন্যের হাতে শুটিংয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আয়েস ভরে ছবিটা দেখব বলে। ভাল ছবির প্রতি এই যে টান, এটা এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখি না। তাদের জীবন এখন অনেক দ্রুত। ভাবনার যেন অবকাশই নেই। রোমান্টিক নায়ক উত্তমকুমারের সম্পর্কে যেন ওরা কিছুই জানে না। সেটা ওদের দুর্ভাগ্য না আমাদের ব্যার্থতা তাই ভাবি সময়ে সময়ে। আসলে উত্তম কুমার ছিল সেই মসয়ে দর্শকদের কাছে মনকাড়া চরিত্র। এত সাবলীল ভাবে উত্তম কুমার অভিনয় করতেন মনে হতো তিনি সবার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। মনকে কীভাবে নাড়া দিয়ে অভিনয় করতে হবে সেই জাদুটা উত্তম কুমার জানতেন। সেই কারণে তাকে নকল করতো বলিউডের অভিনেতারা। রাজেশ খান্না থেকে শুরু করে প্রায় অধিকাংশ মুম্বইয়ের অভিনেতারা উত্তম কুমারের পথকে অনুসরণ করে অভিনয় করতো সিনেমার পর্দায়।বলতে গেলে বাংলার আইকন ছিলেন উত্তম কুমার।

পাঠকদের দরবার 'সিনেমাপাড়া দিয়ে

শিবাশিস ঘোষ

''দু'জন শিল্পীর প্রতি কেন জানি না ভীষণ দুর্বল আমি। একজন রফি সাহাব। আর একজন শচীন কর্তা। খুব ছোটবেলায় কাকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে-র কাছে শচীন দেব বর্মন এসেছিলেন। আমি সেদিন বাড়িতেই। ফুটবল খেলতে যাইনি। কাকার ঘরে শচীন কর্তা বসতেই আস্তে আস্তে প্রায় গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। কী সুন্দর দেখতে! টকটক করছে গায়ের রং। আমি অত ফর্সা নই। রীতিমতো কালোউ ফলে, এক দেখাতেই শুধু ফর্সা রঙের জন্য কর্তাকে দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। সেদিন গান নিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছিলেন কাকার সঙ্গে। আমি এক মিনিটের জন্য সেখান থেকে উঠিনি। এরপর কাকার অনুরোধে গান ধরলেন দেব দাদা। খুব খুঁটিয়ে সব গান শুনলাম। কর্তা চলে গেলেন। আমি পরের দিন কাকার কাছে বসে ওই গানগুলোই ফের গাইলাম। একদম কর্তার মত করে। ওরকম নাকি নাকি গলায়। সঙ্গে সঙ্গে কাকার এক ধমক, 'মানা, ওভাবে নাকি নাকি গলায় গাইছ কেন? ওটা কর্তার নিজস্বতা। কাউকে নকল কর না জীবনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমার মত করে গাও।' কাকার কথা শুনে সেদিনই অনুকরণ করার অভ্যেস ছাড়লাম। কিন্তু শচীন কর্তা মনের গভীরে রয়েই গেলেন।

ওই দিনের পর শচীন কর্তার সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদ। শচীন কর্তার প্রতি দুর্বলতার কথা তো শুরুতেই বলেছি। সেই দুর্বলতা আরও বেড়ে গেল মুম্বইয়ে কাজের পর। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে অসাধারণ কম্পোজিশন, অদ্ভুত গায়কী তাঁর। একই সঙ্গে মারাত্মক ভয়ও পেতাম কর্তাকে।

১৯৬৬-র দুর্গা পঞ্চমী। কলকাতায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন তাঁদের বাড়িতে জলসার আয়োজন করেছেন। আমি ছাড়াও আমন্ত্রিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, শ্যামল মিত্র। গিয়ে শুনলাম, কর্তাও নাকি আসবেন। রাত ঘড়ি ১০-টার কাঁটা ছুইছুই। সবাই এসেছেন। কর্তার দেখা নেই। আমরা মুখ চাওয়াচায়ি করছি। আচমকা ডোর বেল বাজল। সঙ্গে সানুনাসিক কণ্ঠ, 'সতীনাথ আসো নাকি?' আমি, উৎপলা, সতীনাথ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা খুললাম। দেখি, হাসিমুখে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কর্তা দাঁড়িয়ে। উৎপলার গলায় আনন্দের কান্না, অভিমানের সুর মিলেমিশে একাকার, 'এত দেরী করলেন দাদা!' একহাতে উৎপলাকে জড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফ্লাইট লেট করসে। কয়নের আর কিসসু নাই রে!'

সেই সন্ধেয় আমি গাইলাম, 'তুমি আর ডেকো না'। শ্যামল শোনালো, 'যা যা রে যা, যা পাখি'। উৎপলা পরিবেশন করল, 'কিংশুক ফুল হিংসুক ভারী'।

যথারীতি সেদিনেও আমাদের গিলে খেয়ে নিলেন 'রাজা' কর্তা। আসর জমিয়ে দিলেন, 'টাকডুম টাকডুম বাজে' গান দিয়ে। সেদিন বুঝেছিলাম, আর একজন মান্না দে হতেই পারেন। কিন্তু আর একজন শচীন কর্তা? কোনওদিন, কেউ হতে পারবে না।'' - জীবনের জলসাঘরে (মান্না দে)। সিনেমার অজানা গল্প যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই পড়ুন। পরিচালক তরুণ মজুমদার মহাশয়ের বই সিনেমাপাড়া দিয়ে।এক অসাধারণ বই। তরুণ মজুমদার খুব খেটে বইটি লিখেছেন। সিনেমা জগতের বহু তথ্য দিয়েছেন। আবার কোথাও কোথাও গল্পকরেছেন হাসির গল্প করেছেন। বলতে গেলে সিনেমা জগতকে একটি ঝলকে তুলে ধরা

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয়ে ইন্টারেক্টিভ ভিজিল্যান্স ওয়ার্কশপ-এ নেতৃত্ব দিলেন সিভিসি ডাইরেক্টর

মালিগাঁও, ১৫ অক্টোবর ঃ সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৫-এর অংশ

হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সতর্কতা শাখা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়, মালিগাঁও-এ একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়ার্কশপ এবং উপস্থাপনা অধিবেশনের আয়োজন করে। সোমবারে আয়োজিত অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন প্রিয়ঙ্কা সিং, আইআরএস, ডাইরেক্টর, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন এবং উপস্থিত ছিলেন শ্রী এস.পি. বেক, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ওয়ার্কশপে সমস্ত ভিজিল্যান্স বিভাগের প্রধানদের পাশাপাশি তাদের আধিকারিক এবং টিমের সদস্যদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা গেছে। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি সতর্কতা পেশাদারদের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ, জ্ঞান ভাগাভাগি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। ভাষণে, প্রিয়ঙ্কা সিং সিভিসি কাঠামোর অধীনে সতর্কতা তদন্ত করার কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে একটি বিস্তৃত উপস্থাপনা প্রদান করেন। অধিবেশনে সর্বোত্তম পদ্ধতি, পদ্ধতিগত আনুগত্য এবং নৈতিক শাসন নীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সতর্কতা প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা এবং স্বচ্ছতা প্রচারের জন্য ইন্টারেক্টিভ কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রী এস.পি. বেক সক্রিয় সতর্কতার গুরুত্ব এবং রেলওয়ে কার্যক্রমে সততা ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য বিভাগগুলিতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মজবুত করার প্রয়োজনীয়তার উপরও আলোকপাত করেন। তিনি ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা প্রচারের জন্য তাদের নিরন্তর নিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ডিভিশন এবং ইউনিটের ভিজিল্যান্স কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষ্যে, প্রিয়ঙ্কা সিং এবং শ্রী এস.পি. বেক উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের সাথে একটি বৈঠক করেন, যেখানে বর্তমানের পদক্ষেপগুলির পর্যালোচনা করা হয় এবং সতর্কতা প্রশাসনের কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য এবং সমগ্র সংস্থায় সততার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ওয়ার্কশটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা এবং ব্যবহারিক নির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যা রেলওয়ে প্রশাসনে নৈতিক আচরণ এবং জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য ভিজিল্যান্স উইংয়ের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

ডাকবিভাগের প্রদর্শনী

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর ঃ ডাকটিকিটের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যময় সমহারকে আগ্রহী মানুষের সামনে তুলে ধরতে ডাক বিভাগ বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। ১৪ থেকে ১৭ নভেম্বর কলকাতার সায়েন্স সিটিতে রাজ্যস্তরের দশম ডাকটিকিট প্রদর্শনী 'বঙ্গোপেক্স-২০২৫' অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার আজ যোগাযোগ ভবনে 'বঙ্গোপেক্স-২০২৫' প্রকাশ করেন। প্রদর্শনীর প্রসপেক্টাসে অংশগ্রহণের সময়সীমা ও শর্তাবলির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ অঞ্চলের পোস্টমাস্টার জেনারেল ঋজু গাঙ্গুলি, মেলস ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারেল সুপ্রিয় ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের পোস্টাল সার্ভিসেস (হেডকোয়ার্টার) ডিরেক্টর ড. হাম্মাদ জাফর।

পুলিশের তৎপরতায় বর্ধমানে তিন ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার অপহৃত শিশুঃ গ্রেপ্তার ২

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ অক্টোবর ঃ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মাত্র ১৮ দিনের এক শিশুকে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল গোটা শহরজুড়ে। তবে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই মিলল বড় সাফল্য। শিশুটি সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে এবং মায়ের কোলে ফিরেছে। গ্রেফতার হয়েছে মা-মেয়ে দুই অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের বাড়ি বর্ধমান শহরের কেষ্টপুর এলাকায়। অভিযুক্ত দুইজন হলেন মনিরা বিবি (৪০) ও তার মেয়ে রুমকি খাতুন (২০)। বুধবার বর্ধমান থানার পক্ষ থেকে তাদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয় এবং সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন। ঘটনাটি ঘটেছিল মঙ্গলবার বিকেলে। বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের বলরামপুর গ্রামের বাসিন্দা সেলেফা খাতুন তার ১৮ দিনের শিশুপুত্রকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন শিশুর চিকিৎসার জন্য। সঙ্গে ছিলেন তার মা হামিদা বিবি। শিশুটির বাবা সুজল সেখ তখন ওষুধ কিনতে বাইরে গিয়েছিলেন। সেলেফার নিজেরও সেদিন প্রসূতি চিকিৎসকের কাছে চেক- আপের কথা ছিল, কিন্তু চিকিৎসক অনুপস্থিত থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তাই মা-মেয়ে প্রসূতি বিভাগের বহিঃবিভাগের বারান্দায় শিশুকে নিয়ে বসেছিলেন। সেই সময়ই এক মহিলা এসে শিশুটিকে আদর করতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পরেই শিশুটিকে কোলে নিয়ে হঠাৎই সেখান থেকে উধাও হয়ে যান ওই মহিলা। বিষয়টি টের পেয়ে হামিদা বিবি সঙ্গে সঙ্গে জামাই সুজল সেখকে ফোন করেন। সুজল হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। এর পরেই শুরু হয় পুলিশের তৎপরতা। খবর পৌঁছায় ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) দেবাশীষ চক্রবর্তী ও বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাসের কাছে। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালের আউটডোরের একটি সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল থাকলেও বাইরের ফুটেজ থেকে ওই মহিলার চলাফেরা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সেখান থেকেই সূত্র ধরে কেষ্টপুরের দিকে নজর ঘোরানো হয়। টানা অভিযান চালিয়ে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে কেষ্টপুর এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। বর্ধমানের পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, তিন ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্ত মা-মেয়েকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপাতত শিশুটি সুস্থ আছে, তবে তাকে মেডিকেল কলেজে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে চুরির উদ্দেশ্য ও পেছনে অন্য কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের শনাক্তকরণের জন্য টি আই প্যারেডও করা হবে বলে জানানো হয়েছে। শিশুর বাবা সুজল সেখ জানান,

আমাদের সন্তানকে মঙ্গলবার রাতে দশটার সময় উদ্ধার করে পুলিশ আমাদের হাতে তুলে দেয়। আমরা অত্যন্ত খুশি ও কৃতজ্ঞ। তবে যেখানে থেকে শিশুটি চুরি হয়েছিল, সেই জায়গার সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট ছিল-এটা উদ্বেগজনক। ঘটনার পর থেকেই হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বহু রোগী ও তাদের পরিজন হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাসপাতালে ভর্তি থাকা এক রোগীর আত্মীয় সুরজ সাহানা বলেন, এভাবে হাসপাতালের ভিড়ের মধ্যে থেকে নবজাতক চুরি হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রশাসনের উচিত নিরাপত্তা আরও জোরদার করা। ঘটনার জেরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে, সেদিকে নজর দেওয়া হবে। পুলিশের তৎপরতা ও দ্রুত তদন্তের ফলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের কোলে ফিরেছে আঠারো দিনের নবজাতক। অপহৃত শিশুটিকে দ্রুত উদ্ধার করায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ প্রশংসার দাবী রাখে।

অবৈধ মাদক চক্রের বিরুদ্ধে সাফল্য পুলিশের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ অক্টোবর ঃ অবৈধ মাদক চক্রের বিরুদ্ধে আবার বড়সড় সাফল্য কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার হোগলবেরিয়া থানার পুলিশের। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে হোগলবেরিয়া থানার ওসি দীপঙ্কর মণ্ডল-এর নেতৃত্বে মঙ্গলবার বৌষমারি তেঁতুলতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের নাম আকবর মণ্ডল (৫৫), বাড়ি গোপালপুরঘাট মণ্ডলপাড়া, হোগলবেরিয়া থানা, জেলা নদীয়া এবং মিরাজুল সরকার (৪২), বাড়ি বিদুপুর, জলঙ্গি থানা, জেলা মুর্শিদাবাদ। তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ মোট ২৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। তেহট্টের এসডিপিও এবং করিমপুরের সিআই-এর উপস্থিতিতে তল্লাশি ও জব্দের কাজ সম্পন্ন হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক পাচার চক্রের উৎস ও অন্যান্য জড়িতদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে জেডআরইউসিসি সভা আয়োজন

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর ঃ জোনাল রেলওয়ে ব্যবহারকারীদের পরামর্শদাতা কমিটির (ZRUCC) ১০৫ তম সভা ১৫.১০.২০২৫

তারিখে কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ZRUCC সভায় সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গী, সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, সাংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো, সাংসদ খিরু মাহাতো, সাংসদ কালিপদ সরেন খেরওয়াল, বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল এবং অন্যান্য সম্মানিত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ZRUCC-এর ২৫ জন সম্মানিত সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র, সদস্যদের SER-এর সাম্প্রতিক সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি যাত্রী সুবিধা, নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি, মালবাহী লোডিং বৃদ্ধি, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশন পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। সদস্যরা দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের গৃহীত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের প্রশংসা করে ট্রেন পরিষেবা, যাত্রীদের সুযোগ- সুবিধা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতির জন্য তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। সদস্যদের পরামর্শ ও দাবির মধ্যে ছিল ট্রেন পরিষেবার সময়ানুবর্তিতা, ট্রেন রুট সম্প্রসারণ, ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ, ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, নতুন হল্ট স্টেশন নির্মাণ ইত্যাদি। তারা লিফট, এসকেলেটর, টয়লেট, প্ল্যাটফর্ম শেড, যাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প ইত্যাদি স্টেশনগুলিতে আরও যাত্রী সুবিধার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। মহাব্যবস্থাপক, অনিল কুমার মিশ্র তার ভাষণে বলেন যে সদস্যদের পরামর্শ ও দাবির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। মহাব্যবস্থাপক রেল প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সদস্যদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। তারা দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে রেলওয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান পরামর্শও প্রদান করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক সৌমিত্র মজুমদার এবং অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধানরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দিঘার সমুদ্রতটে ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ অক্টোবর ঃ দিঘার ওশিয়ানা ঘাট সংলগ্ন ঝাউবনের ভেতরে এক ব্যক্তির নিথর দেহ উদ্ধারের পর এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বুধবার সকালে বহু পর্যটক সমুদ্রস্নানে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথমে ওখানে দূর থেকে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় পর্যটকদের। অনেকে ভেবেছিলেন, হয়তো কোনও বস্তা বা পুরনো কাপড়। কিন্তু কাছে যেতেই সকলে চমকে ওঠেন। দেখা যায়, সেখানে পড়ে রয়েছে এক ব্যক্তির নিথর দেহ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিঘা থানায় পুলিশ। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহের পাশেই একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। ব্যাগের ভিতর পাওয়া গেছে কিছু পোশাক ও একটি কীটনাশকের বোতল। এই সূত্র ধরেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিষক্রিয়ার ফলেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। ফলে মৃত যুবক স্থানীয় নাকি বাইরের রাজ্যের, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

কালীপুজোর চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত সেনাকর্মী ও তাঁর স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৫ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো বা কালীপুজো, বারবার চাঁদা তোলা নিয়ে নানা অশান্তি দেখা যায়। কখনও ক্লাবের সদস্যরা বাড়িতে গিয়ে হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ ওঠে, কখনও বা অতিরিক্ত চাঁদা দাবি নিয়ে ঝামেলা হয়। এবার বীরভূমের সিউড়িতে কালীপুজোর চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে সেনা কর্মী ও তাঁর স্ত্রীকে বেধড়ক মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গেছে, বীরভূমের দুবরাজপুর থেকে সন্তানকে ডাক্তার দেখানোর জন্য সিউড়ি আসছিলেন ওই সেনা কর্মী ও তাঁর স্ত্রী। অভিযোগ, সিউড়ির বড় বাগানের কাছে সেই সময় রাস্তা আটকায় দশ থেকে বারো জন। এরপর কালীপুজোর চাঁদা চান তাঁরা। সেই সেনা কর্মী জানান, তাঁরা ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছেন। একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে আছেন। ডাক্তার দেখিয়ে এই রাস্তাটা দিয়েই ফেরত যাবেন। তখন চাঁদা দেবেন। অভিযোগ, বিষয়টি শুনেও রাজি হয়নি এলাকার যুবকরা। এরপর বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অভিযোগ সেনা কর্মীকে রাস্তায় ফেলে ১০ থেকে ১২ জন বেধড়ক মারধর করে এমনটাই অভিযোগ। মারধর করা হয়েছে ওই সেনা কর্মী স্ত্রী কেও। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যায় সিউড়ি থানার পুলিশ এবং উদ্ধার করে তাদের। ঘটনাস্থল থেকে একজন যুবককে আটক করে সিউড়ি থানা পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আহত সেনার স্ত্রী বলেন, সন্তানকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েকজন ছেলে বলল চাঁদা দাও। তখন আমরা জানালাম ফেরার পথে চাঁদা দিয়ে দেব। আমার স্বামীকে তারপর ধরে নিয়ে গিয়ে ১০ থেকে ১২ জন মিলে মেরেছে। আমার ফোন ভেঙে গিয়েছে। ওরা আমার বাচ্চাকেও মেরে ফেলার প্ল্যানে ছিল।

বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কাঁলেখাতলা দুই অঞ্চলে

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৫ অক্টোবর ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের অন্তর্গত কাঁলেখাতলা দুই অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয় পারুলিয়া শিল ভবনে। অনুষ্ঠানে দলের কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজয়ার আবহে মিলনমেলা হয়ে ওঠে এই সম্মেলন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। বিধায়ক তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষের আশীর্বাদ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই তৃণমূল কংগ্রেস বারবার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমাদের লক্ষ্য আগামী দিনেও সেই ধারাকে বজায় রাখা। এছাড়াও মঞ্চে ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বদরুল আলম মন্ডল, কাঁলেখাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সম্প্রীতা রাজবংশী, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সমির সাহা, সহ অঞ্চল এবং পঞ্চায়েত স্তরের বহু নেতৃবৃন্দ।

রুপিক ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫/বি, শুভম কমপ্লেক্স, ১ষ্ট এ মাইন্ রোড , যে. পি. নগর ৩ য় পর্যায়, বেঙ্গালুরু : ৫৬০০৭৮

স্বর্ণ নিলামের বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা ও সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের কাছে বন্ধক রাখা সোনা বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। নিলামটি **17.11.2025** বা তার পরে **E/2/4 BLOCK, GP, 5th floor, 5 B, Sector - V, SALT LAKE CITY, KOLKATA, Kolkata, West Bengal, 700091** এ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাদের তালিকা

Name	RCPL ID
SUVOJEET HALDER	3443629
GOUTHAM CHATTERJEE	3384387

উপরে উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে অংশগ্রহণের আগে EMD জমা দিতে হবে এবং বৈধ আইডি কার্ড এবং প্যান কার্ড বহন করতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার
রুপিক ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার
রুপিক ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড

NOTICE INVITING e-TENDER No. 26 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tenderreference No: WBPWD/AE/SER/NIT_26/2025_2026

The Assistant Engineer, Serampore Sub-Division P.W.D. invites e-tender for 01(One) no work. Name of work - Repair of Hard Crust on G.T. Road (642.35 kmp to 644.80 kmp) for ensuring festival of Jagadhatri Puja under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2025-2026.
Tender ID **2025_PWD_924811_1.**
Document Download/Sale start date (online) from **16.10.2025 at 10.00 a.m** Bid submission Date (online) from **16.10.2025 at 10.30 a.m. upto 25.10.2025 at 11.00 a.m**. Date of opening of Technical Bid (Online) **29.10.2025 at 11.00 a.m**. For details please visit office of the undersigned on any working days. Details may be downloaded from **http://etender.wb.nic.in** or from the Departmental Wbsite **http://wbtender.in**

Sd/-
Assistant Engineer,
Serampore Sub Division, P.W.D.

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চন্ডীতলা-২ নং ব্লয়ের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, বেলা-হুগলী (প.ব.)

e-TENDER No. BEG/289/2025 to BEG/291/2025 Dated: 13/10/2025

e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2dev Block, Hooghly. For details login to **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- **Prodhan**
Begampur Gram Panchayet

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in

NOTICE INVITING e-TENDER: 276/GGP, Date: 15/10/2025

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 7(Seven) different works. Source of Fund: 15 th F.C. Untied. Last date of Bid Submission(online): **04.11.2025 at 04.00 pm.** Date of Opening of Bid(Online): **07/11/2025 11.30 am.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in**. or visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

Office of the Block Development Officer

e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 3616 & 3620/BDO, Singur dt. 10.10.25 & 11.10.25 for Construction of 53 nos. Civil works within Singur Development Block, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **03/11/25 & 04/11/25**. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in** (tender ID: 2025_ZPHD_920880_1 to 14 & 2025_ZPHD_921324_1 to 39)

Sd/-
Block Development Officer
Singur Development Block

Notice Inviting Quotation
MAYAKUNJA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED
NIQ No- 1/MCHSL dated 14.10.2025

Separate quotations are invited from the reputed firm through email or registered post for the following work (within 15 days from the date of publication): -

i) "Construction of G+4 storied residential building including piling, super structure, finishing the building in all respect, boundary wall, U.G & O.H reservoir, lift etc. as per i) approved drawing, ii) Co-operative prescribed specification of work, iii) approved raw material & iv) Quality assurance plan at plot No. AA-IIIC-1204, Premises No. 18-0901, Action Area IIIC, New Town Kolkata.

ii) " Supervision for construction of G+4 storied residential building including piling, super structure, brick work, boundary wall, U.G & O.H reservoir, lift room etc. as per i) approved drawing, ii) Co-operative prescribed specification of work, & iii) Quality assurance plan at plot No. AA-IIIC-1204, Premises No. 18-0901, Action Area IIIC, New Town Kolkata up to taking necessary completion certificate from the competent authority.

contact Mobile No- 8637043796, email-mayakunjachsl23@gmail.com

(KaziTajuddin)
Secretary

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Twenty Three (23) nos.** works vide **E-NIT No: 12/APAS/BDO/HPL/2025-2026 Dated 14/10/2025 of Jejur Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

Office of the Makalpur Gram Panchayat
Makalpur, Hooghly

NOTICE INVITING E-TENDER No. 9/MGP/2025-26

The Prodhan, Makalpur Gram Panchayat invites tender through e-tendering for total 5 (Five) Nos. different works. Last date of submission of Bid: **25.10.2025 at 12.00 Hrs**. Date of Opening (Technical) **27.10.2025 at 12.00 Hrs**. for details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Makalpur Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE OF BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT

E-tenders are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Bhagabatipur Gram Panchayat, Bhagabtipur, Hooghly for **Vide NIT NO: 018/APAS/BGP/2025-26.** Dated: **15/10/2025** (FOR 5 NOS OF SCHEMES). Vide NIT NO: **019/APAS/BGP/2025-26.** Dated: **15/10/2025** (FOR 1 NO OF SCHEME). Vide NIT NO: **020/APAS/BGP/2025-26.** Dated: **15/10/2025** (FOR 1 NO OF SCHEME). Bid submission last date (online): **04/11/2025 at 02.00 PM.** Technical bid opening date: **06/11/2025 at 02.00 PM.** Details information is available at this office within working days.

Thanking You

Pradhan
Bhagabatipur Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly

OFFICE OF THE JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O.- Fusrabaid, Block- Para, Dist. – Purulia(W.B.)

Notice Inviting e-Tender No: WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II GP/NIT(e)-04/2025-26, Dated – 15/10/2025

E-tender are invited from the bonafide contractors having experience in similar nature of works under 15 th FC/2024-25, 01 (One) nos. of Schemes. Last date of submission of(Online) **05.11.2025 at 4.00 PM.** Date of Opening of Technical Proposal (online): **10.11.2025 at 01.00 P.M.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

Saharjora Gram Panchayat
Shitla, Barjora, Bankura

e-NIT-07/SGP/APAS/25-26
Dated-15/10/2025

All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.

Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-VI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/VI/054/031/2025-2026/R**
Name of the Work: **Improvement of Toilet & Bathroom in different places 12, 14, 32, 38, 39, S.S.A. Road, 3, 5 Mistry Para Lane.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,641.00.** Earnest Money: ₹ **8,100.00**. Period of Completion: **45 days.**

2. NIT No.: **KMC/VI/060/031/2025-2026/R**
Name of the Work: **Repairing and maintenance work of Toilet and Bathroom at 23D, Gorachand Lane, 5, Jannagar Road, 98, Linton Street and Adjacent Area in Ward No.-60.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,980.00.** Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **03.11.2025– 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender open date: **06.11.2025– 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Dy. C.E(M) (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/GRBU/T24/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Complete repairing, servicing and modification of 140 kV AR APFC system at Santoshpur DPS under GRBU.** Estimated Amount: **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **27.10.2025– 5.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.10.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **D.G. (Mech.)/Roads, KMC** invites e-tender online item wise rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/ASPH/PB/TKS-19/2025-26**
Name of the Work: **Manufacturing and delivery of LOC Belt's and Gathering Belt's Long guide rollers for DM-45 Plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **01.11.2025 at 4.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **03.11.2025 at 4.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.10.2025 (4.00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Elec.) Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **LTG/87/60/VI/Z-II/25-26**
Name of the Work: **Renovation of Street Lighting System by Supplying Luminaries and other Electrical Accessories for Essential Works in Ward No.-60 under Borough-VI.** Estimated Amount: ₹ **4,98,559.23.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days.**

2. NIT No.: **LTG/160/47/VI/Z-II/25-26**
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting System at Lenin Sarani and different places in Ward-47.** Estimate Amount: ₹ **4,99,376.32.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **10 days.**

3. NIT No.: **LTG/229/40/V/Z-II/25-26**
Name of the Work: **Installation of Mini Mast Lighting System with Allied Electrical Works at 22/1A Beniatola Lane, 9/3 Ramanath Majumdar Street and 14, Haris Sikder Path in Ward No.-40, Borough-V.** Estimated Amount: ₹ **2,49,533.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **07.11.2025 up to 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1), **04.11.2025 up to 1.00 p.m.** (for Sl. No. 2) & **01.11.2025 up to 4.00 p.m.** (for Sl. No. 3). Bid opening date: **06.11.2025** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **18.10.2025 on 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1), **17.10.2025 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 2) & **15.10.2025 at 6.00 p.m.** (for Sl. No. 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 3)

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/EE(E)/LTG/CMO/83/25-26**
Name of the Work: **Improvement of Lighting System at different Offices Like I & PR Sales Counter, Ch. Valuer Survey, Bldg. Deptt., Law Section , Personal Deptt. Civil Deptt. Treasury, MMIC(P&S), D.G. (MKT), License, Drainage, PESS & Chief Whip Office etc. of CMO Building, KMC.** Estimate Amount: **OPEN Quotation.** Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **29.10.2025 (5.00 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **17.10.2025 (5.00 p.m.**) from the website **https://wbtenders.gov.in**.

Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV/BR-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/239/25-26**
Name of the Work: **Repairing of Street Lighting System at various Parts of Ward No.-106, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,96,067.26.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/232/25-26**
Name of the Work: **Repairing of Street Lighting System at different areas of Ward No.-106, KMC, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,98,446.82.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/225/25-26**
Name of the Work: **Repairing of Street Lighting System at Uttar Panchannagram, Nataji Nagar etc. areas in Ward No.-108, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,98,763.96.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/240/25-26**
Name of the Work: **Essential Renovation Works by supplying LED Light Fixture with other Accessories of Street Lighting System in Ward No.-107, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **2,49,825.32.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **15 days.**

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/241/25-26**
Name of the Work: **Essential Renovation Works by supplying LED Light Fixture with other Accessories of Street Lighting System in Ward No.-105, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **2,49,655.47.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **15 days.**

6. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/234/25-26**
Name of the Work: **Supply of Services for operation and routine up keeping of Street Lighting System in Ward No.-105, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **3,77,309.00.** Earnest Money: ₹ **7,600.00**. Period of Completion: **365 days.**

7. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/235/25-26**
Name of the Work: **Supply of Services for operation and routine up keeping of Street Lighting System from VIP Bazar to Baghajatin ROB at E.M. Bypass under Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **3,30,448.00.** Earnest Money: ₹ **6,700.00**. Period of Completion: **365 days.** Last date and time of Completion of bid: **04.11.2025 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No 1 to 3) & **01.11.2025 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 4 to 7). The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025 from 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) & **14.10.2025 from 3.00 p.m.** (for Sl. No. 4 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/BR-XI, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/218/25-26/PD** (2nd Call)
Name of the Work: **Supply of service for Routine Upkeeping of Street Lighting System in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,97,960.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **365 days.** Last date and time of Completion of bid: **03.11.2025 up to 2.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.10.2025 from 12.00 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

CORRIGENDUM

NIT No. **SWM-II/JU/02/2025-26.** Published in this Newspaper on **25.09.2025** (Key No. **1143/25-26**) of **SWM-II Department** (for Sl. No. 6). The last date and time Submission of bid will be read as **27.10.2025 at 1.00 p.m.** instead of 06.10.2025 at 1.00 p.m.

Tender Notice Published in this Newspaper on **15.10.2025** (Key No. **1207/25-26**) of **Engineering (Civil)/Br.-III Department** (for Sl. No. 5) NIT No. will be read as **KMC/EE-III/35/APAS-2/25-26** instead of KMC/EE-EE-III/35/APAS-2/25-26. The Earnest Money will be read as **Rs. 5,200** instead of Rs. 5,000.

1216/25-26

চলুন বেড়িয়ে পড়ি

আটটি অ্যাডাল্ট-ওনলি রিসোর্ট আপনাকে দেবে প্রেম, প্রকৃতি এবং বিলাসিতার এক অসাধারণ সমন্বয়

আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের জন্য। বালির এই আটটি অ্যাডাল্ট-ওনলি হোটেল ও রিসোর্ট আপনাকে দেবে আরাম, বিলাসিতা এবং প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয়-যা একটি রোমান্টিক পলায়নের জন্য আদর্শ। বিশেষ করে দীর্ঘ হানিমুনের জন্য এগুলো একেবারে নিখুঁত। এখানে শিশুদের প্রবেশ নিষেধ, তাই আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে নিরিবিলি সময় কাটাতে পারবেন। আসুন জেনে নিই বালির এই আটটি রিসোর্ট সম্পর্কে, যেখানে প্রেম ও প্রকৃতি একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার।

১. পিঙ্ক হোটেলস, বালি
প্রেমের জন্য ডিজাইন করা পিঙ্ক হোটেলস বালির উলুয়াতু, সানুর, বালাঙ্গান এবং আরও কয়েকটি জায়গায় অবস্থিত। এই রিসোর্টগুলো প্রতিশ্রুতি দেয় একটি অবিস্মরণীয় থাকার অভিজ্ঞতা। যে দম্পতিরা একটি অন্তরঙ্গ ছুটি কাটাতে চান, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ পছন্দ। এখানে আপনি আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে বালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের ধারে হাঁটা বা পুলের পাশে বসে সময় কাটানো-সবকিছুই এখানে রোমান্টিক।

২. রয়্যাল কামুয়েলা ভিলাস অ্যান্ড সুইটস
উবুদের মাঙ্কি ফরেস্টের কাছে অবস্থিত রয়্যাল কামুয়েলা ভিলাস অ্যান্ড সুইটস-এ রয়েছে ১২টি প্রাইভেট পুল ভিলা, ৩টি পুল অ্যাক্সেস সুইট এবং ১৫টি বারান্দা সহ মার্জিত সুইট। এখানকার সবুজ বাগান, আউটডোর পুল এবং উচ্চমানের বিলাসিতা আপনার হানিমুনকে আরও বিশেষ করে তুলবে। প্রতিটি ভিলায় প্রাইভেসির জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে, যা দম্পতিদের জন্য আদর্শ। এখান থেকে উবুদের সংস্কৃতি ও প্রকৃতি অন্বেষণ করাও সহজ।

৩. কায়ান রিসোর্ট উবুদ
পেতানু নদীর অপূর্ব দৃশ্য এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইনফরেস্টের পাহাড়ে অবস্থিত কায়ান রিসোর্ট উবুদ একটি রোমান্টিক আশ্রয়স্থল। ২০২৪ সালে এটি 'এশিয়ান রোমান্টিক বুটিক হোটেল' হিসেবে সম্মানিত হয়েছে, এবং এর কারণ স্পষ্ট। এখানকার তিন স্তরের ইনফিনিটি পুল থেকে উপত্যকার দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। প্রাইভেট পুল ভিলায় থাকার সময়, আপনি জঙ্গলের শব্দে মুগ্ধ হবেন। এখানে থাকাকালীন ' জেটি রেস্তোরাঁ'-তে মোমবাতির আলোয় রাতের খাবার উপভোগ করতে ভুলবেন না।

৪. অটেনটিক নুসা পেনিডা
অটেনটিক নুসা পেনিডা বিলাসিতা এবং প্রকৃতির এক অনন্য মিশ্রণ। এখানে রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাবু, প্রাইভেট প্রবেশপথ এবং একটি ইনফিনিটি পুল। নুসা পেনিডা দ্বীপে অবস্থিত এই রিসোর্টটি দম্পতিদের কাছে বিশেষভাবে প্রিয়। এটি একটি লুকানো রত্ন, যেখানে আপনি প্রকৃতির মাঝে থেকেও আধুনিক আরাম উপভোগ করতে পারবেন। সমুদ্রের ধারে সূর্যস্নান বা পুলে সাঁতার-এখানে সবই রোমান্সে ভরা।

৫. কাদেওয়া রিট্রিট উবুদ
উওস নদীর ধারে পাহাড়ের প্রান্তে অবস্থিত কাদেওয়া রিট্রিট উবুদ থেকে আপনি অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাবেন। এখানকার ইনফিনিটি পুলটি প্রকৃতির সঙ্গে

একাত্ম হওয়ার অভিজ্ঞতা দেয়। প্রতিটি ভিলায় রয়েছে বাগান, আউটডোর বাথটাব এবং প্রাইভেট প্যাটিও। এখানে থাকার সময় আপনি সন্ধ্যায় ' রেস্তোরাঁয় সূর্যাস্তের দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন। শিশুমুক্ত এই পরিবেশ আপনার হানিমুনকে আরও শান্তিময় করে তুলবে।

৬. অটালায়া ভিলাস নুসা পেনিডা
ক্রিস্টাল বে বিচ থেকে মাত্র ১.৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অটালায়া ভিলাস নুসা পেনিডা একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্বর্গ। এখানে রয়েছে আউটডোর পুল এবং সবুজ বাগান। আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে শান্ত পরিবেশ এই রিসোর্টটিকে দম্পতিদের জন্য আদর্শ করে তোলে। সমুদ্রের কাছাকাছি থাকার ফলে আপনি সহজেই বিচে হাঁটতে যেতে পারেন বা পুলের ধারে বসে সময় কাটাতে পারেন। এটি হানিমুনের জন্য একটি নিখুঁত গন্তব্য।

৭. Samanvaya-বালির সিদেমেন ভ্যালিতে অবস্থিত সমন্বয় একটি আত্মিক পলায়নের স্থান। প্রাচীন ধানখেত এবং পবিত্র মন্দির দিয়ে ঘেরা এই রিসোর্টটি বালির সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং নিরবধি সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা দেয়। এখানকার ১৮টি ভিলা ঐতিহ্যবাহী বালিনিজ স্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিক আরামের মিশেল। পুলের ধারে বিশ্রাম বা স্পা-তে দম্পতি ম্যাসেজ-এখানে সবকিছুই আপনার হানিমুনকে স্মরণীয় করে তুলবে।

৮. আসা মাইয়া-উলুয়াতুর প্রাণবন্ত এলাকায় অবস্থিত আসা মাইয়া একটি বেসপোক ওয়েলনেস রিসোর্ট। এটি থমাস বিচ থেকে হাঁটা দূরত্বে, যা সূর্যস্নান বা সমুদ্রতীরে হাঁটার জন্য উপযুক্ত। এখানকার অনন্য শক্তি এবং সুস্থতার উপর জোর দেওয়া পরিবেশ আপনাকে বালির অন্য কোথাও পাবেন না। যোগব্যায়াম, স্পা থেরাপি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার এই রিসোর্টটিকে হানিমুনের জন্য আলাদা করে তোলে।

কেন বেছে নেবেন এই রিসোর্টগুলো?
বালি দীর্ঘদিন ধরে হানিমুন গন্তব্য হিসেবে জনপ্রিয়। এই আটটি অ্যাডাল্ট-ওনলি রিসোর্ট শুধু বিলাসিতাই দেয় না, বরং একটি শান্ত ও রোমান্টিক পরিবেশও প্রদান করে। এখানে শিশুদের প্রবেশ নিষেধ থাকায় আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সময় কাটাতে পারবেন। প্রতিটি রিসোর্টের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে-কেউ প্রকৃতির কাছাকাছি, কেউ সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে, আবার কেউ ওয়েলনেসের উপর জোর দেয়। হোটেলগুলির আকর্ষণ কী? এই রিসোর্টগুলো থেকে আপনি বালির বিভিন্ন আকর্ষণ উপভোগ করতে পারবেন। উবুদের জঙ্গল, নুসা পেনিডার সমুদ্রতট, বা সিদেমেনের ধানখেত-প্রতিটি জায়গাই আপনার হানিমুনকে রঙিন করে তুলবে। এছাড়া, স্থানীয় খাবার, স্পা ট্রিটমেন্ট এবং সূর্যাস্তের দৃশ্য এই অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

কীভাবে যাবেন? বালির নগুরাহ রাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এই রিসোর্টগুলোতে পৌঁছানো সহজ। উবুদের রিসোর্টগুলো বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১-১.৫ ঘণ্টার পথ, আর নুসা পেনিডার জন্য ফেরি করে যেতে হবে। বেশিরভাগ রিসোর্টই এয়ারপোর্ট শাটল সার্ভিস দেয়, তাই আগে থেকে বুক করে রাখুন।দীর্ঘ হানিমুনের জন্য বালির এই আটটি অ্যাডাল্ট-ওনলি রিসোর্ট আপনাকে দেবে প্রেম, প্রকৃতি এবং বিলাসিতার এক অসাধারণ সমন্বয়। পিঙ্ক হোটেলসের আধুনিকতা থেকে কায়ান রিসোর্টের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রতিটি জায়গাই আপনার সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেবে। তাই আর দেরি না করে এইগ্রীষ্মে আপনার সঙ্গীর হাত ধরে বালির পথে রওনা দিন। এই রিসোর্টগুলো আপনার হানিমুনকে স্মরণীয় করে তুলবে, এটি নিশ্চিত!

ঘরের কাছের সেরা গন্তব্যে ভ্রমণ করুন

শীতকাল মানেই নলেন গুড় আর পিকনিক। নতুন বছর শুরু হতে না হতেই শীতের আমেজে মজেছে বাঙালি। গত বছরের শেষে খুব একটা ঠান্ডা না পড়লেও ২০২৫ এর শুরুতে তা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এই সময় সকলেই ভাবেন সপ্তাহান্তের ছুটিতে কাছে পিঠে ঘুরে আসার কথা। আপনাদের জন্যে রইল সেইসব ঠিকানা। দু বা তিনদিনের ছুটিতে ঘরের কাছেই বেরিয়ে আসতে পারেন এইসব স্থানে। শীতে বেরানোর ঠিকানা- ১. মাইথন- মাইথন বাঁধটি ধানবাদ থেকে ৪৮ কিমি দূরে মাইথনে অবস্থিত। মাইথন বাঁধটি নিজেই একটি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটি সুন্দর হ্রদ এবং সুন্দর সবুজ বনের মধ্যে অবস্থিত। নদীতে বোট রাইড করতে পারেন। এছাড়াও আপনি লেকের চারপাশে সুন্দর সবুজ বনে হাঁটার উপভোগ করতে পারেন। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা পর্যটকদের জন্য আনন্দদায়ক, যা আপনি মাইথনে থাকাকালীন মিস করবেন না। নীল জল অবশ্যই আপনার মনের সব ক্লান্তি দূর করবে। এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন সবুজ দ্বীপ - মাইথন হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত আরেকটি নিকটবর্তী নজরকাড়া এবং আকর্ষণীয় স্থান হল স্পুন দ্বীপ যা ধানবাদের প্রশান্তি এবং নির্মলতার সারাংশ চিত্রিত করে।

কল্যাণেশ্বরী মন্দির - এটি ধানবাদের প্রাচীনতম এবং স্বীকৃত মঃিদরগুলির মধ্যে একটি। লোকেরা বিশ্বাস করে যে এটি এমন একটি জায়গা যেখানে নিঃসন্তান মায়েরা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে যান। মন্দিরটি বাঁধ থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে, এবং উৎসবগুলির সময়, মন্দিরটি প্রচুর দর্শনার্থীর সাক্ষী থাকে। আশেপাশের পরিবেশ এবং মন্দিরের পুরানো কাঠামোগত বিন্যাস একটি নিরবধি নান্দনিক এবং একটি প্রশান্তিদায়ক পরিবেশ দেয়। ওখান থেকে আপনারা পুরুলিয়া ও ধানবাদ ঘুরে নিতে পারেন।

২. জামশেদপুর- শীতকালে কলকাতার কাছাকাছি দেখার জন্য সেরা জায়গাগুলির মধ্যে একটি এবং ভারতের সবচেয়ে সুপরিকল্পিত শহরগুলির মধ্যে একটি। এটি আকর্ষণীয় অবকাঠামো এবং একটি সু ন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে। এটি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। জামশেদপুরের নামকরণ করা হয়েছিল টাটা ইন্ডাস্ট্রিজের জামশেদজি টাটার নামে, যিনি শহরের বেশিরভাগ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। এটি ইস্পাত শহর হিসাবে পরিচিত। এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন- ডিমনা লেক, জুবিলি পার্ক, দলমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, টাটা স্টিল জুলজিক্যাল পার্ক এবং হুডকো লেক।

৩. মুকুটমনিপুর- এটি একটি আদর্শ ছুটির ঠিকানা যেখানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধটি মুকুট এর মতো টিলা দ্বারা বেষ্টিত। দুটি নদীর সঙ্গমে অবস্থিত, এটি সবুজ রঙে মোড়া একটি বাঁধ এলাকা যা এর নেকলেস আকৃতির জন্য বিখ্যাত। ঘন নীল জলের নির্মল প্রকৃতি এবং দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের জন্যে প্রতিবছর বহু পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। এটি কলকাতা থেকে খুব কাছে। সবুজ বন এবং টিলা ঘেরা এই বাঁধটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে বিবেচিত হয়। এখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারেন--কংসাবতী বাঁধ, পরেশনাথ শিব মন্দির,হরিণ পার্ক।

৪. বিষ্ণুপুর- পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া

আসন্ন দীপাবলি এবং ছট উৎসবের জন্য ভিড় ব্যবস্থাপনার কথা মাথায় রেখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর জংশন স্টেশনের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। লখনউয়ের অতিরিক্ত বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক পরিকাঠামো, শ্রী ভুবনেশ সিং, সদর দপ্তর এবং লখনউ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক এবং কর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কোমাকি ইলেকট্রিক ফ্যাম ১.০ এবং ২.০ চালু করেছে

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর ঃ একটি শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রিক ভেহিকল ব্র্যান্ড, কোমাকি ইলেকট্রিক সম্প্রতি ফ্যাম ১.০ এবং ফ্যাম ২.০ লঞ্চ করেছে, যার এক্স-শোরুম মূল্য যথাক্রমে ৯৯,৯৯৯ টাকা এবং ১২৬,৯৯৯ টাকা থেকে শুরু। এই গাড়িটি একটি চূড়ান্ত পারিবারিক যাত্রা হিসাবে চালু করা হয়েছে যা প্রতিটি যাত্রায় আরাম নিশ্চিত করার সাথে সাথে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

দীপাবলি-ছট, ভ্রমণের সময় রেলের টিকিট সঙ্গে রাখুন, অন্যথায় হতে পারে জেল

১৫ অক্টোবর ঃ রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে ভারতীয় রেলের সমস্ত রেল বিভাগ সারপ্রাইজ টিকিট চেকিং অভিযানের জন্য এই পরিকল্পনা করেছে। এই অভিযানে বিভিন্ন রুটের টিকিট চেক করা হবে। অনেক সময় যাত্রীরা নকল টিকিট নিয়েও যাতায়াত করেন, এমন পরিস্থিতিতে টিকিট চেকিংয়ের সময় ক্রস চেক করা হবে কীভাবে এবং কখন টিকিট বুক করা হয়েছিল তা জানতে।

দেশে উৎসবের মরশুম শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, বিপুল সংখ্যক মানুষ দশেরা, দীপাবলি এবং ছট পূজা উদযাপন করতে তাদের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ট্রেনে ভিড়ের কারণে, অনেকে ইতিমধ্যেই টিকিট বুক করে ফেলেছেন, আবার কেউ কেউ বিশেষ ট্রেনের টিকিট পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এদিকে, ভারতীয় রেলওয়েও উৎসবের মরসুমে বিনা টিকিট ভ্রমণকারী যাত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। আসলে, উৎসবের মরসুমে ট্রেনে প্রচুর ভিড় দেখা যায়। অনেক যাত্রী আছেন যারা এসি বা স্লিপার কোচে ওয়েটিং টিকিট নিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করেন, আবার কেউ কেউ আছেন যারা টিকিট না নিয়েই ট্রেনে ভ্রমণ করেন। এই সব বিষয় মাথায় রেখে ভারতীয় রেলের তরফে টিকিট চেকিং অভিযান চালানো হবে। এমতাবস্থায় যে কেউ বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জরিমানা করা হবে।

নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো যাত্রী বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে ছয় মাসের জেল বা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। জরিমানার ন্যূনতম পরিমাণ হল ২৫০ টাকা, যার মধ্যে যাত্রী দ্বারা ভ্রমণ করা দূরত্বের জন্য টিকিটের মূল্যও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

রেলযাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই পরামর্শ- রেলের কর্মকর্তারাও যাত্রীদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছেন যে উৎসবের মরসুমে, রেলের টিকিট নিশ্চিত করতে অনেক এজেন্টের দল সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক সময় এরা যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করে এমনকি নকল টিকিটও তৈরি করে। বিনিময়ে তারা মোটা অঙ্কের টাকাও নেয়। এইরকম পরিস্থিতিতে যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যখন কোনও এজেন্টের কাছ থেকে তাদের তৎকাল টিকিট বা ভিআইপি টিকিট বুক করবেন তখন তাদের সমস্ত বিবরণ যেন তাদের কাছে রাখে। কারণ টিকিট চেকিংয়ের সময় আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে টিকিট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য। টিকিট নকল হলে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হবে যাত্রীদের।

মেট্রো রেলওয়ে বিশেষ অভিযান ৫.০ পরিচালনা করছে

কলকাতা, ১৫ চলমান বিশেষ অভিযান ৫.০ এর অংশ হিসেবে, মেট্রো রেলওয়ে আজ বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছে। মেট্রো প্রাঙ্গণে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যাত্রীদের সহযোগিতা করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।এই অভিযানের আওতায়, মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্টেশন, অফিস, ট্র্যাক এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করছে। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আবর্জনা অপসারণ, অবাঞ্ছিত ঝোপঝাড় ও ঘাস পরিস্কার করা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিস্কার করা। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা ও কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশেষ অভিযান ৫.০ এর অগ্রাধিকারে পরিচ্ছন্নতা রয়ে গেছে। স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা তৈরির জন্য, কর্মী এবং যাত্রীদের সংবেদনশীল করার জন্য আজ করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনে নুক্দ নাটক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয়েছে। সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে স্বচ্ছতা সম্পর্কিত একটি কুইজ প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়েছে।মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিস্কার এবং আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য যাত্রীদেরও অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। মেট্রো চত্বরে থুতু ফেলা বা আবর্জনা ফেলা থেকে যাত্রীদের বিরত রাখার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘোষণা করা হচ্ছে। সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে অপরাধীদের সহজেই শনাক্ত করা যাবে এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করা যাবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সকল যাত্রীদের প্রয়োজনে স্টেশনে রাখা ডাস্টবিন ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেছে।আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের মেট্রো ব্যবস্থাকে পরিস্কার, নিরাপদ এবং যাত্রীবান্ধব রাখতে হাত মেলাই।

১৬তম আন্তর্জাতিক রেল সরঞ্জাম প্রদর্শনী উদ্বোধনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

১৫ অক্টোবর ঃ নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে রেল মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ভারতীয় শিল্প কনফেডারেশন (সিআইআই) আয়োজিত ১৬তম আন্তর্জাতিক রেল সরঞ্জাম প্রদর্শনী (আইআরইই) ২০২৫ এবং আন্তর্জাতিক রেল সম্মেলন (আইআরসি) ২০২৫ উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেল ও পরিবহন ক্ষেত্রে আইআরইই এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রদর্শনী, যা বিশ্বজুড়ে শিল্প নেতা, উদ্ভাবক এবং অংশীদারদের একত্রিত করে।এই উপলক্ষে, মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে গত ১১ বছরে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দর মোদী রেলের আধুনিকীকরণের উপর জোর দিয়েছেন এবং এর ফলাফল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। তিনি উল্লেখ করেন যে এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩৫,০০০ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক তৈরি করা হয়েছে এবং ৪৬,০০০ কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে আমাদের এখন ১৫৬টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, ৩০টি অমৃত ভারত এবং ৪টি নমো ভারত পরিষেবা রয়েছে, যা সারা দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমাদের উপাদনের মাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতি বছর ৭,০০০ কোচ তৈরি করা হচ্ছে।প্রদর্শনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে এটি রেলওয়ে প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং উদ্ভাবনে ভারতের অগ্রগতি প্রদর্শনের জন্য একটি প্রধান প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে, একই সাথে অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন পথ উন্মোচন করে। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় শিল্প কনফেডারেশন এবং গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরও দেখা গেছে, যার ফলে শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।প্রদর্শনী এবং সম্মেলন তিন দিন ধরে চলবে, যেখানে শিল্প আলোচনা, আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ, ব্যবসায়িক সভা এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনী থাকবে, যা রেল পরিবহনের ভবিষ্যত গঠনে ভারতের ভূমিকা আরও জোরদার করবে। IREE ২০২৫ অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ সহ ১৪ দেশের ২০,০০০ এরও বেশি শিল্প পেশাদার এবং ৪৫০ টিরও বেশি প্রদর্শককে একত্রিত করছে। ভারতীয় রেলওয়ে আধুনিকীকরণ, ডিজিটাল উদ্যোগ

Name Change
I, ASGAR ALI BISWAS (Old Name) S/o- NAJAR ALI BISWAS Residing at, Vill- Sonatola, Post- Sonatola, Ps - Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASGAR ALI BISWAS To AJGAR BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AJGAR BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 24 Sept 2025, AJGAR BISWAS and ASGAR ALI BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change
I, ADU BIBI (Old Name) W/o- AJGAR BISWAS Residing at, Vill- Sonatola, Post- Sonatola, Ps - Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ADU BIBI To ADUJA BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ADUJA BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 24 Sept 2025, ADUJA BISWAS and ADU BIBI both are Same and one identical person.

Name Change
I, NUR HOSSAIN SEKH (Old Name) S/o- FAROJ ALI SHAIKH Residing at, Vill- Sonatola, Post- Rupdaha, Ps - Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NUR HOSSAIN SEKH To NUR HUSSAIN SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NUR HUSSAIN SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 24 Sept 2025, NUR HUSSAIN SHAIKH and NUR HOSSAIN SEKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, Ashok Kumar Biswas (Old Name) S/O– Jiban Biswas resident of Vill- Dafarpota , Po & Ps- Bhimpur, Dist-Nadia , West Bengal , Pin- 741167 do hereby declared that I have changed my name from Ashok Kumar Biswas to Ashok Biswas and henceforth I shall be known as Ashok Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Ashok Biswas & Ashok Kumar Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Srimauta Santosh Das (Old Name) S/O–Santosh Lolindas Das resident of Vill- Baligram , Po-Amaipara , Ps-Jiaganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Srimauta Santosh Das to Srimanta Das and henceforth I shall be known as Srimanta Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Srimanta Das & Srimauta Santosh Das both are same and one identical person.

Name Change
I, Naheed Bibi (Old Name) W/O– Setabur Sekh resident of Vill- Salika , Po-Laskarpur, Ps- Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742148 do hereby declared that I have changed my name from Naheed Bibi to Naheed and henceforth I shall be known as Naheed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Naheed & Naheed Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Piarul Islam (Old Name) S/O–Atahar Mandal resident of Vill- Shyamdasdiar , Po-Mridadpur , Ps- Raninagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Piarul Islam to Piyarul Islam and henceforth I shall be known as Piyarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Piyarul Islam & Piarul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Naosad Mandal (Old Name) S/O– Gajlu Rahaman resident of Vill & Po- Tartipur ,ps- Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Naosad Mandal to Nousad Biswas and henceforth I shall be known as Nousad Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Nousad Biswas & Naosad Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Bilkishnahar Bibi (Old Name) W/O– Hasiful Mondal resident of Digha, Patpukur , PS-Nakashipara , Nadia, West Bengal Pin- 741154 do hereby decrale that I have changed my name from Bilkishnahar Bibi to Bilkis Nahar Mondal and hencefort I shall be known as Bilkis Nahar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025.My name Bilkis Nahar Mondal & Bilkishnahar Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sabur Seikh (Old Name) S/O– Anarul Sekh resident of Vill & PO- Natungram , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal, Pin- 742137 do hereby decrale that I have changed my name from Sabur Seikh to Sabur Sekh and hencefort I shall be known as Sabur Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025.My name Sabur Sekh & Sabur Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Fajar Sk (Old Name) S/O– Nabir Mandal resident of Vill-Salika , Po- Laskarpur, Ps- Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742151 do hereby declared that I have changed my name from Fajar Sk to Fajar Ali and henceforth I shall be known as Fajar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Fajar Ali & Fajar Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Sasanka Sekher Dhara (Old Name) S/O– Durgapada Dhara resident of Binodnagar, Haldarpara , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal Pin- 741155 do hereby declared that I have changed my name from Sasanka Sekher Dhara to Shashankashakhar Dhara and henceforth I shall be known as Shashankashakhar Dhara (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Shashankashakhar Dhara & Sasanka Sekher Dhara both are same and one identical person.

Name Change
I, Ejiruddin Sk (Old Name) S/O– Md Sarif Sk resident of Soluadanga, Bejpara , PS-Berhampore, Murshidabad, West Bengal Pin- 742134 do hereby decrale that I have changed my name from Ejiruddin Sk to Md Ejaruddin Sk and hencefort I shall be known as Md Ejaruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025.My name Md Ejaruddin Sk & Ejiruddin Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Sk Yousuf Ali & Saikh Yusuf Ali (Old Name) S/O– Late Samsul Hossain resident of Vill- Natun Ghoraipara , Po- Srimantapur, Ps- Farakka, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742212 do hereby declared that I have changed my name from Sk Yousuf Ali & Saikh Yusuf Ali to Sk Yusuf Ali and henceforth I shall be known as Sk Yusuf Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 29/08/2025. My name Sk Yusuf Ali (new name) & (old name) Sk Yousuf Ali & Saikh Yusuf Ali both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Sheikh Giyad Ali (পুরাতন নাম) পিতা মৃত সেখ, আহাদ আলি বিদ্যাসাগরপল্লী ওয়ার্ড নং ৬, পোঃ ও থানা এবং পৌরসভা আরামবাগ, জেলা- হুগলী প ঃ বঃ পিন নং ৭১২৬০১। এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Sekk Jiyad Rahaman (নতুন নাম) পরিচিত হলাম গত ১৩.১০. ২০২৫ তারিখে (SL No-13361) এফিডেভিট বলে Sheikh Giyad Ali (পুরাতন নাম) এবং sekh Jiyad Rahaman (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Abul Hosen Mallick (old name) S/o Late Abul Kasem Mallick, residing at Vill & P.O.- Krishnapur, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721127, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abul Hossain Mallick (new name), as declared Before The Ld. Executive Magistrate at Paschim Medinipur, vide an affidavit SL No.2642, dated 12/09/2025. Abul Hossain Mallick (new name) and Abul Hosen Mallick (old name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Saddam Ali Sekh So Sk Ohid Ali গ্রাম ও পোঃ সাবলসংহপুর, থানা - খানা কুল, জেলা-হুগলী,পিন নং ৭১২৪১৭ প ঃ বঃ স্থায়ী বাসিন্দা আমার ভোটার কার্ডে ভুলবশত (ID, NO TGC 1793892) Sk Saddam Ali So Sk Tahid Ali নাম উল্লেখ আছে। গত ০২.০৯.২০২৫ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Saddam Ali sekh So Sk Ohid Ali হলাম। এখন থেকে Saddam Ali sekh So Sk Ohid Ali এবং SK Saddam Ali So Sk Tahid Ali উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

Name Change
I ,ATAUR RAHAMAN (OLD NAME) S/O SK AINUL UDDIN , RESIDING AT VILL - DAKSHIN KADUA, P. O - PASCHIM BAMUNIA, PS - JUNPUT COSTAL, DIST - EAST MEDINIPUR, PIN - 721450, W. B,INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ATAUR RAHAMAN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 14/10/2025 , SK ATAUR RAHAMAN (NEW NAME) AND ATAUR RAHAMAN (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I ,TARUN GHOSH (OLD NAME) S/O PRAMATHA NATH GHOSH, RESIDING AT SAINIK NAGAR BARASAT, NOAPARA N.24.PGS.- 700125, W. B,INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARUN KUMAR GHOSH (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 14/10/2025 , TARUN KUMAR GHOSH (NEW NAME) AND TARUN GHOSH(OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I am Biki Basfore Father,Lt.Ram Abtar Basfore Ramnath Tarka Ratna Road, Shantipur Nadia ,PIN 741404. Ranaghat Judicial magistrate 1st Class Court, 09/09/2025. By Declaration That My Father Ram Abtar Basfore and Ram Abatar Basfore was the same and one identical person.

Name Change
I,SK AYNUL UDDIN (OLD NAME) S/O LATE SK ALMAS UDDIN , RESIDING AT VILL -;DAKSHIN KADUA, P. O - PASCHIM BAMUNIA, PS - JUNPUT COSTAL, DIST - EAST MEDINIPUR, PIN - 721450, W. B,INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK AINUL UDDIN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 14/10/2025 , SK AINUL UDDIN (NEW NAME) AND SK AYNUL UDDIN(OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I, Tapan Kumar Saha (Old Name) S/o Late Madan Mohan Saha Residing at Rabindra Pally, Durga Nagar, Rabindra Nagar, District - Kolkata, Pin - 700065, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Kanai Lal Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 31 Dated 15-10-2025. Tapan Kumar Saha (Old Name) and Kanai Lal Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Rawsanara Begum (old name) wife of Sk Fazlul Haque, residing at Vill & P.O – Dabra, P.S – Pandua, Hooghly – 712152, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rousonara Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/10/2025. Rawsanara Begum and Rousonara Begum both are same and one identical person.

Name Change
I, Shakea Zulfikar Ali (old name) son of Sk Fazlul Haque, residing at Vill & P.O – Dabra, P.S – Pandua, Hooghly – 712152, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Zulfikar Ali (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/10/2025. Shakea Zulfikar Ali and Sk Zulfikar Ali both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Sk Babor Ali (পুরাতন নাম) পিতা Sk Sabed Ali ঠিকানা Baggoria, Shashinara, Memari - I, District - Barddhaman, Pin - 713146, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-10-2025 এর Affidavit no 32 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Babar Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Babar Ali (নতুন নাম) ও Sk Babor Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নৈহাটিতে ভক্তদের ভিড় সামলাতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নৈহাটি, ১৪ অক্টোবর ঃ দীপাবলির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে সমগ্র নৈহাটি শহর। কালীপুজোর আগে থেকেই ভক্তদের উচ্ছ্বাসে মুখরিত গোটা এলাকা। বছরভর অপেক্ষার পর এই সময়টাতেই নৈহাটির প্রতিটি অলিগলিতে, মন্দিরে এবং পাড়ার মণ্ডপে শুরু হয় আলোকসজ্জা ও মাতৃমূর্তি নির্মাণের এক প্রাণবন্ত প্রতিযোগিতা। এর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে নৈহাটির একুশ হাত বড়মার পুজো, যার ঐতিহ্য ও গরিমা নিয়ে গর্বিত প্রতিটি স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতি বছরই এই বিশাল আয়োজনকে ঘিরে নৈহাটিতে ভিড় হয় কয়েক লক্ষ ভক্তের। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। পুজোর দিনগুলিতে শহরের প্রতিটি কোণায় ভক্তদের ভিড় সামলাতে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলির তরফে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বড় কালীপুজো সমিতির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এবছর প্রায় তিনশোরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হবে মণ্ডপ ও সংলগ্ন এলাকায়। তাঁরা সার্বক্ষণিক নজর রাখবেন ভক্তদের চলাচল ও নিরাপত্তার দিকে। কালীপুজোর দিন থেকে ভোর পর্যন্ত টহলদারি চালাবে এই স্বেচ্ছাসেবক দল, যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে। পাশাপাশি থাকবে সিসিটিভি নজরদারি। শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে, মন্দিরের চত্বর, গঙ্গার ঘাট এবং নৈহাটি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মোট ৮০টিরও বেশি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তাপসবাবু বলেন, আমরা চাই, ভক্তরা নির্বিঘ্নে পুজোর আনন্দ উপভোগ করুন। তাই এবার প্রযুক্তিগত দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। গঙ্গার ঘাট, মন্দির ও নৈহাটি স্টেশন চত্বরে বড় বড় এলইডি ডিসপ্লে বসানো হবে, যাতে ভিড়ের গতিবিধি নজরে রাখা যায় এবং প্রয়োজনে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষ যেমন স্বস্তি পাচ্ছেন, তেমনই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একধাপ এগোল প্রশাসন। সম্প্রতি নৈহাটি রেলস্টেশন ও সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা। সঙ্গে ছিলেন পুলিশ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা এবং নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়। স্টেশনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। এরপর রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার। বৈঠকের শেষে মুরলীধর শর্মা সাংবাদিকদের জানান, পুজোর দিন স্টেশনে প্রচুর ভিড় হয়। যাত্রীরা সাবওয়ে দিয়ে বেরোবেন, আর ট্রেনে ওঠার জন্য ব্যবহার করবেন দক্ষিণদিকের ফুটব্রিজ। এতে ভিড়ের চাপ অনেকটাই কমবে। তিনি আরও জানান, পুজোর দিনগুলিতে বিশেষ ট্রাফিক পরিকল্পনাও করা হচ্ছে। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নৈহাটি লোকাল চলবে না, যাতে জনসমাগম কমানো যায়। পাশাপাশি আমরা রেলের কাছে আবেদন জানিয়েছি অতিরিক্ত লোকাল ট্রেন চালানোর জন্য, যাতে ভক্তরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আসা-যাওয়া করতে পারেন। মুরলীধর শর্মা বলেন, সেই দিনগুলোতে জয়েন্ট কন্ট্রোল রুম থাকবে, যেখানে রেল, ফায়ার সার্ভিস, ইলেকট্রিক, ডিএমজি, পিডব্লিউডি এবং অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নৈহাটির বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল পর্যন্ত সবাই এই প্রশাসনিক প্রস্তুতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। ফলে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদিকে, পুজোর প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত নৈহাটি রেল স্টেশন সংলগ্ন অরবিন্দ রোডে। সেখানে জোরকদমে চলছে একুশ হাত বড়মার প্রতিমা তৈরির কাজ। প্রতিমাশিল্পীরা রাতদিন এক করে কাজ করছেন, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিমা সম্পূর্ণ হয়। বিশাল প্রতিমা দেখতে ইতিমধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করেছে কৌতূহলী মানুষজনের। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামার পর অরবিন্দ রোডে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল নামে, কেউ ছবি তুলছেন, কেউ আবার মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে নিজের মন শান্ত করছেন। প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্বে থাকা শিল্পী জানিয়েছেন, এবারের প্রতিমা আগের বছরের তুলনায় আরও বিশাল ও শৈল্পিক। নৈহাটির এই একুশ হাত বড়মা কালীপুজো শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি এখন এক সামাজিক উৎসব। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন। তাঁদের নিরাপত্তা, যাতায়াত ও আনন্দ নিশ্চিত করতেই প্রশাসনের এমন সক্রিয় উদ্যোগ। এবার ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ আরও বেশি, কারণ শহরজুড়ে সিসিটিভি নজরদারি, এলইডি ডিসপ্লে, অতিরিক্ত লোকাল ট্রেন- সব মিলিয়ে পুজো হবে আরও সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ। শহরের মানুষ বলছেন, এই উদ্যোগ শুধু পুজোর আনন্দকেই বাড়াবে না, বরং নৈহাটির ভাবমূর্তি উন্নত করবে। কারণ, এত বড় পরিসরে প্রশাসন, পুরসভা, পুলিশ ও রেল একসঙ্গে সমন্বয় করে যে উদ্যোগ নিচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পুজোর দিনগুলিতে ভক্তরা যাতে নির্বিঘ্নে বড়মার দর্শন করতে পারেন, শহর যাতে আলোয় ও ভক্তিতে ভরে ওঠে- এই প্রত্যাশাতেই এখন দিন গুনছে নৈহাটিবাসী।

৩০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাস, জাগ্রত লোবা মায়ের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৫ অক্টোবর ঃ তিন শতাব্দী ধরে ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের মেলবন্ধনে আজও সমান ভক্তির সঙ্গে পালিত হয় বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রামের কালীপুজো। স্থানীয়দের কাছে এই পুজো পরিচিত 'লোবা মা'-র পুজো নামে। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে অনুষ্ঠিত এই প্রাচীন কালীপুজো শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি গ্রামজীবনের অন্যতম উৎসব ও মিলনমেলা। মন্দির ট্রাস্টি উৎপল ঘোষ জানান, এই পুজোর সূচনা করেছিলেন সাধক রামেশ্বর ডণ্ডী। বহু বছর আগে হিংলো নদীর তীরে তিনি তাঁর আরাধ্যা দেবী 'লোবা মা'-র প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি গ্রাম ছাড়ার আগে ঘোষ পরিবারকে পুজোর দায়িত্ব ও চক্রবর্তী পরিবারকে সেবায়েত হিসেবে নিয়োগ করে যান। সেই থেকেই অবিচ্ছিন্নভাবে রীতি মেনে চলছে পুজো। তিনি বলেন, মায়ের পুজো আমাদের পরিবারের মেয়ের বিয়ের মতোই পালিত হয়। তিন শতাব্দী ধরে সেই রীতিই বজায় আছে। তাঁর কথায়, লোবা মা অত্যন্ত জাগ্রত। অনেক ভক্ত মোবাইলে মায়ের ছবি দেখে প্রার্থনা করে আরোগ্য বা মানসিক শান্তি লাভ করেছেন বলে দাবি করেন। লোবার এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব তিনটি কালী প্রতিমার একসঙ্গে বিসর্জন। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে পুজো শেষে পরদিন স্থানীয় কালিভাসা পুকুরে তিন প্রতিমার নিরঞ্জন হয়। তিন দেবীকে তিন বোন হিসেবে মানা হয়, লোবা মা (বড় বোন), বাবুপুরের মা (মেজো বোন) ও বরাড়ির মা (ছোট বোন)। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। পুজোর দিন লোবা গ্রাম পরিণত হয় মিলনমেলায়। আলো, মেলা, ভক্তদের ঢল আর বিশ্বাসে ভরপুর আবহে। তিন শতাব্দী ধরে 'লোবা মা' আজও এক জীবন্ত ঐতিহ্য, যেখানে ধর্ম নয়, ভক্তিই সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু চিতাবাঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৫ অক্টোবর ঃ মাদারিহাট সংলগ্ন তোর্সা সেতু এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে রাস্তা পেরোনোর সময় দ্রুতগামী একটি গাড়ি ওই চিতাবাঘটিকে ধাক্কা দেয়। সেটি রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা। গুরুতর আহত চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে তাঁরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তবে মঙ্গলবার গভীর রাতেই চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়। নির্দিষ্ট কোন গাড়ির ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

CORRIGENDUM NOTICE

Ref. TENDER NO.: JBPUR-II/336/2025, Date: 09TH October-2025.

Sl. No. 1,2,3,4,5,7,8,

It is to informed that the Last date of tender dropping dates for the above mentioned NIT has been extended to **27 October 2025, 10-30AM**

Prodhan,
Jagatballavpur-II Gram Panchayat

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for- -"Construction of C.C Drain at various sites within Khirpai Municipal Area" **eNIT No:- WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT15** Last date of Submitting Bid:- **03-11-2025 up to 01.30 PM** For details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএনজিজি-০৭/২৫-২৬ (ওপেন), তারিখ ১১.১০.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. -কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব). নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/ এমইএস/সেচ বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় পূর্বে সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ডব্লুটি-১৩-২৫-২৬। কাজের বিবরণ** : কেপিএডব্লু-তে - রেলওয়ে মিক্সড প্রাইমারি স্কুল, কাঁচরাপাড়ার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য** : ১,১২,৯৭,৩২২.৩২ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,০৬,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** : শূন্য। **এলওএ জারির তারিখ থেকে কাজ শেষের মেয়াদ** : ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ** : ০৩.১১.২০২৫। কাজের পরিধি সঙ্কেতমাত্র। যদিও, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা** : টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে থেকে। টেন্ডার ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই দিনই টেন্ডার খোলার ব্যক্তি ও নেট উপলব্ধতা অনুসারে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময়ে খোলা হবে। (MISC-233/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

সংশোধনী

টেন্ডার নং: ৭০/২৫/০০২৯, তারিখ ঃ ১৩/১০/২০২৫। নিম্নলিখিত সংশোধনীটি টি/ কেস নং. ৭০/২৫/০০২৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ''ফ্রেট ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের ডব্লুএজি-৯এইচ শ্রেণির সুসংহত লোকোমোটিভ কিট'' সংগ্রহের জন্য অর্থাৎ টেন্ডার খোলার তারিখ (টিওডি) এবং প্রাক্ দরপ্রস্তাব সভার তারিখ ও সময় পুনর্নির্ধারণের জন্য ঃ **বিবরণ; পূর্বে ছিল ; বর্তমানে নিম্নরূপে পড়তে হবে ঃ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়;** ১৮/১০/২০২৫, সকাল ১১ টায়; **৩১/১০/২০২৫, সকাল ১১ টায়। প্রাক্ দরপ্রস্তাব সভার তারিখ ও সময়;** ১৪/১০/২০২৫, সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে; **১৭/১০/২০২৫, সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে।**

PR2/226 এএমএম/এইচকিউ-II/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

Office of the Pradhan
Rakhera –Bishpuria Gram Panchayat
Vill+ PO-Bishpuria, PS-Hura,
Dist. Purulia,
e-mail id : rbishpuriagp@gmail.com

Notice of Inviting E-Tender

From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat, Hura, Purulia Published the following **e-NIT- 01/RBLGP of 2025-26**. Last Date of Application- **01/11/2025 up to 3.00 pm.** For details:- **https://wbtenders.gov.in**. **NIT-02/RBGP of 2025-26 DATED-10/10/2025**. Last Date of Application and issuing tender paper- **29/10/2025 up to 4.00 pm.** For More Details **www.wbetender.gov.in.**

Sd/- Pradhan/EA/Secretary
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

অটো ও তেল ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে মৃত্যু ২ যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ১৫ অক্টোবর ঃ বুধবার সকালে হলদিয়া- মেচেদা রাজ্য সড়কে যাত্রিবাহী অটোর সঙ্গে তেল ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই যাত্রীর। মৃতদের নাম রঞ্জনা প্রামাণিক ও সুরেশ মণ্ডল। জানা গেছে, রঞ্জনা প্রামাণিক নন্দীগ্রামের গাংড়া এলাকার বাসিন্দা। আর সুরেশ মণ্ডলের বাড়ি টাউনশিপের বিষ্ণু রামচকে। রানিচক উড়ালপুল থেকে একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার নামার সময় দুর্গাচক- হলদিয়া টাউনশিপমুখী অটোকে ধাক্কা মারে। অটোতে ছিলেন ৭ জন যাত্রী। বাকি ৩ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। একজন যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ট্যাঙ্কার চালককে আটক করেছে পুলিশ।

চরম ব্যস্ততা! নেপাল, দিল্লি পাড়ি দিচ্ছে পূর্বস্থলীর গাঁদা ফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১৫ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর আগে ব্যস্ততার চরমে পূর্ব বর্ধমানের ফুলচাষিরা। জেলার পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের ঝাউডাঙা ও হালতাচরায় এখন চোখে পড়ছে গাঁদা ফুলের রঙিন সমারোহ। এই অঞ্চলের মাটিতে এখন শুধু সোনালি-কমলা গাঁদার ঢেউ। ভাগীরথীর বুকে ঘেরা এই দুই গ্রাম একসময় ছিল নদীভাঙন ও সেচ সমস্যায় জর্জরিত। ধান, তিল বা সর্ষের চাষে লাভ হচ্ছিল না, বরং ক্ষতি বাড়ছিল প্রতিদিন। সেই সময়ই কিছু কৃষক সিদ্ধান্ত নেন বদল আনার, আর সেই পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন গাঁদা ফুলের চাষ। আজ সেই সিদ্ধান্তই এনে দিয়েছে নতুন আশার আলো। ধানক্ষেতের জায়গা দখল করেছে গাঁদার চাষ। বিঘের পর বিঘে জমিতে এখন ফুটছে রঙিন ফুল, আর সেই ফুলই আজ বদলে দিয়েছে ঝাউডাঙা ও হালতাচরার চাষিদের ভাগ্য। স্থানীয় চাষিরা জানাচ্ছেন, এখন তাঁদের ফুল যাচ্ছে শুধু রাজ্যের বাজারেই নয়, দিল্লি ও নেপালেও। কালনা ও কৃষ্ণনগরের হিমঘর থেকে ভ্যানে করে প্রতিদিন পাঠানো হচ্ছে ফুল। বাইরে থেকে ক্রেতারাও আসছেন সরাসরি মাঠে, আগাম অর্ডারও দিচ্ছেন । চাষিদের হিসাব অনুযায়ী, এক বিঘা জমিতে খরচ প্রায় ৩০ হাজার টাকা, আর আয় হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকারও বেশি। স্থানীয় বাজারে যেখানে ২০টি মালার দাম ২৫০ টাকা, সেখানে দিল্লি ও নেপালে সেই মালা বিকোচ্ছে প্রায় ৫০০ টাকায়। ফলে লাভের অঙ্কটা বেড়ে যাচ্ছে অনেকটাই। স্থানীয় ফুল চাষি বলেন, নেপালে রফতানি শুরু হওয়ায় আমরা বড় বাজার পেয়েছি। এখন ফুল চাষেই আমাদের সংসার চলে। সত্যিই, গাঁদা ফুল এখন শুধু শোভা নয়, ঝাউডাঙা ও হালতাচরার চাষিদের কাছে এটি জীবিকার নতুন ভরসা।

বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে বাম দলের খুনের ইতিহাস নিয়ে সরব মন্ত্রী

সুমন পাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ অক্টোবর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলনী ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। বিতর্কিত প্রশ্ন এড়ালেন মন্ত্রী। এদিন বিজয়া সম্মেলনীতে মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নেতা অজিত মাইতি ১৫ টা বিধানসভাতেই জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজেপিই প্রধান প্রতিপক্ষ বললেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি। তিনি জানিয়েছেন যুব কমিটির খামতি মিটিয়ে নিতে হবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত নয়, সবাই এক হয়ে চলুন, সেইসাথে জেলা যুব সভাপতিকে খোলা মাঠে মিটিং এর নির্দেশ দিলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। পাঠ দেন সংগঠনের, সরব হোন সিপিএমের লাল সন্ত্রাস নিয়ে। আর সিপিএমের লাল সন্ত্রাস নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি গড়বেতা কেশপুর দাসপুর লালগড় সহ বিস্তীর্ণ মেদিনীপুর জেলার খুনের রাজনীতি নিয়ে সরব হন। একসময় কেশপুর লালগড় গড়বেতা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বামফ্রন্টের রক্তাক্ত রাজনীতি ছিল চেনা ছবি। তা নিয়ে এদিন সরব হয়ে ওঠেন মানস ভুঁইয়া। যদিও সবং এর বলপাই এলাকার এক খুনের ঘটনায় খোদ মানস ভূঁইয়ার নাম জড়ানো নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান তিনি। শুরু হয়েছে জেলা রাজনীতিতে জোর চর্চা।

উদ্ধার বিপুল জাল নোট, গ্রেপ্তার ৩

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৫ অক্টোবর ঃ আসন্ন দীপাবলীর আগে মালদা জেলা থেকে মুর্শিদাবাদের বাজারে জাল নোট ছড়িয়ে দিতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক মহিলা সহ মালদা জেলার তিন বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , ধৃত ব্যক্তিদের নাম মরিয়ম বিবি (৩৪), খাবির শেখ (২৭) এবং বেলাল হোসেন (২৫)। ধৃত তিনজনেরই বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার বৈদ্যনাথপুর গ্রামে। ধৃতদের হেফাজত থেকে ১২০০ টি ভারতীয় জাল ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (জোনাল), সৌমজিত বড়ুয়া বলেন, 'মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে. সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ তারাপুরের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় । সেখানে মালদা জেলার ৩ বাসিন্দা ভারতীয় জাল নোট পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিলেন।' তিনি বলেন , 'সামশেরগঞ্জ থানার আধিকারিকেরা ওই তিন ব্যক্তিকে আটক করে তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ জাল নোট। প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান ধৃত ব্যক্তিরা মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জালনোটগুলো পাচারের চেষ্টা করছিল। ' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত মারিয়াম এবং খাবির শেখ সম্পর্কে বৌদি এবং দেওর হন। ওই দু'জন ব্যক্তি বৈদনাথপুর গ্রামের বেলাল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে জাল নোট পাচারের চেষ্টা করছিল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, 'ধৃত ব্যক্তিরা কোথা থেকে এত জাল নোট পেয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে ধুলিয়ান কলাবাগান এলাকা থেকে তৈমুর শেখ এবং ফরিদা বিবি নামে বৈষ্ণবনগর এলাকার দুই বাসিন্দাকে প্রায় ২ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে।

ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ল বালি বোঝাই ডাম্পার! শোরগোল মাটিয়ালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারে ব্রিজের রেলিং ভেঙে হুড়মুড়িয়ে নদীতে পড়ল ডাম্পার। এমন ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। নদী ব্রিজের রেলিং ভেঙে এমন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির মাটিয়ালিতে। চালসার কুর্তি নদীর সেতুর রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে ডাম্পারটি। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন পথচারীরা, আহত হয়েছেন গাড়ির চালক ও খালাসি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোর ৪টে নাগাদ। চালসার দিক থেকে মালবাজারের দিকে একটি ডাম্পার দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছিল, সেই সময় ডাম্পারটি ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে যায়। আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের। কেননা যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে, ঠিক তার কিছুদূরেই রয়েছে বসতি। নদী ব্রিজের রেলিং ভেঙে এমন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির মাটিয়ালিতে। চালসার কুর্তি নদীর সেতুর রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে ডাম্পারটি। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন পথচারীরা, আহত গাড়ির চালক ও খালাসি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোর ৪টে নাগাদ। চালসা দিক থেকে মালবাজারের দিকে একটি ডাম্পার দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছিল, সেই সময় এক হাতে চালক ফোন নিয়ে কথা বলছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালানোতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলপাইগুড়ির কুর্তি নদীর উপরে থাকা সেতুতে ধাক্কা মারে এরপর রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে যায় সেই ডাম্পারটি। যদি আর কিছুটা আগেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যেত তাহলে রাস্তার পাশে থাকা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে পারত। বহু মানুষের প্রাণ যেত বলে দাবি স্থানীয়দের। এমন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। তবে প্রশ্ন উঠছে কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও বন্ধ হয়নি নদী থেকে বালি উত্তোলন। তার সফরকালেও চলছে রাতে অন্ধকারে বালি পাচার। সমস্ত সরকারি বালি দান এবং বেআইনিভাবে বালি উত্তোলনের উপরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ও প্রশাসনের। তারপরেও রাত হতেই ডাম্পারের দাপাদাপি চলছে এই এলাকা দিয়ে, প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, রাত ১০টার পর থেকেই শুরু হয় বেআইনিভাবে বালি নিয়ে ডাম্পারের দাপাদাপি এই এলাকা দিয়ে। আর দ্রুত গতিতে যাওয়ার কারণেই ঘটেছে দুর্ঘটনা।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS of Malopara GP **N.L.e.T No-12/HPS/APAS/MALGP/2025-26.** Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **15.55 hours on dated 04/11/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours. The payment will be made in due course.

Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for- -"Construction of R.C.C. Culvert & C.C Drain at various sites within Khirpai Municipal Area" **eNIT No:- WBMAD/ULB/KM/APAS/25-26/NIT14** Last date of Submitting Bid:- **03-11-2025 up to 01.30 PM** For details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Road & Guard Wall, Road & Surface Drain Repairing, Construction Of Surface Drain, Road Protective Wall & Railing, R.C.C Slab Over Surface Drain, Both Side Road Protective Wall & Road Repairing & etc. at Ward No-01 various place of Booth No-199,200&204 under Amader Para Amader Samadhan (APAS) Within Dankuni Municipality for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-72/2025-26 (SL No-01 to SL No-13)** Bid Submission closing date (Online)- **01/11/2025,** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Kharagpur-II Panchayat Samity
Madpur :: Paschim Medinipur

Notice Inviting e-Tender No. (1) WBPMID/KGPII/EO/eNIT16(2nd Call)/25-26, (2) WBPMID/KGPII/EO/eNIT22/25-26

Separate tenders are invited by the undersigned for total 13(Thirteen) Different works. Last date of Submission of Bid(Online): **04.11.2025 up to 3.55 pm (30.10.2025 up to 6.55 pm. for eNIT-22).** Date of Opening of Technical Bid (Online): **07.11.2025(03.11.2025 for eNIT-22) at 11.00 a.m.** onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kharagpur-II Panchayat Samity

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_জিইএন_৪৪_২৫-২৬; তারিখ: ১৩-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. : ইএল_জিইএন_৪৪_২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ সম্পর্কিত - (i) শিডিউল এ- "কাটিহার, সুরজা কমল, কিষাণগঞ্জ, রাঙ্গাপানি এবং নিউ জলপাইগুড়ির গুডস শেডে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।" (ii) শিডিউল বি- কাটিহার ডিভিশনের কানকি রেলওয়ে স্টেশনে হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নং ২ -এর ব্যবস্থা এবং পিএফ-১ এর ২০০ মিটার সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৫৮,৩৮,২৪৭.৩৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,২৯,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১০-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad

Notice Inviting E-Tender, E-Quotation
Ref: DHLYN/D/30/2025-2026
E Quotation 31 (2025-2026) to 41(2025-2026)

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Tender, e-quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **03.11.2025 at 18:00 Hrs.** for **NieT DHLYN/D/30/2025-2026** and Last date of Bid submission: **06.11.2025 at 18:00 Hrs**. for E Quotation **31 (2025-2026) to 41 (2025-2026)**. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org** and Office Notice Board

Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-28/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **20 (Twenty) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **14.10.2025 up to 27.10.2025 16.00 PM**. Bid submission starting from **14.10.2025 up to 27.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **29.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

দীপাবলীর আগেই বিপুলসংখ্যক নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার নবদ্বীপ পুলিশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১৫ অক্টোবর ঃ দীপাবলীর আগেই বিপুলসংখ্যক নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার নবদ্বীপ পুলিশ প্রশাসনের। সূত্রের খবর, স্বরূপগঞ্জ ঘাট সংলগ্ন বাজার এলাকার একটি দোকান থেকে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, গোপন সূত্রে নবদ্বীপ থানার পুলিশ প্রশাসন সর্বগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকার একটি দোকানে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির খবর পায়। এরপরেই ওই দোকানে অতর্কিতে পুলিশ হানা দেয় এবং উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি। এরপর দোকান থেকে সমস্ত নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িকভাবে উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত কালিপদ দত্তর দোকান থেকে ২৫৬ প্যাকেট শব্দবাজি যা আনুমানিক ৩৫ কেজি আটক করা হয়েছে। এলাকার বাজার কমিটির সদস্য শঙ্কর বর্মন জানান, গৌতম বাবু আমাদের স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং খুবই ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। কোনও প্রকার ঝামেলা অশান্তিতে উনি কখনওই যান না। আজকে সন্ধ্যেবেলায় আমরা শুনতে পেলাম উনার এখানে পুলিশ এসেছে এবং কিছু নিষিদ্ধ বাজি পাওয়া গেছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। খবর পেয়েই আমরা স্থানীয় লোকেরা ছুটে এসেছি। তিনি আরও জানান, এসে দেখলাম অধিকাংশ যেই বাজিগুলো সেগুলো শব্দবাজির যে সীমা ৬৫ ডিসিবেল তার নিচে। আমরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যারা এসেছেন তাদেরকে অনুরোধ করলাম আপনাদের ৬৫ ডেসিবেলের ওপরে যেই শব্দবাজিগুলো রয়েছে আপনারা সেগুলোও বাজেয়াপ্ত করুন। তাতে আমাদের স্থানীয় মানুষের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ৬৫ ডেসিবেলের নিচে

যেগুলো সরকার দ্বারা অনুমোদিত এবং যার পারমিশন দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে সেগুলো কিন্তু আপনারা বাজেয়াপ্ত করবেন না। এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ। এর পাশাপাশি তিনি আরও জানান, যদি তারা ৬৫ ডিসিবেলের নিচে যে সমস্ত বাজি আছে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে তাহলে আমরা থানায় গিয়ে আইন অনুসারে আমরা কথা বলব এবং যদি প্রয়োজন হয় আমাদের যদি মনে হয় যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোনও ব্যক্তি বা প্রশাসন দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব এবং আইন সম্মতভাবে যে ব্যবস্থাগুলো করার সেগুলো আমরা করব।

Office of the
Dhandali Gram Panchayat
Belari,Shyampur-I,Howrah

Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah, for 21 nos. of work vide Memo No.- 263/DGP/2025 Dated- 14/10/2025 **NIET NO - WB/HZP/SHY-I/DGP/BEUP/NIET-14/25-26,** Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Dhandali Gram Panchayat,
Shyampur-I, Howrah.

Office of the Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah

Memo No: 754/PS Dated- 14/10/2025

CORRIGENDUM NOTICE

Due to Slot Booking in E-Tender Portal system, Tender ID- 2025_ZPHD_922192_1 to 2025_ZPHD_922192_83, Last Date for submission of Tender is mentioned below.

Description	Previous Date & Time	New Date & Time
Bid Submission closing date	03/11/2025, 06:00 P.M.	04/11/2025, 06:00 P.M.
Bid opening date for Technical Proposals	06/11/2025, 12:00 P.M.	07/11/2025, 12:00 P.M.

Sd/- **Executive Officer**
Udaynarayanpur Panchayat Samity

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-14/EO/25-26, Dt-11/10/2025 for 83 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for **Tender ID-2025_ZPHD_922192_1 to 2025_ZPHD_922192_83** & One(1) no. Corrigendum Notice, Dt-14/10/2025. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

BUNIADPUR MUNICIPALITY
P.O. Buniadpur, Dist: Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-mail ID-sulm.buniyadpur@gmail.com/buniadpurmunicipality@gmail.com

e-Tender

Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.- 1760/BPM/N-200/2025 dated-15/10/2025**, (Closing date- **28/10/2025, 10.00 AM**. For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

SD/-
Chairperson
Buniadpur Municipality

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণ/সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (অ-কার্যকর সম্পদ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যার মাধ্যমে, ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, অন্যথায়, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারকৃত সিকিউরিটিগুলি বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ঋণ চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা হিসেবে, ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংকের কাছে পাওনা পাওনা আদায়ের জন্য ২৩শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৭৬ অনুসারে ঋণগ্রহীতাদের এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটির মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তায় আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা(রা) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX১৪৯৯	চন্দনা আঢ্য	২,০৫,৫০৭.৬৩	১৪-১০-২০২৫
২	XXXXXXXXXX৭৮৯৫	মনীশ যোশী	৮,৫০৩.৪১	১৪-১০-২০২৫
৩	XXXXXXXXXX১২৪৪	দেবাশিস বেরা	৩,৩১,২১২.৮২	১৪-১০-২০২৫
৪	XXXXXXXXXX০০২৯৩৮৩০	রতন বিশ্বাস	৪৬,৩২৭.৩২	১৪-১০-২০২৫

তারিখঃ ১৬.১০.২০২৫
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থগিত হচ্ছে মেসির ভারত সফর? রিপোর্ট দিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১৫ অক্টোবরঃ আন্তর্জাতিক ফুটবলপ্রেমীদের জন্য সুসংবাদ, যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবল দল ও লিওনেল মেসির ভারত সফর ঘিরে। বিশেষ করে কেরলের কোচিতে অনুষ্ঠিতব্য ম্যাচ নিয়ে একদিকে যেমন জল্পনা তুঙ্গে, তেমনি প্রধান স্পনসরদের পক্ষ থেকে রয়েছে দৃঢ় আশ্বাস। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস-সহ বেশ কয়েকটি সূত্র ইঙ্গিত দিয়েছে যে, নভেম্বর মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে। তাদের মতে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচটি ভারতের বদলে কোনো আফ্রিকান দেশে স্থানান্তরিত হতে পারে। এই খবরে ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। তবে, ভারতের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ম্যাচটি পূর্বনির্ধারিত সময় ও স্থান অনুযায়ীই হবে। রিপোর্টার ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, যাঁরা ম্যাচের মূল স্পনসর, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ১৭ নভেম্বর কোচির জওহরলাল নেহরু ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হবে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। আরবিসি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আন্তো অগাস্টিন বলেন, ‘‘আমরা গত কয়েক মাস ধরে লিওনেল মেসি এবং তার দলকে কেরলে আনার জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছি। ম্যাচটি ১৭ নভেম্বর কোচিতেই হবে। মেসির কেরলে আগমন ভারতীয় ক্রীড়া জগতের জন্য এক গৌরবময় অধ্যায় হবে।’’ অন্তো আরও বলেন, ‘‘আমি জানি কিছু রিপোর্টে বলা হয়েছে, ম্যাচটি আফ্রিকায় হবে। কিন্তু আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এটি গুজব। মেসি খেলবেন এবং আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলই ভারতে আসছে।’’ এই পরিস্থিতির মধ্যে আরও বিভ্রান্তি ছড়ায় ‘অল অ্যাবাইট আর্জেন্টিনা’ নামের এক্স হ্যান্ডেলের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে। তারা দাবি করে, আর্জেন্টিনার নভেম্বরের ম্যাচ বাতিল হতে পারে এবং দ্বিতীয় ম্যাচটি আফ্রিকায় মরক্কোর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তারা নামী আর্জেন্টাইন ক্রীড়া সাংবাদিক গাস্তন এডুল-কে ট্যাগ করায় এই গুজব আরও জোরালো হয়। কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনার মাঝেই কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি. আবদুরাহিমান জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, আর্জেন্টিনা দলের কোচিতে আগমনের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন হয়নি। ম্যাচটি নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছে।

অস্ট্রেলিয়া সফরেই ইতি!

রো-কো নিয়ে জল্পনায় জল ঢালল বিসিসিআই

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১৫ অক্টোবরঃ ভারতীয় ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ভবিষ্যৎ। একদিকে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে তাঁদের অবসর, অন্যদিকে শুভমন গিলের নেতৃত্বে তরুণদের উত্থান। সবমিলিয়ে জল্পনার পারদ চড়ছে ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে কি আদৌ দেখা যাবে ‘রো-কো’ জুটিকে? এই উত্তাল পরিস্থিতিতে অবশেষে মুখ খুললেন বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা। জানিয়ে দিলেন, রোহিত-কোহলিকে অবসর নিতে বলা হয়নি বোর্ডের তরফ থেকে। বরং তাঁদের অভিজ্ঞতা দলের জন্য সম্পদ বলেই মনে করছে বোর্ড। রাজীব শুক্লা বলেন, ‘‘ওরা দলে থাকলে আমাদের দারুণ উপকার হবে। দু’জনেই দুর্দান্ত ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে ওদের অভিজ্ঞতা কাজে আসবে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘কে কবে অবসর নেবে সেটা খেলোয়াড়দের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এটা বলাটা একেবারেই ভুল হবে যে এই সিরিজটাই ওদের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ।’’ রোহিত ও বিরাট বর্তমানে শুধু ওয়ান ডে ফরম্যাটেই খেলছেন। তাঁদের টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা হয় বিসিসিআইয়ের অন্দরেও। তবে এই অভিজ্ঞ দুই মহাতারকার গুরুত্ব যে এখনো ফুরায়নি, সেটাই বোঝাতে চাইলেন রাজীব শুক্লা। অন্যদিকে কোচ গৌতম গম্ভীরও বিষয়টি নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘২০২৭ বিশ্বকাপে এখনও আড়াই বছর বাকি। এখন বর্তমানে মন দেওয়া ভালো। ওরা দু’জনেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার।’’ তবে মাঠের লড়াইয়ের আগে অস্ট্রেলিয়ার শিবিরে কিছুটা ধাক্কা। প্রথম ওয়ান ডে-তে নেই অ্যাডাম জাম্পা ও জস ইংলিশ। জাম্পা পারিবারিক কারণে প্রথম ম্যাচ মিস করবেন, তবে দ্বিতীয় ওয়ান ডে থেকে তিনি দলে ফিরবেন বলে আশা। ইংলিশ এখনো চোট সারাতে পারেননি, হয়তো শেষ ওয়ান ডে থেকেই ফিরবেন দলে। এই সিরিজেই রোহিত ও বিরাটের পারফরম্যান্স নজরে রাখবে ক্রিকেটবিশ্ব। কারণ, তাঁদের বয়স ২০২৭ বিশ্বকাপে যথাক্রমে ৪০ ও ৩৯ হবে। ফলে ফর্ম এবং ফিটনেস ধরে রাখা কঠিন হবে। তবুও ২০২৪-২৫ মরসুমে এই দুই অভিজ্ঞ তারকার ওপরই আস্থা রাখছে বোর্ড। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রোহিত ইতিমধ্যে ১১,১৬৮ রান করেছেন ২৭৩ ম্যাচে, যেখানে তাঁর গড় ৪৮.৭৬ এবং রয়েছে ৩২টি শতরান। অপরদিকে, কোহলি ১৪,১৮১ রান করেছেন ৩০২ ম্যাচে, গড় ৫৭.৮৮ এবং ৫১টি শতরান, তাঁকে ওয়ান ডে ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান করে তোলে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এই সিরিজ শুরু হবে ১৯ অক্টোবর, পরবর্তী দুটি ম্যাচ ২৩ ও ২৬ অক্টোবর। তরুণদের পাশাপাশি অভিজ্ঞদের এই মিশ্রণে ভারতীয় দল কোন উচ্চতায় পৌঁছায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এদিন সকালে টিম ইন্ডিয়ার বেশ কিছু সদস্য অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য দিল্লি বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিও। এই দুই তারকাকে এক ঝলক দেখার জন্য বিমানবন্দরে এদিন উপচে পড়েছিল ভিড়। বিমানবন্দরে বাস থেকে নামার পর রোহিতকে অটোগ্রাফ দিতেও দেখা গিয়েছে। একসঙ্গেই বাস থেকে নামেন বিরাট, রোহিত এবং ওডিআই দলের সহ-অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। দিল্লি বিমানবন্দরে অন্যান্য যে ক্রিকেটারদের দেখা গিয়েছে, তাঁরা হলেন- অধিনায়ক শুভমান গিল, ধ্রুব জুরেল, যশস্বী জয়সওয়াল, হর্ষিত রাণা, কেএল রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং ও নীতিশ রেড্ডি।

আচমকা স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ দুই প্রধানে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃ কলকাতা ময়দানের চেনা মুখ আনসুমানা ক্রোমা যেন আবারও জীবনের কাছে হার মানলেন। প্রাক্তন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল তারকা ফুটবলারের স্ত্রী পূজা দত্ত হঠাৎই প্রয়াত হন। মাত্র ছয় বছরের দাম্পত্য জীবনে এমন পরিণতি হবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি কেউ। রেখে গেলেন দুটি শিশু সন্তান, একজনের বয়স মাত্র দু’মাস, অপরজন পাঁচ বছর। পূজার বিয়োগ সংবাদে শোকাহত ময়দানের ফুটবল ভক্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোররাতে। জানা গিয়েছে, রাতে খাওয়ার পরে পূজা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মাঝরাতে শৌচাগারে যাওয়ার সময় হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে পূজার। দুঃখজনকভাবে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর পাশে ছিলেন না ক্রোমা। ব্যক্তিগত কারণে তিনি বর্তমানে লাইবেরিয়ায় রয়েছেন। আগামী মাসে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই এলো এই মর্মান্তিক খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ত্রীর মৃত্যুর কথা জানিয়ে ভেঙে পড়েছেন ক্রোমা। তিনি লিখেছেন, ‘তুমি আমাদের বড্ড তাড়াতাড়ি ছেড়ে গেলে সাদিয়া। কীভাবে বলব আমাদের ছোট ছোট সন্তানদের, যে তাদের মা আর নেই?’ ২০১৯ সালে পূজার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ক্রোমা। প্রেমের শুরু ফেসবুকে, সেখান থেকে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা। বাঙালি মেয়ের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়ে লাইবেরিয়ার ফুটবলারের। বিবাহের পরে পূজা হয়ে ওঠেন সাদিয়া। একসঙ্গে কলকাতা ও লাইবেরিয়া দুই জায়গাতেই সময় কাটিয়েছেন তাঁরা, যদিও মূলত কলকাতায়ই ছিলেন। এই দম্পতির প্রেম একসময় ময়দানে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। ক্রোমা নিজেই বলেছিলেন, পূজার জীবনে আসার পরই তাঁর কেরিয়ারে মোড় ঘুরে যায়। পিয়ারলেস, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, চার্চিল ব্রাদার্সের মতো দলে খেলার সুযোগ আসে। মাত্র মাস দুয়েক আগেই দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন পূজা। তারও আগে, গত বছর ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন ক্রোমা। সেই সময় রাতদিন এক করে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন পূজা। একার হাতে সামলেছিলেন হাসপাতাল, বাড়ি, সন্তান। সোশ্যাল মিডিয়ায় পূজা ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। মৃত্যুর দু’দিন আগেও পোস্ট করেছিলেন ছবি।

পুয়ের্তো রিকোর জালে আর্জেন্টিনার গোল উৎসব

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ১৫ অক্টোবরঃ শক্তি, সামর্থ্য, ঐতিহ্যে অনেক পিছিয়ে থাকা পুয়ের্তো রিকো খুব একটা লড়াই করতে পারল না আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই দলের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য, সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠল মাঠের খেলাতেও। পুয়ের্তো রিকোর জালে গোল উৎসব করল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ইন্টার মায়ামির মাঠ ফোর্ট লডারডেলের চেইস স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় বুধবার সকালের ম্যাচে ৬-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। জোড়া গোল করেছেন আলেক্সিস মাক আলিস্তের ও লাউতারো মার্তিনেজ। একটি গোল করেছেন গন্সালো মন্তিয়েল, অন্য গোলটি আত্মঘাতী। ৬৮ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে ২৪টি শট নেয় আর্জেন্টিনা, এর ১১টি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে পুয়ের্তো রিকোর পাঁচ শটের কেবল তিনটি ছিল লক্ষ্যে। সেগুলো দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আগের ম্যাচে না খেলা অধিনায়ক লিওনেল মেসি এবার খেললেন পুরো ম্যাচই। নিজে জালের দেখা না পেলেও আত্মঘাতী ছাড়া বাকি পাঁচ গোলে ছিল তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। তৃতীয় মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। জিওভানি লো সেলসোর কাছ থেকে পেনাল্টি স্পটের কাছে বল পেয়ে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি মাক আলিস্তের। চার মিনিট পর প্রায় ৬০ গজ দূর থেকে আচমকা শটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন লেয়ান্দ্রো আন্তোনেতি। তবে দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে কোনোমতে জাল অক্ষত রাখেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু থেকে পুয়ের্তো রিকোকে চেপে ধরা আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায় চতুর্দশ মিনিটে। লিওনেল মেসির শট ক্রসবারে লেগে ফেরার পর নিকো গন্সালেসের ভলিতে গোলমুখে বল পান মাক আলিস্তের। হেড করে অনায়াসে তিনি খুঁজে নেন জাল। ২৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গন্সলো মন্তিয়েল। জটলার মধ্য থেকে মেসির দুর্দান্ত দক্ষতায় উঁচু করে বাড়ানো বলে খুব কাছ থেকে ভলিতে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। ৩৬তম মিনিটে আবারও জালের দেখা পান মাক আলিস্তের। মেসির ক্রসে গন্সালেসের হেডে গোলমুখে বল পান হোসে মানুয়েল লোপেজ। জটলার মধ্য থেকে শট নেওয়া সম্ভব নয় দেখে তিনি খুজে নেন ফাঁকায় থাকা মাক আলিস্তেরকে। লিভারপুল মিডফিল্ডারের গতিময় শট যায় ঠিকানায়। ৪০তম মিনিটে ডাবল সেভে ব্যবধান কমতে দেননি মার্তিনেজ। রিকার্দো রিভেরার জোরাল শট ডাইভ দিয়ে ফেরানোর পর ফিরতি বলে আন্তোনেতির শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন আর্জেন্টিনা গোলরক্ষক। দুই মিনিট পর ডি বক্সের বাইরে থেকে মেসির ভলি বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। বিরতির পর দুটি পরিবর্তন আনে আর্জেন্টিনা। নিকোলাস ওতামেন্দি ও জিওভানি লো সেলসোর জায়গায় নামেন লাউতারো রিভেরো ও আনিবাল মোরেনো। হোসে লোপেজের মতো অভিষেক হলো তাদেরও। দ্বিতীয়ার্ধেও প্রথম সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। রদ্রিগো দি পলের ক্রসে মেসির হেড চমৎকার রিফ্লেক্সে ঠেকিয়ে দেন পুয়ের্তো রিকো গোলরক্ষক। বেশিরভাগ সময় ডি বক্সের আশেপাশেই ছিলেন পুয়ের্তো রিকোর ১০ খেলোয়াড়। জটলার মধ্যে প্রায়ই কারো না কারো পায়ে লেগে আটকে যাচ্ছিল শট। কিন্তু ৬৪তম মিনিটে গন্সালেসের শট ডি বক্সে স্টিভেন এচেভারিয়ার পায়ে লেগে দিক পাল্টে জড়ায় জালে! ৭৩তম মিনিটে ডি বক্সের ভিতর থেকে মেসির শট ঠেকান পুয়ের্তো রিকো গোলরক্ষক। ছয় মিনিট পর স্কোর লাইন ৫-০ করে ফেলেন লাউতারো মার্তিনেজ। মেসির ক্রস বুক দিয়ে নামালেও শট করতে পারেননি গন্সালেস। বল পেয়ে যান সামনেই থাকা মার্তিনেজ। অনায়াসে জাল খুঁজে নেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার। ৮৩তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান মার্তিনেজ। মেসির ব্যাক হিলে বল পেয়ে দূরের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন তিনি। বাকি সময়ে আর জালের দেখা পায়নি আর্জেন্টিনা।

মেরিনোর জোড়া গোল, স্পেনের চারে চার

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৫ অক্টোবরঃ ঘরের মাঠে মঙ্গলবার রাতে ৪-০ গোলে জিতেছে ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। স্পেনের আরেক গোলদাতা মিকেল ওইয়ারসাবাল। অন্যটি আত্মঘাতী। ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে চার ম্যাচের সবকটি জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের শীর্ষেই রইল স্পেন। এই চার ম্যাচে ১৫ গোল করার পাশাপাশি একটিও হজম করেনি তারা। একই সময়ে আরেক ম্যাচে জর্জিয়ার বিপক্ষে ৪-১ গোলে জয়ী তুরস্ক ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে জর্জিয়া। বুলগেরিয়া এখনও পয়েন্ট পায়নি। গ্রুপের শীর্ষ দল সরাসরি পাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকেট। রানার্সআপকে খেলতে হবে প্লে-অফে। চার দলের প্রত্যেকের ম্যাচ বাকি দুটি করে। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এই নিয়ে টানা ২৯ ম্যাচে অপরাজিত রইল স্পেন। স্পর্শ করল তারা নিজেদের রেকর্ড। ভিসেন্তে দেল বস্কের কোচিংয়ে ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে রেকর্ডটি গড়েছিল স্প্যানিশরা। শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণে বুলগেরিয়াকে কাঁপিয়ে দেয় স্পেন। নবম মিনিটে আলেক্স বায়েনার শট ফিরিয়ে দেন সফরকারী গোলরক্ষক। সামু, ওইয়ারসাবালদের আরও কয়েকটি প্রচেষ্টা রুখে দেন তিনি। তার সেই বাঁধ ভেঙে যায় ৩৫তম মিনিটে। বক্সে রবিন লে নরম্যান্ডের হেড পাসে হেডেই গোল করে স্পেনকে এগিয়ে নেন মেরিনো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বোর্হা ইগলেসিয়াসের দুটি প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন বুলগেরিয়ার গোলরক্ষক। ৫৭তম মিনিটে আরেকটি হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেরিনো। ৭৯তম মিনিটে প্রতিপক্ষের পাস ক্লিয়ারের চেষ্টায় নিজেদের জালে বল পাঠান বুলগেরিয়ার আতানাস চেরনেভ। আর যোগ করা সময়ে সফল স্পট কিকে স্কোরলাইন ৪-০ করেন ওইয়ারসাবাল। মেরিনো ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল স্পেন।

রোনাল্ডোর রেকর্ডের রাতে ড্র করে বাড়ল পর্তুগালের অপেক্ষা

বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া থেকে স্রেফ ৩ মিনিট দূরে ছিল পর্তুগাল। এমন সময়ে সব হিসেব পাল্টে দিলেন দমিনিক সোবোসলাই। জটলার মধ্য দিয়ে আসা ক্রসে দূরের পোস্টে ঠাণ্ডা মাথায় জাল খুঁজে নিলেন হাঙ্গেরির মিডফিল্ডার। ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর রেকর্ডের রাতে তিনি বাড়ালেন পর্তুগালের অপেক্ষা।

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১৫ অক্টোবরঃ লিসবনে মঙ্গলবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘এফ’ গ্রুপের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। আতিলা সালাই শুরুতেই সফরকারীদের এগিয়ে নেন। প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করে পর্তুগালকে এগিয়ে নেন রোনাল্ডো। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সোবোসলাইয়ের সেই গোলে ম্যাচ শেষ হয় সমতায়। নিজের প্রথম গোলে একটি পাতায় এখন সবার ওপরে আছে রোনাল্ডো নাম। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে এককভাবে সর্বোচ্চ গোল এখন পর্তুগিজ মহাতারকার। ঘরের মাঠে পঞ্চম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় পর্তুগাল। ডি বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রোনাল্ডো। দুই মিনিট পর নিজেদের প্রথম সুযোগ পায় হাঙ্গেরি। ডি বক্সের বাইরে থেকে রোলান্দ সালাইয়ের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন পর্তুগাল গোলরক্ষক দিয়োগো কস্তা। অষ্টম মিনিটে সেই কর্নার থেকেই গোল করে এগিয়ে যায় হাঙ্গেরি। সোবোসলাইয়ের কর্নারে লাফ দিয়েও বল নাগালে পাননি কস্তা। পেছনের পোস্টে থাকা আতিলা সালাই জোরাল হেডে খুঁজে নেন জাল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পর্তুগালের মাঠে এটাই হাঙ্গেরির প্রথম গোল। চতুর্দশ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শট লক্ষ্যেই রাখেন রোনাল্ডো। তবে খুব একটা জোর না থাকায় অনায়াসেই ফেরান হাঙ্গেরি গোলরক্ষক। আট মিনিট পর পর্তুগাল অধিনায়কই দলকে ফেরান সমতায়। নেলসন সেমেদোর ক্রসে খুব কাছ থেকে অনায়াসে জাল খুঁজে নেন রোনাল্ডো। কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড নিজের করে নিলেন রোনাল্ডো (৪০)। ছাড়িয়ে গেলেন ৩৯ গোল করা কার্লোস রুইসকে। ৩৯তম মিনিটে ফের দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পান সালাই। কিন্তু গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে দলকে হতাশ করেন তিনি। দুই মিনিট পর কর্নার থেকে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রোনাল্ডো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে নুনো মেন্দেসের দুর্দান্ত ক্রসে কাছের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন রোনাল্ডো। এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পর্তুগাল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড গোলদাতার মোট গোল হলো ১৪৩টি, ২২৫ ম্যাচে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পান সেমেদো। তবে ৫০তম মিনিটে কাছের পোস্ট ঘেঁষে তার শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান হাঙ্গেরি গোলরক্ষক। পাঁচ মিনিট পর সমতা ফেরানোর দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন সোবোসলাই। খুব কাছ থেকে গোলরক্ষক বরাবর হেড করেন তিনি। ৬০তম মিনিটে পর্তুগাল ডিফেন্ডার রুবেন দিয়াসের গতিময় শট ফেরে পোস্টে লেগে! পরের মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের শট ঝাঁপিয়ে কোনোমতে রক্ষা করেন হাঙ্গেরি গোলরক্ষক। বদলি নেমেই গোল পেতে পারতেন জোয়াও ফেলিক্স। কিন্তু গতিময় হেডেও তিনি পরাস্ত করতে পারেননি গোলরক্ষককে। ৭২তম মিনিটে সালাইয়ের হেড ক্রসবারে লেগে ফিরলে একটুর জন্য সমতা ফেরেনি। এর ছয় মিনিট পর বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন পর্তুগাল কোচ। এর মধ্যে রোনাল্ডোকে তুলে নিয়ে গন্সালো রামোসকে নামান তিনি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে দানিয়েল লুকাসের নিচু ক্রসে দূরের পোস্টে স্লাইড করে জাল খুঁজে নেন সোবোসলাই। সমতা ফেরে ম্যাচে। বাকি সময়ে আর তেমন কোনো সুযোগ তৈরি পারেনি কোনো দলই। ৪ ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের চূড়ায় পর্তুগাল। সমান ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পরেই আছে হাঙ্গেরি। গ্রুপের অন্য ম্যাচে ১০ জনের আর্মেনিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছে আয়ারল্যান্ড। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে আর্মেনিয়া। ‘আই’ গ্রুপের ম্যাচে ইসরায়েলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে অন্তত রানার্সআপ হওয়া নিশ্চিত করেছে ইতালি। ৬ ম্যাচে পঞ্চম জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দলটি আছে দুই নম্বরে। ৬ ম্যাচে টানা ছয় জয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় নরওয়ে। দলটির গোল পার্থক্য ২৬, ইতালির ১০। তাই শুধু জিতলেই হবে না জেন্নারো গাত্তুসোর দলের, এমন ব্যবধানে জিততে হবে যেন গোল পার্থক্যে নরওয়ে পিছিয়ে যায়।

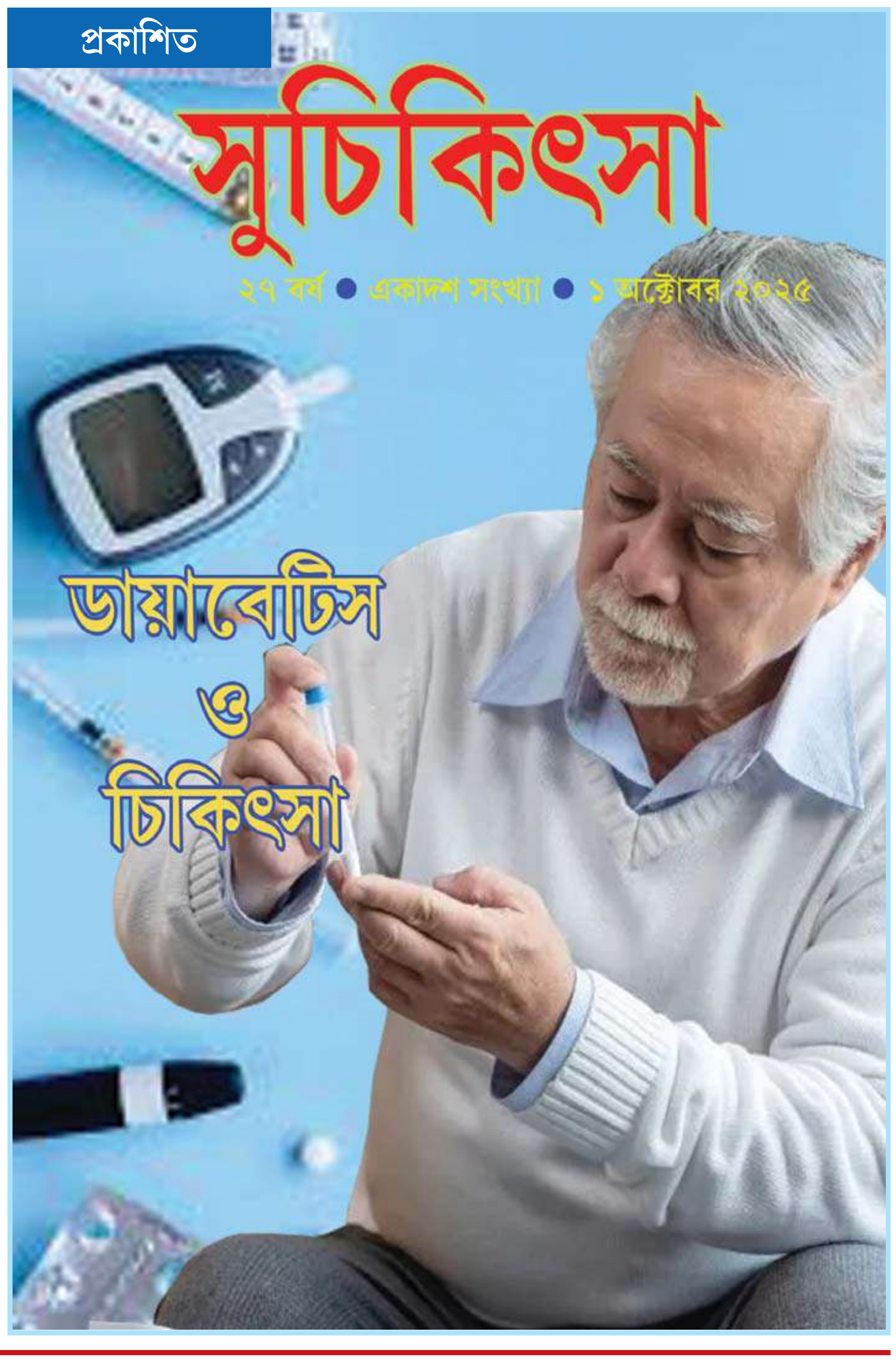

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com